গ্লোবাল ডায়লগ

১১.১

১৭ টি ভাষায় বছরে ৩ টি সংখ্যা

এস. এম. রদ্রিগেজ-এর সাথে একটি সাক্ষাৎকার

মার্গারেট আব্রাহাম

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : সংকট ও সম্ভাবনা

পিটার ইভান্স
গাবর শেইরিং
ক্রিস্টোফার মুলার
সুরেশ নাইডু
প্যাট্রিসিয়া জাভেলা
জে মিজিন চা
মার্কাস অ্যান্টনি হান্টার

ইউরোপে চীনা অভিবাসন

ফ্যানি বেক
পল ন্যারি
ইয়া-হান চুয়াং
এমিলি ট্রান
হ্যালেন লে জামা
স্টিগ থেগারসেন
এস্পটার কেইনিহর
লিন্ডা জাজা
টিং দেং
জেলিনা গ্লেডিক
মার্টিনা বোফুলিন

তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ

ওয়ালডেন বেলো

লাতিন আমেরিকার সমাজবিজ্ঞান

এস্তেবান টরেস
জোসে মরিসিও ডোমিংয়েস
ভিভিয়ান ব্রাচেট-মার্কেজ
সেরজিও কোস্টা
অ্যান্ডো মাসকারেসো
ভেরানিকা গাগো
কারম্যান ইলিজারবে
মারিয়ানা হেরেদিয়া

উন্মুক্ত বিভাগ

> গ্লোবাল ডায়লগ পোলিশ দলের পরিচিতি

ম্যাগাজিন

জিডি
ভলিউম ১১ / সংখ্যা ১ / এপ্রিল ২০২১
globaldialogue.isa-sociology.org/

International Sociological Association

> সম্পাদকীয়

গ্লোবাল ডায়ালগ-র এইসংখ্যাটি সম্পাদিত হওয়ার সময় বিশ্বজুড়ে মিডিয়াগুলোতে আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনসমূহ। ইতোমধ্যে আমরা জানি যে, যুক্তরাষ্ট্র [ডোনাল্ড] ট্রাম্প-পরবর্তী যুগের দিকে ধাবিত হচ্ছে। তবে, এর অর্থ এই নয় যে, বিগত বছরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রে যে সমস্যগুলো দেখা গেছে সেগুলো আর থাকবে না। 'সমাজবিজ্ঞান নিয়ে আলাপচারিতা' বিভাগে সমাজবিজ্ঞানী মার্গারেট অব্রাহাম ব্ল্যাক লাইভ্‌স ম্যাটার অ্যাক্টিভিস্ট ও সমাজবিজ্ঞানী এস এম রদ্রিগেজ-এর সাথে একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ইতিহাসের দিকে সূক্ষ দৃষ্টি আরোপ করে এবং এই সামাজিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে সামাজিক অসমতার বিনাশ ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি অগ্রহ তৈরি করে।

পিটার ইভান্স এবং মাইকেল বুরাওয়ে নির্বাচনকে ঘিরে যে অবস্থা তৈরি হয়েছে; সে বিষয়ে 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংকট এবং সম্ভাবনা' শিরোনামে আমাদের প্রথম সিমপোজিয়াম আয়োজন করেছিলেন। প্রবন্ধগুলো মার্কিন 'বর্ণবাদী পুঁজিবাদ' সম্পর্কে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে বিগত দশকের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রভাব বিশ্লেষণ করে–যারমধ্যে রয়েছে; নিম্নগামী জনকল্যাণ প্রকল্প, শ্রমিক শ্রেণি ও বর্ণভিত্তিক সম্প্রদায়সমূহের মধ্যেকার সমস্যাপূর্ণ সম্পর্ক, প্রতিবেশগত সমস্যা, জলবায়ু পরিবর্তন, এবং ট্রাম্পের রাজনীতির বিপর্যয়মূলক প্রভাবিত ওয়াশিংটনের জানুয়ারির ঘটনা। এই দুর্দশার মুখোমুখি হয়ে লেখকগণ পরিবর্তনের সম্ভবনার জন্য কী করা যেতে পারে তা নিয়ে বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও আলোচনা করছেন।

ফ্যানি বেক ও পল ন্যারি আয়োজিত আমাদের দ্বিতীয় সিম্পোজিয়াম 'ইউরোপে চীনা অভিবাসন'-র উপর আলোচনা করা হয়। এখানে ইউরোপে চীনা অভিবাসনের ধারাবাহিক আগমনের ইতিহাস এবং বর্তমানের একটি সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপন করা হয়েছে। নিবন্ধগুলো এই অভিবাসীদের অবস্থা, ইউরোপীয় দেশগুলোতে সমস্যাপূর্ণ আন্তঃজাতিগোষ্ঠীর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেছেন। তারা দেখান যে, অভিবাসী চীনারা কীভাবে চীনের রাজনৈতিক উন্নয়নের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং কোভিড-১৯ মহামারী কীভাবে তাদের পরিস্থিতি এবং অভিবাসীদের ডিসকোর্সকে প্রভাবিত করে। বিগত বছরগুলোতে আমরা দেখেছি যে, ক্রমবর্ধমান চরম ডানপন্থী আন্দোলনের প্রভাব, এমন রাজনৈতিক দলসমূহ ও তাদের শাসন ব্যবস্থা– যাদের জন্য নিওলিবারেলিজম অর্থনৈতিক সংকট, সামাজিক অসমতা এবং অভিবাসনের অমীমাংসিত সমস্যাগুলো ছিল রাজনৈতিক সুযোগের বিষয়। 'তাত্ত্বিক বিভাগে' ওয়ালডেন বেলো বৈশ্বিক উত্তর ও দক্ষিণের চরম ডানপন্থী দলসমূহের রাজনৈতিক কর্মসূচি, চর্চা এবং নেতৃত্বের বিভিন্ন দিকের তুলনা করেছেন।

'আঞ্চলিক সমাজবিজ্ঞান' অংশে আমাদের চলতি সংখ্যাটি লাতিন আমেরিকার দিকে মনোনিবেশ করেছে। এস্টিবান টরেস লাতিন আমেরিকান কাউন্সিল অফ সোস্যাল সায়েন্সেসের (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) ক্রিয়াশীল সংঘের (Teoría social y realidad latinoamericana) সক্রিয় সদস্য বিশিষ্ট গবেষকদের দ্বারা আলোচিত এবং বিকশিত সামাজিক তত্ত্বগুলো সংকলিত করেছেন।

'উন্মুক্ত বিভাগে' গ্লোবাল ডায়লগ–এর পোলিশ অনুবাদ দলটি তাদের সদস্যদের পরিচয় তুলে ধরেছে – যা আমাদের সহযোগীদের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও গবেষণার অগ্রহের বিষয়ে সম্যক ধারণা দেয়।

আমরা ক্রিস্টিন শিকার্টকে গ্লোবাল ডায়লগ-এর এর সহকারী সম্পাদক হিসাবে তাঁর মূল্যবান কাজের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং তাঁর উত্তরাধিকারী ওয়ালিদ ইব্রাহিমকে (জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে, জার্মানি) স্বাগত জানাই।

ব্রিজিত আলেনবার্কার ও ক্লাউস দোরে
গ্লোবাল ডায়ালগ-এর সম্পাদকদ্বয়

> আইএসএ-এর ওয়েবসাইটে ১৭টি ভাষায় অনূদিত গোবাল ডায়লগ ম্যাগজিনটি পাওয়া যায়।
>লেখা পাঠাতে পারেন globaldialogue.isa@gmail.com -এই ইমেইলে।

International Sociological Association

GLOBAL DIALOGUE

> সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক: Brigitte Aulenbacher, Klaus Dörre.

সহকারী সম্পাদক: Johanna Grubner, Walid Ibrahim.

সহযোগী সম্পাদক: Aparna Sundar.

নির্বাহী সম্পাদক: Lola Busuttil, August Bagà.

পরামর্শক: Michael Burawoy.

গনমাধ্যম পরামর্শক: Juan Lejárraga.

পরামর্শক সম্পাদক:
Sari Hanafi, Geoffrey Pleyers, Filomin Gutierrez, Eloísa Martín, Sawako Shirahase, Izabela Barlinska, Tova Benski, Chih-Jou Jay Chen, Jan Fritz, Koichi Hasegawa, Hiroshi Ishida, Grace Khunou, Allison Loconto, Susan McDaniel, Elina Oinas, Laura Oso Casas, Bandana Purkayastha, Rhoda Reddock, Mounir Saidani, Ayse Saktanber, Celi Scalon, Nazanin Shahrokni.

আঞ্চলিক সম্পাদনা পরিষদ

আরব বিশ্ব: (তিউনেশিয়া) Mounir Saidani, Fatima Radhouani, Habib Haj Salem; (আলজেরিয়া) Souraya Mouloudji Garroudji; (মরক্কো) Abdelhadi Al Halhouli, Saida Zine; (লেবানন) Sari Hanafi.

আর্জেন্টিনা: Magdalena Lemus, Juan Parcio, Martín Urtasun.

বাংলাদেশ: হাবিবউল হক খন্দকার , খায়রুল চৌধুরী, মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন, বিজয় কৃষ্ণ বণিক, সাবিনা শরমীন, সেবক কুমার সাহা, মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, আবদুর রশীদ, সরকার সোহেল রানা, জুয়েল রানা, হেলাল উদ্দীন, মাসুদুর রহমান, এ বি এম নাজমুস সাকিব, ইসরাত জাহান ইয়ামুন, শামসুল আরেফীন, ইয়াসমিন সুলতানা, একরামুল কবির রানা, সালেহ আল মামুন, রুমা পারভীন, মোঃ শাহীন আক্তার।

ব্রাজিল: Gustavo Taniguti, Angelo Martins Junior, Andreza Galli, Dmitri Cerboncini Fernandes, Gustavo Dias, José Guirado Neto, Jéssica Mazzini Mendes.

ফ্রান্স/স্পেন: Lola Busuttil.

ভারত: Rashmi Jain, Nidhi Bansal, Sandeep Meel, Pragya Sharma, Manish Yadav.

ইন্দোনেশিয়া: Kamanto Sunarto, Hari Nugroho, Lucia Ratih Kusumadewi, Fina Itriyati, Indera Ratna Irawati Pattinasarany, Benedictus Hari Juliawan, Mohamad Shohibuddin, Dominggus Elcid Li, Antonius Ario Seto Hardjana, Diana Teresa Pakasi, Nurul Aini, Geger Riyanto, Aditya Pradana Setiadi.

ইরান: Reyhaneh Javadi, Niayesh Dolati, Abbas Shahrabi, Sayyed Muhamad Mutallebi.

কাজাখস্তান: Aigul Zabirova, Bayan Smagambet, Adil Rodionov, Almash Tlespayeva, Kuanysh Tel, Almagul Mussina, Aknur Imankul, Madiyar Aldiyarov.

পোল্যান্ড: Justyna Kościńska, Jonathan Scovil, Sara Herczyńska, Weronika Peek, Aleksandra Wagner, Aleksandra Biernacka, Jakub Barszczewski, Adam Müller, Zofia Penza-Gabler, Iwona Bojadżijewa.

রোমানিয়া: Raluca Popescu, Raisa-Gabriela Zamfirescu, Iulian Gabor, Monica Georgescu, Ioana Ianuș, Bianca Mihăilă, Veronica Oancea, Maria Stoicescu.

রাশিয়া: Elena Zdravomyslova, Anastasia Daur.

তাইওয়ান: Wan-Ju Lee, Tao-Yung Lu, Tsung-Jen Hung, Syuan-Li Renn, Yu-Chia Chen, Yu-Wen Liao, Po-Shung Hong.

তুরস্ক: Gül Çorbacıoğlu, Irmak Evren.

সিম্পোজিয়ামটি ২০২০ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুর্দশা ও সম্ভাবনার দিকে এক নজর দেয়। প্রবন্ধগুলি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে গত দশকের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রভাব বিশ্লেষণ করে। ২০২১ সালের জানুয়ারিতে ওয়াশিংটনে সংঘটিত ঘটনাগুলির প্রেক্ষাপটে লেখকরা ভবিষ্যতের দিকেও তাকিয়ে থাকেন এবং পরিবর্তনটি সম্ভব করার জন্য কী করা যেতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করেন।

এই সিম্পোজিয়ামটি ইউরোপে চীনা অভিবাসন নিয়ে বিস্তৃত গবেষণার উপস্থাপন করে। কিছু প্রবন্ধ বিংশ শতাব্দীতে অভিবাসন আন্দোলনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, অন্যগুলো একবিংশ শতাব্দীতে চীনা অভিবাসীদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থানের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলি নিয়ে কাজ করে।

আজকের বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের মুখে লাতিন আমেরিকার সমাজবিজ্ঞান তত্ত্বটি ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় পরিণত হচ্ছে। এই সিম্পোজিয়ামটি লাতিন আমেরিকার তাত্ত্বিকতার প্রশস্ততা এবং বৈচিত্র্যময়তার মধ্যে মৌলিকত্ব দেখায় যেখানে তারা বৈশ্বিক তত্ত্বের ব্যাখ্যায় সর্বদা তাদের স্থানীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গবেষণা শুরু করে।

জিডি

SAGE প্রকাশনীর উদার অনুদানে-
গোবাল ডায়ালগ প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

> এই ইস্যুতে

সম্পাদকীয় ২

> সমাজবিজ্ঞান কথন

ড. এস. এম. রদ্রিগেজ-এর সাথে একটি সাক্ষাৎকার
মার্গারেট আব্রাহাম, যুক্তরাষ্ট্র ৫

> মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : সংকট ও সম্ভাবনা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা কি হতে যাচ্ছে?
পিটার ইভান্স, যুক্তরাষ্ট্র ৯

হতাশার মৃত্যু এবং গণতন্ত্রের স্বাস্থ্য
সমাজবিজ্ঞানের জন্য চ্যালেঞ্জসমূহ
গাবর শেইরিং, ইতালি ১১

মানব পুঁজিবাদী
ক্রিস্টোফার মুলার, সুরেশ নাইডু, যুক্তরাষ্ট্র ১৪

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রজনন সম্পর্কিত ন্যায়বিচারের ভবিষ্যৎ
প্যাট্রিসিয়া জাভেলা, যুক্তরাষ্ট্র ১৬

জলবায়ুর ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই এবং বাইডেন-হ্যারিস প্রশাসন
জে মিজিন চা, যুক্তরাষ্ট্র ১৮

আমূল ক্ষতিপূরণ
মার্কাস অ্যান্টনি হান্টার, যুক্তরাষ্ট্র ২০

> ইউরোপে চীনা অভিবাসন

ইউরোপে চীনাদের পরিবর্তিত অবস্থান
ফেনী বেক,এবং পল ন্যারি, নেদারল্যান্ড ২২

নীরবতা থেকে সক্রিয়তা : ফ্রান্সে চীনারা
ইয়া-হান চুয়াং, ফ্রান্স; ইমিলি ট্রান, হংকং এবং হেলেন লে বাইল, ফ্রান্স ২৪

ইউরোপে চীনা শিক্ষার্থীরা
স্টিগ থেগারসেন, ডেনমার্ক ২৬

বুদাপেস্টে 'গোল্ডেনভিসা' ধারী চীনা অভিবাসী
ফ্যানি বেক, এস্জেটার কেনিহর, এবং লিন্ডা জাবো, হাঙ্গেরি ২৮

ইতালিতে চীনারা : ব্যবসা এবং পরিচয়
টিং দেং, যুক্তরাষ্ট্র ৩০

সার্বিয়ায় চীনাদের অবস্থার রদবদল
জেলেনা গ্লেডিচ, সার্বিয়া ৩২

চীনা অধিবাসী এবং কোভিড-১৯ মহামারী
মার্টিনা বোফুলিন, স্লোভেনিয়া ৩৪

> তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ

চরম ডানপন্থার সময় তুলনামূলক বিশ্লেষণের খোঁজে
ওয়ালডেন বেল্লো, যুক্তরাষ্ট্র ৩৬

> লাতিন আমেরিকার সমাজবিজ্ঞান

লাতিন আমেরিকার সমাজবিজ্ঞানের সর্বজনীন উদ্দেশ্য
এস্টেবান টোরেস, আর্জেন্টিনা ৩৯

বিশ্ব-ঘরানা : সমাজবিজ্ঞানের একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি
এস্টেবান টোরেস, আর্জেন্টিনা ৪০

বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে বৈশ্বিক আধুনিকতার যোগসূত্র
জোসে মরিসিও ডোমিংয়েস, ব্রাজিল ৪২

তত্ত্বের ঐতিহাসিকীকরণ : লাতিন আমেরিকার জন্য একটি প্রস্তাব
ভিভিয়ান ব্রাচেট মার্কেজ, মেক্সিকো ৪৪

আন্ত:নির্ভরতার পুনর্বিবেচনা
সরজিও কস্তা, জার্মানি ৪৬

উপেক্ষার যুগ: সংকট সিস্টেম তত্ত্ব
আলদো মাসকারেনো, চিলি ৪৮

ল্যাটিন আমেরিকার নব্য উদারবাদ বিষয়ে গবেষণামূলক অনুসন্ধান
ভেরোনিকা গ্যাগো, আর্জেন্টিনা ৫০

একটি লিবারেল-উত্তর নীতিমালার দিকে কারম্যান ইলিজারবে
কারম্যান ইলিজারবে, পেরু ৫২

লাতিন আমেরিকায় অসমতার মানদণ্ড, অসমতার স্বরূপ ও অভিজাত শ্রেণি
মারিয়ানা হেরেদিয়া, আর্জেন্টিনা ৫৪

আদিম সঞ্চয়ন ও আইনের সমালোচনা
গুইলহার্মে লেইতিগনকাল্ভেজ, ব্রাজিল ৫৬

> উন্মুক্ত বিভাগ

গ্লোবাল ডায়লগ পোলিশ দলের পরিচিতি ৫৮

‘ইউরোপীয়রা – এবং উত্তর আমেরিকানরা – নিজেদের অবস্থানকে সর্বজনীন বলে ধরে নেয়, এবং তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যকেও ধারণার দিক থেকে সর্বজনীন মনে করে। কাজেই লাতিন আমেরিকানদের শুরু করতে হয়েছিল তাদের নিজেদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা মাথায় রেখে, কারণ তাদের সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যগুলোও আদতে কোনো পাত্তা পায়নি।’

- জোসে মরিসিও ডোমিংয়েস

>বিএলএম এর উজ্জ্বলতা

ড. এস. এম. রদ্রিগেজ-এর সাথে একটি সাক্ষাৎকার

এস.এম. রদ্রিগেজ

এস.এম. রদ্রিগেজ (সামার রদ্রিগেজ-ফেয়ারপ্লে; সর্বনাম: তারা / তাদের) হফস্ট্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের এলজিবিটিকিউ + স্টাডিজের পরিচালক এবং ক্রিমিনোলজির সহকারী অধ্যাপক । 'দ্য ইকোনমিক্স অফ কুইর ইনক্লুশন: ট্রান্সন্যাশনাল অর্গানাইজিং ফর এলজিবিটিআই রাইটস ইন উগান্ডা' (২০১৯), প্রকাশিত বইয়ের লেখক হিসেবে রদ্রিগেজ স্থানীয় কর্মকাণ্ডের জন্য বহুজাতিক কর্পোরেশন এবং আন্তর্জাতিক তহবিলের প্রভাবগুলির একটি চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন। তাঁদের প্রকাশনাগুলির মধ্যে রয়েছে "কার্সারাল প্রোটেকশনিজম এন্ড পার্পটিক্যালি (ইন) ভালনারিবিলিটি"; "ইনভিজিভিলিটি ম্যাটার: কুইর আফ্রিকান অরগ্যানাইজিং এন্ড ভিজিভিলিটি ম্যানেজমেন্ট ইন এ ট্রান্সন্যাশনাল এইজ"; "কুইর এবোলিউশনিষ্ট অলটারনেটিভ টু ক্রিমিনালাইজিং হেইট ভায়োলেন্স" (প্রকাশিতব্য); এবং "নট বিহাইন্ড বারস: দি রিপলিং এফেক্ট অব কার্সারাল হ্যাবিটাস এন্ড কারেকটিভ ভায়োলেন্স অন দি ফ্যামিলি এন্ড কমিউনিটি লাইফ অফ প্রিজন গার্ডস"(প্রকাশিতব্য)। ড. রদ্রিগেজ দুটি অবিশ্বাস্যভাবে উদ্ভাবনমূলক বইয়ের প্রকল্পে কাজ করছেন: এবোলিশন ইন দি একাডেমীঃ স্কলার-একটিভিজম এ্যান্ড দি মুভমেন্ট ফর পেনাল এবোলিশন এবং মার্কড ফর রিমোভাল: পারপেচুয়াল কলোনিয়ালিটি, জেন্ট্রিফিকেশন এ্যান্ড কুইর এবোলিশনিষ্ট প্রাক্সিস ইন নিউইয়র্ক সিটি। বহু বছর ধরে 'কমিউনিটি সেফ আউটসাইড সিস্টেম কালেক্টিভ' সংগঠিত করার পরে, রদ্রিগেজ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বর্ণবাদী ও রঙিন মানুষদের সবচেয়ে বড় সংগঠন অড্রে লর্ড প্রকল্পের পরিচালনা পর্ষদে যোগ দিলেন। আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ ইউনিভার্সিটি উইমেন (AAUW) পোস্টডক্টোরাল ফেলোশিপ (২০২০-২১) সহ "এবোলিশন ইন দি একাডেমি" এবং আমেরিকান সমাজবৈজ্ঞানিক সমিতির সংখ্যালঘু ফেলোশিপ প্রোগ্রাম (২০১৪-১৫) সহ তাদের কার্যক্রমকে বিভিন্ন অনুদান, পুরস্কার এবং ফেলোশিপ দ্বারা সমর্থন করা হয়েছে।

এখানে ড. রদ্রিগেজ-এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন **মার্গারেট আব্রাহাম**, ইন্টারন্যাশনাল সোসোলজিকাল অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি, হফস্ট্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র ভাইস প্রোভোস্ট এবং হ্যারি এইচ. ওয়াচেল সান্মানিক অধ্যাপক।

এমএ: ব্ল্যাক লাইভ ম্যাটার কী?

এস এম: লোকেরা যখন ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটারকে ইঙ্গিত করে, তখন তারা সাধারণত তিনটি ভিন্ন, তবে আন্তঃসম্পর্কিত বিষয়গুলির একটিকে উল্লেখ করে। এটি প্রথমত, একটি একক, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং যার একাধিক চ্যাপ্টার বা অধ্যায় আছে আমেরিকা, যুক্তরাজ্য এবং কানাডায় এবং যা ২০১৩ সালে শুরু হয়েছিল। এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হল সাদা আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা, আফ্রিকান বংশোদ্ভূত মানুষের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় সহিংসতা বন্ধ করা এবং সকল ধরনের বর্ণবাদবিরোধী সমাজ বজায় রাখার প্রয়োজনে একটি সম্মিলিত সম্প্রদায়গত শক্তি গড়ে তোলা। দ্বিতীয়ত, বিএলএম হল একটি স্লোগান যা নিজেকে বিশ্বজুড়ে আফ্রিকা-উদ্ভূত জনগণের পক্ষে একটি আন্দোলনকে বাস্তব করে তুলেছে এবং যা বোঝায়: আমাদের অস্তিত্ব রয়েছে, আমরা গুরুত্বপূর্ণ। অবশেষে এবং সম্ভবত বেশিরভাগ

>>

ক্ষেত্রেই লোকেদের অর্থ হল মুভমেন্ট ফর ব্ল্যাক লাইভস (এমএ৪বিএল), যা একটি ছত্রছায়ামূলক সংগঠন, বহু সংযুক্ত, বর্ণবাদী ন্যায়বিচার সংগঠনের একটি জোট, যার বেশিরভাগই বিএলএমের চেয়ে দীর্ঘকাল ধরে বিদ্যমান ছিল। এর মাধ্যমে, আমি মিডিয়ার প্রবণতার দিকে ইঙ্গিত করি, যা তৎক্ষণাত পুলিশ-বিরোধী বর্বরতার প্রতিবাদকে আয়োজক বা অংশগ্রহণকারীদের প্রকৃত সম্পৃক্ততা নির্বিশেষে একটি "ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার" বিষয়টিকে শীর্ষক আন্দোলন হিসাবে আখ্যায়িত করে।

বিএলএম এর সফলতা হল যে, এটি এমন একটি লোভনীয় শব্দবন্ধ যা সমস্ত বর্ণবাদ বিরোধী সংগঠন গুলো একাত্মটা প্রকাশ করতে পারে, এবং এবং টেকশই অধ্যায়গুলির গঠনের চেয়ে এই চেতনা দ্রুত প্রতিরূপায়িত করতে সক্ষম। ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার হল কালো হল সুন্দর বা কালোদের শক্তি এ ধরনের সহস্রাব্দ স্লোগান: এটা কোনও বিশ্বাস ব্যবস্থা, দীর্ঘায়িত অনুযোগ, একটি সম্মিলিত প্রার্থনা হিসাবে, বা কোনও কেন্দ্রীভূত আন্দোলন নয়।

এমএ: অতীতের কালো আন্দোলন এবং বর্তমান বিএলএম আন্দোলনের মধ্যে কি সেই ধারাবাহিকতা এবং পরিবর্তন যেগুলি আপনি দেখছেন? বাধাগুলি কীভাবে স্ট্যাটাস ক্যু- কে চ্যালেঞ্জ করেছে তাদের কৌশলগুলি কী?

এসএম: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রদায় সংগঠন এবং পারস্পরিক সহায়তার একটি দীর্ঘ এবং সুনির্দিষ্ট ইতিহাস রয়েছে, তাদের দ্বারা যারা রাজ্যের সামাজিক পরিষেবায় প্রান্তিক অবস্থানে বিদ্যমান ছিলো। পারস্পরিক সহায়তার জন্য রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকের সম্পকের পরিবর্তে সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে সম্পদের সংস্থান এবং পুনর্নির্মানের জন্য সম্পদের সংস্থান এবং দায়িত্ব প্রয়োজন। কালো আন্দোলনগুলি ঐতিহাসিকভাবে রাষ্ট্রের দাবি জানিয়েছে, কিন্তু তারা রাষ্ট্রকে "সর্বাত্মক, সর্বশেষে" রূপে কখনো কল্পনাও করতে পারেনি। এর মধ্যে রয়েছে ব্ল্যাক প্যান্থার পার্টির ১০ দফা কর্মসূচী, যা মূলত দাসত্ব ও গণহত্যার জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করার সময়, এই জাতীয় সম্পদের সম্প্রদায়-নেতৃত্বাধীন বিতরণের কল্পনা করে। ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার আন্দোলন একইভাবে প্রতিশোধ এবং বিভিন্ন ক্ষতির সমাপ্তি দাবি করে তবে বিতরণী কাজটি রাজ্যের আধিপত্যের মধ্যে চলে যেতে দিতে চায়না। ডাব্লিউ.ই.বি. ড্যু বোইস তাঁর দ্য সোলস অফ ব্ল্যাক ফোক-এ ফ্রিডমেনস ব্যুরোতে লেখার সাথে সাথে রাষ্ট্রের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তুলে ধরেছিলেন। ১৮৭০ এর দশকে কালো আমেরিকার স্বাধীনতা এবং বেতনের শ্রম অর্জনের জন্য একটি ফেডারেল সংস্থা বিশেষত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ব্যুরো দ্রুত এই কাজটির উপর নির্ভর করে কারণ এটি সাদা আধিপত্যবাদী সহিংসতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর পক্ষে যথেষ্ট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল না (বিশেষত, ক্যু ক্লাক্স ক্লান) এবং সাদা আধিপত্যবাদী আইনী উদ্যোগগুলি যা কালো মানুষের জীবনকে অপরাধীকরণ করেছিলো।

ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা প্রচুর: সুরক্ষার দাবি, মর্যাদা এবং রাজনৈতিক দমন থেকে মুক্তি; কৃষ্ণাঙ্গ নারী এবং এলজিবিটি নেতৃত্বের উপস্থিতি; এবং পাশবিক পুলিশিংয়ের উপস্থিতি, রাষ্ট্রীয় দমন, বর্ণবাদ বিরোধী-আন্দোলন এবং সাদা ক্ষতিপূরণ/দায়মুক্তির উপস্থিতি। পরিবর্তনগুলিও অবশ্য মূল্যবান। আমরা নির্দিষ্ট শহরগুলিতে দেখতে পাই, বিশেষত মিড ওয়েস্টে, প্রায়শই বিএলএম মিছিলে অনেক প্রতিবাদকারী শ্বেতরাই মিত্র হয়। ঐতিহাসিকভাবে, এই অঞ্চলগুলি খুব বেশি সরাসরি কাজ করতে পারে নি। আমরা আরও দেখি সামরিক বাহিনী পুলিশ বাহিনী এবং সাদা বর্ণবাদ বিরোধী-প্রতিবাদকারীরা, যারা সাদা বিএলএম মিত্রদের হত্যা করেছে, তারা এই ধরণের বর্ণবাদবিরোধী সাদা প্রতিবাদকারীদের স্পষ্টভাবে নির্যাতন করেছে! ফ্রিডম রাইডে, নাগরিক অধিকার আন্দোলনে যোগদানের জন্য শ্বেত (অনেক ইহুদি) নেতাকর্মীদের মারধর করা হয়েছিল- সুতরাং সে দিকটি এতটা আলাদা নয়- তবে আমি আমাদের ইতিহাসে এমন কোনও সময় সম্পর্কে অসচেতন যে আমরা বৃদ্ধবয়স্ক সাদা পুরুষদের নিথরিত হতে দেখেছি পুলিশদের দ্বারা, একজন যুবতী সাদা নারী দৌড়ে এসেছিল এবং দুজন সাদা পুরুষ একজন সাদা কিশোরকে গুলি করে হত্যা করেছিল। আমি বুঝিয়েছি, কালো বিরোধী ক্ষতির স্থায়ীত্ব থাকা সত্ত্বেও, এটি একটি ভয়াবহ নতুন বাস্তবতা- যে সাদা মিত্ররা অভূতপূর্ব ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। আমি মনে করি যে, এই পরিবর্তন রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবনের দিকে ইঙ্গিত করে: পুলিশের সামরিকীকরণ, যা কেবল মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়া কভারেজের পুরো, দৃষ্টিসংক্রান্ত উন্মুক্ততার সাথে নয়, পুলিশিতৎপরতার পুনর্জাগরিত চেতনার সাথে ঘটেছে।

এমএ: বিএলএম কি যুক্তরাষ্ট্রে কাঠামোগত বর্ণবাদকে রূপান্তর করতে পারে? কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে এই আন্দোলনে কী লাগবে?

এস এম: আমি মনে করি কৃষ্ণজীবনের জন্য আমাদের কী ধরণের পরিবর্তন আনতে হবে তার পরিবর্তে আমাদের অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে? বরং এটিকে একটি একক সংগঠন হিসাবে ভাবার পরিবর্তে, কেবল একটি লক্ষ্য নিয়ে, আমাদের বিএলএমকে আন্দোলনকারী মিছিলের ক্রন্দনডাক হিসাবে ভাবতে হবে। আমার কাজগুলিতে, আমি কালো সংগঠকদের রূপান্তরকৃত ন্যায়বিচার, জেলখানা বিরোধী নারীবাদ এবং হিংসাত্মক বিরোধী সংগঠনের বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি। এগুলি কেবল কেন্দ্রীয় মূল্যবোধ হিসাবে নয়, অনুশীলন হিসাবে, বিএলএম মন্ত্র থেকে সামাজিক বাস্তবতায় রূপান্তর করতে প্রয়োজনীয় কাঠামোগত পরিবর্তনকে আমন্ত্রণ জানায়।

এমএ: ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লিঙ্গ, বর্ণ এবং শ্রেণির ইন্টারসেকশন বা ছেদগুলি কী কী?

এসএম: বিএলএম আন্দোলনের একটি চমৎকার উদাহরণ যা স্পষ্টতই শুরু থেকেই আন্তঃসংযোগের প্রয়োজন হয়। আফ্রিকান বংশোদ্ভূত তিন নারীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, যার মধ্যে দুজন কৌতুকপূর্ণ, বিএলএম কখনোই কালো আমেরিকানদের একমাত্র উপদলের সংগ্রামকে উন্নীত করার উদ্দেশ্যে বোঝানো হয়নি। ঐতিহাসিকভাবে, পুলিশী বর্বরতা অবসানের লক্ষ্যে যে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে, তা মূলত সরাসরি কালো পুরুষদেরকে কেন্দ্র করে এবং সমালোচকদের দাবী সরাসরি কালো পুরুষগণ এই আন্দোলনের মধ্যেই অস্বাভাবিকভাবে অসমানুপাতিক মনোযোগ পেয়েছে, এটি আসলে প্রতিষ্ঠাতাদের লক্ষ্যগুলির বাস্তব প্রতিফলন নয়। পরিবর্তে, আমি যুক্তি দিয়ে বলতে চাই, এটি আমাদের কয়েক দশকের সাংগঠনিক স্মৃতিতে প্রতিফলিত করে যা সরাসরি কালো পুরুষদের এবং ছেলেদের কেন্দ্র করে ফেলেছে। অস্কার গ্রান্টকে কীভাবে স্মরণ করতে হয় আমরা জানি, এবং সেই নজির ফিল্যান্ডো ক্যাসিটিলকে স্মরণ করার জন্য ব্যবস্থাটি সরবরাহ করেছিল। আমরা দু:খিত আমাদাউ ডায়ালোর কথা স্মরণ করি, সুতরাং আলফ্রেড ওলঙ্গোকে কীভাবে স্মরণ করতে হয় তা আমাদের জানা। নিপীড়নের এই অক্ষ (বর্ণবাদী পুরুষত্ব) আমাদের দায়িত্ব, অন্যায় সম্পর্কে আমাদের ন্যারেটিভে সুস্পষ্ট বর্ণনাকৃতি তৈরি করার অনুমতি দিতে পারে; "ঘাতক পুলিশদের গ্রেপ্তার" এর তুলনায় অপেক্ষাকৃত সহজ পরিবর্তনের জন্য অনুরোধ জানাতে। আমরা যখন বিচিত্র কালো মানুষ এবং নারীদের একীভূত করি, তখন আমরা অতিরিক্ত সংখ্যার স্তরগুলিকে আমন্ত্রণ জানাই যার কোনও সম্মতিতে কোনও সুনির্দিষ্ট ধরণ থাকে না, তাই আমরা আমাদের ইতিহাসে সম্পূর্ণ নিঃশব্দ হয়ে যাওয়া এমন বিষয় নিয়ে কথোপকথনের সূচনা করছি। এর অর্থ হল যখন মিডিয়াভিত্তিক সামাজিক মিডিয়া-ভিত্তিক চেতনা জাগ্রত করার প্রচেষ্টা নেয়া হয় যেমন #সে হার নেম# উদয় হয়, তখন প্রকোপ, অর্থ এবং ক্ষতির সংশোধন নিয়ে আলোচনার জন্য আসলেই কোনও সুনির্দিষ্ট কাঠামো নেই। কৃষ্ণাঙ্গ নারী ও বিচিত্র লোকেরা যে সহিংসতার মুখোমুখি হয় তার বেশিরভাগই রাষ্ট্রীয় সহিংসতা ও পুলিশিংয়ের অভ্যন্তরীণকরণ এবং দুর্বলতম সম্প্রদায়গত সম্পর্কের কারণে যা গতি পায়। যাইহোক, এটি আন্তঃসংযোগের লেন্স যা আমাদের কেবল লক্ষ্যবস্তু পরিবর্তন নয়, রূপান্তরকামী পরিবর্তন কল্পনা করতে দেয়। এটি কিমবার্লি ক্রেনশোর তত্ত্বের একটি বৃহৎ অবদান: আমরা যখন আরও প্রান্তিকদের কেন্দ্র করে প্রয়োজনগুলি কল্পনা করি তখন আমরা নীতিগত হস্তক্ষেপ করি যা আরও বিস্তৃত ও সামগ্রিক।

এমএ: পুলিশকে অপমান করার বিষয়ে অনেক আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে। কীভাবে বিএলএম ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার সংস্কারের প্রয়োজন বাড়িয়ে তুলেছে?

>>

এসএম: সামাজিক পরিবর্তনের প্রস্তাবগুলি প্রায়শই একই ধরণের বিপর্যয়কর ফলগুলি ভোগ করে: ভবিষ্যতে নেতিবাচক ঘূর্ণন সবচেয়ে বেশি মনোযোগ পাবে। এই ক্ষেত্রে, অনুপুস্থিতিতে "কেড়ে নেওয়ার" উপর মনোনিবেশ করা সহজ, বা যাকে নেতিবাচক পরিবর্তন বলা হয়, কারণ এটিকে কঠোর মনে হয়; এটি ভয়কে অনুপ্রাণিত করে। বিকল্পভাবে, ইতিবাচক রাজনীতিবিদ- সৃষ্টির বিষয়- বিস্ময়ের আমন্ত্রণ জানাতে পারে। "পুলিশকে অপমান" করার কান্নার এত অর্থ রয়েছে; এটি একটি তিন ধরণের শ্লোগানে ভরপুর, একটি সমৃদ্ধ এবং সংকীর্ণ প্রস্তাব। এখানে দাবিটি পুলিশকে নষ্ট করা- আমাদের সম্প্রদায়ের তহবিল সরবরাহ করা: এটির নেতিবাচক এবং ধনাত্মক উভয়ই প্রয়োজন। আমি এটিকে মূল্যবোধগত অর্থে বোঝাতে চাই না, তবে অনুপস্থিতি এবং উপস্থিতি, প্রত্যাবর্তন এবং সৃষ্টি অর্থে। আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা ও জনক- ডাব্লিউ.ই.বি ড্যু বোইস দ্বারা প্রস্তাবিত একটি প্রস্তাবের উপর নির্ভর করে এটি অনেক ক্ষেত্রে, সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে এটি মূল আগ্রহী হওয়া উচিত- যা ১৯৩৩ সালে ড্যু বোইস তাঁর গণতন্ত্রের বিলুপ্তি উক্তিটিতে তুলে ধরেন। ড্যু বোইসের তত্ত্বটি প্রমাণিত যে, আমরা সৃষ্টির কাজকে একীভূত না করে প্রগতিশীল, বিলোপবাদী পরিবর্তনের উপর প্রভাব ফেলতে পারি না। আমাদের অবশ্যই আমাদের সময়, শক্তি এবং সম্পদ-সংস্থানগুলিকে "জীবন-প্রতিষ্ঠাকারী প্রতিষ্ঠানের" (রুথ উইলসন গিলমোর) প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করতে হবে, যা আমাদের দাসত্বমূলক প্রতিষ্ঠান এবং দাসত্বের কাঠামোর স্থান গ্রহণ করবে। এটি পরে শূন্যতায় ভোগা না করেই "পরিত্রাণ পাওয়ার" একমাত্র উপায়; দাসত্ব ও দাসত্বের নতুন সুযোগের বিকাশ। তাহলে কীভাবে বিএলএম এই প্রয়োজন বাড়িয়েছে? আমাদের সমসাময়িক সামাজিক আন্দোলনের নেতারা কেবল কী মুছে ফেলা উচিত তা স্পষ্টভাবেই বর্ণনা করেননি, কিন্তু এটি কিভাবে অবশ্যই কার্যকর করা যায়, তা চিহ্নিত করেছেন।

এমএ: বিএলএমের মিডিয়া প্রতিকৃতি কীভাবে জাতিগত ন্যায়বিচারের আয়োজনকে প্রভাবিত করেছে?

এস এম: মজার বিষয় হল, যখন আমি সাদা জাতীয়তাবাদী এজেন্ডাগুলোকে বেশি প্রকাশ করতে দেখতে পাচ্ছি, তখনই ট্রাম্পের যুগে কালোদের প্রতিবাদের বিষয়টি অনেক বেশি সহানুভূতিশীল হিসেবে মিডিয়াতে কভারেজ দেখতে পাচ্ছি। কৃষ্ণাঙ্গদের জীবন ও মৃত্যুর রাজনীতি সম্পর্কে - মূলধারার গণমাধ্যমগুলি একটি সদ্য বর্তমান বিপদের একটি কাল্পনিক আখ্যানকে প্ররোচিত করেছে- অচিলি মেম্বে কৃষ্ণাঙ্গ জীবন ও মৃত্যুর রাজনীতি সম্পর্কে জরুরীতার আবিষ্কার হিসাবে যা বর্ণনা করবেন। কৃষ্ণাঙ্গবিরোধী ও নাতিবাদী রাষ্ট্রীয় সহিংসতার ধারাবাহিকতা থাকা সত্ত্বেও, পূর্বে "অযৌক্তিক" দাবিগুলি হঠাৎ যুক্তিযুক্ত হয়ে উঠেছে।

আমার বই দ্য ইকোনমিস অফ কুইর ইনক্লুয়েন্সন এর জন্য গবেষণা করার সময়, আমি পরীক্ষা করেছিলাম যে, কীভাবে মিডিয়া মনোযোগ সমস্যাটি বোঝার ক্ষেত্রে ব্যাপক আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে, সত্যিকার অর্থে সমস্যাটি বুঝতে খুব বেশি সহায়তা না করে। যত সংবেদনশীল এবং কঠোর চিত্রাবলী তত বেশি সমর্থন জোগাড় করে। যাইহোক, সমর্থনটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভাসাভাসা পর্যায়ে রয়েছে এবং সময়ের সাথে তার সংযোজনের গভীরতা হ্রাস পায়। মিডিয়া কভারেজ চূড়ান্তভাবে সিলেব্রের তৈরির জন্য দায়ী যা পরে একটি নাটকীয় এবং খুব অস্থায়ী আর্থিক ডাম্প গ্রহণ করে! অনেক ব্যক্তিগত দাতা এবং ফাউন্ডেশন দাতব্য প্রদানের জন্য আউটলেটটি উপলব্ধি করে যা তাদের নিজস্ব প্রোফাইলকে সর্বোত্তম করে তোলে। মিডিয়া সাংস্কৃতিক ছাপ-মোহর এবং বর্তমান প্রাসঙ্গিকতার বোধ তৈরি করে। আমার কাজে, এটি উগান্ডায় সমকামিতা-বিরোধী বিল ছিল এবং এই ধরণের তহবিলের প্রবাহ (টাইফুন) আসলে তার নিজস্ব অনিচ্ছাকৃত পরিণতি নিয়ে আসে। এই গ্রীষ্মে, এবং আমি কোনও বর্ণবাদী ন্যায়বিচার সংস্থার পরিচালনা পর্ষদের একজন সদস্য হিসাবে এটি বলতে পারি, বিএলএম বলতে জাতিগত ন্যায়বিচারের উদ্যোগগুলি ছিল- এবং আমরা এই জাতীয় অর্থের অভিজ্ঞতা অর্জনের কথা কল্পনা করতে পারি না সেইসময় যখন সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক সঙ্কট কল্পনা করে।

এমএ: বিএলএমের প্রগতিবাদ কীভাবে নির্বাচন এবং প্রধান দলীয় রাজনীতিতে প্রভাব ফেলেছে?

এস এম: কালো প্রগতিবাদ, যদিও মূলত নির্বাচনী রাজনীতির প্রান্তে থেকে গেছে, তা আমাদের মূলধারার রাজনৈতিক বাস্তবতাকে সর্বদা প্রভাবিত করেছে। একটি ঐতিহাসিক উদাহরণের জন্য, আমরা ব্ল্যাক প্যান্থার পার্টির 'বিনামূল্যে প্রাতঃরাশের প্রোগ্রাম'টিকে স্মরণ করতে পারি, যা ১৯৬০ এর দশকে রাজনৈতিক কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে এবং ১৯৭৫ সালের দিকে মার্কিন পাবলিক স্কুলগুলিতে ব্যাপক জনপ্রিয় ও সংহত হয়েছিল। আমরা ওই বছর একই রকম ঘটনা দেখতে পেয়েছিলাম, কালো প্রগতিবাদ প্রয়াস পাওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতির টিকিট যা চারটি গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক উদ্যোগের শীর্ষে দাসত্বের জন্য ক্ষতিপূরণকে অগ্রাধিকার দেয়: সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা, স্কুল দায়--দেনা বাতিলকরণ, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার, এবং সম্প্রদায়গত সংস্থায় বিনিয়োগের জন্য সামরিক ও পুলিশিং থেকে পদচ্যুতকরণ (যেমন ডে কেয়ার, পাবলিক স্কুল,সুস্থতা সুবিধা, ইত্যাদি)। আবার আমরা দেখতে পাই যে, কালো প্রগতিবাদীরা কাঙ্খিত বামপন্থী টিকিট গ্রহণ করেনি, তবে একজন ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী প্রেসিডেন্টের প্রাথমিক বিতর্ক চলাকালীন আফ্রিকান আমেরিকানদের দাসত্বের ক্ষতিপূরণের সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলতে রাজি নন। তবুও, ইতিহাস আমাদের দেখিয়েছে, কালোদের রাজনৈতিক সংগঠন এবং চিন্তার মাধ্যমে, কালোদের প্রগতিশীল দাবির অবশিষ্টাংশ থেকে দেশ সম্মিলিতভাবে উপকৃত হতে পারে।

এমএ: সমাজবিজ্ঞানীরা আমাদের চিন্তাভাবনা ও সমাজবিজ্ঞান করার পদ্ধতিটিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। তাঁরা এমন কিছু সমাজবিজ্ঞানী যারা আপনার ব্ল্যাক লাইভ রাজনীতি এবং সক্রিয় আন্দোলন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে?

এস এম: সমাজবিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে "সামগ্রিক প্রতিষ্ঠান" এবং এই সমালোচনার মূল ভিত্তিতে বিদ্বান-কর্মীরা সমালোচনা করে গেছেন যে, আমাদের সমাজগুলোকে এই কাঠামোগত চক্রাকার লেবেলিং, নজরদারি এবং শাস্তির কাঠামো থেকে মুক্তি দিতে হবে। আমার বর্তমান বইয়ের প্রকল্প 'একাডেমিতে বিলোপবাদ' সম্পর্কিত, পণ্ডিতগণ সকলেই বিলোপবাদী হিসাবে এই পরিচয়ের ভাষা গ্রহণ করেন।

আমি প্রথমে মারিয়াম কাবার কাজের উত্থাপন না করতে চাই। তিনি বিলোপবাদী চিন্তাভাবনা এবং অনুশীলনের এক গুরুত্বপূর্ণ বিকাশকারী এবং তার সমাজবিজ্ঞানে ডিগ্রি রয়েছে। বিশেষত উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে সমাজবিজ্ঞানীদের কাজের কথা বলা একটি বিষয় কিন্তু ফার্মে যারা সরাসরি কাজ করে তাদের বাস্তবে দেখে সমাজবিজ্ঞানের কাজটিকে ধরে রাখা অন্য কথা। কাবা ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার শিকাগো এবং ব্ল্যাক ইয়ুথ প্রজেক্ট ১০০ আন্দোলন, ৪ ব্ল্যাক লাইভসহ অনেক অবদানকারী সংস্থার ভবিষ্যৎ সত্তাকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছে।

একাডেমির বুদ্ধিজীবী-আন্দোলন কর্মীরা, যারা আমার দৃষ্টিভঙ্গি এবং কাজের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে তাদের মধ্যে রয়েছে ইনসাইট ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বেথ রিচি! ক্রিয়েটিভ হস্তক্ষেপের প্রতিষ্ঠাতা মিমি কিম এবং লিয়াত বেন-মোশি, যিনি আমাদের চিন্তার মধ্যে অক্ষমতা এবং উন্মাদনার কেন্দ্রবোধ ও সক্রিয়তা আনয়ন করতে বাধ্য করেন। আমি মনে করি এই তিনজন নারী বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এবং প্রকৃত অর্থে সমগ্র সমাজ জুড়ে বিদ্যমান 'কারাতন্ত্রবাদ' অবসানের জন্য সামনের সারিতে রয়েছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে, আমি জার্মানিতে ভেনেসা আইলিন থম্পসন এবং উগান্ডার সিলভিয়া তামালের কাজ দ্বারা সত্যিই অনুপ্রাণিত হয়েছি। থম্পসন জার্মানি এবং ফ্রান্সে ব্ল্যাক-অ্যান্টি-অভিবাসী বিরোধী রাষ্ট্রীয় সহিংসতা বন্ধে কাজ করার জন্য কর্মী ও সম্প্রদায় সংগঠকদের দ্বারা প্রতিরোধের প্রযুক্তিগুলি ব্যবহার করে ব্যাখ্যা করেছেন। নারীবাদী কর্মী ও গবেষক তামালে বহু দশকে লিঙ্গ ও যৌন ন্যায়বিচারের পক্ষে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আছেন, যখন একইসাথে তিনি সহিংসতার সংস্কৃতিতে রূপান্তর করতে বিভিন্ন জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করেছেন। ■

>>

ব্রুকলিনের গ্র্যান্ড আর্মি প্লাজায় ক্যারিবিয়ান-নেতৃত্বাধীন ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার সমাবেশ, রবিবার, জুন ১৪, ২০২০। কৃতজ্ঞতাঃ মার্গারেট অব্রাহাম।

সরাসরি যোগাযোগ করতে: <sm.rodriguez@hofstra.edu>
অথবা ভিজিট করুন: www.smrodriguez.com

> মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা কি হতে যাচ্ছে?

পিটার ইভান্স, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলে, ইউ. এস.এ, এবং অর্থনীতি ও সমাজ (আর সি ০২), শ্রম আন্দোলন (আর সি ৪৪), এবং সামাজিক শ্রেণি ও সামাজিক আন্দোলন (আর সি ৪৭) বিষয়ক আই. এস. এ গবেষণা কমিটির সদস্য

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গত চার বছরের রাজনৈতিক, সামাজিক, এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশ্লেষণ করার সময় এটি ভবিষ্যতে এবং সম্ভাব্য সম্ভাবনাগুলির দিকে নজর দেওয়াও প্রয়োজন।
ক্রেডিট: ক্রিয়েটিভ কমন্স

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্রুত বিকাশকে ধনতন্ত্রের বৈশ্বিক বিবর্তনের প্রতীক হিসেবে ধরা হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি এখনো ধনতন্ত্রের বৈশ্বিক বিবর্তনের অগ্রদূত? যদি তাই হয়; তবে একবিংশ শতাব্দীর মার্কিন ধনতন্ত্রের শ্রমিক শ্রেণির জন্য বিংশ শতাব্দীর মানদন্ডে ভালো কিছু করার ব্যর্থতা এবং এই ব্যর্থতার রাজনৈতিক বিভ্রান্তি বিশ্বের সব মানুষের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ ।

একবিংশ শতাব্দীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই বিশৃঙ্খল প্রবেশের উৎস এবং প্রভাবের অর্থ উদ্ধার করা একটি বিশ্লেষণমুলক সমস্যা । পাঁচটি গভীর প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ কাজ করা যেতে পারে। এই গুলো হলো: সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক অর্থনীতির বিশেষ দিকের উপর আলোকপাত করা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অকার্যকর করতে কি করা হচ্ছে তা অনুসন্ধান করা। যদিও এই সামগ্রিকতা একটি ব্যাপক পর্যালোচনা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ছলনা করছে না; এটি একটি অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ এবং তর্কোদ্দীপক দিক– যা নতুন দশকে যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা এর ছত্রছায়ায় বসবাস করতে চায় তাদের জন্য একটি কার্যকরী বিতর্ক শুরুর খোরাক দিচ্ছে।

[গ্লোবাল ডায়ালগ-র এই সংখ্যাটির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: সংকট ও সম্ভাবনা শিরোনামে] গাবর শেইরিং আমাদের আলোচনা শুরু করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভালো জীবন--মানের নিম্নগামিতার একটি নতুনভাবে স্বীকৃত সূচক ব্যবহার করার মাধ্যমে – কলেজ পাশ শিক্ষিত সাদা শ্রমিকদের মধ্যে 'হতাশা মৃত্যুর" কারণে মরণশীলতার হার বৃদ্ধি। বাজারের প্রভাবে শ্রমিকশ্রেণির জীবিকা ও সম্প্রদায়ের ধ্বংস –যা হতাশার মৃত্যুকে তাড়িত করে- শ্রমিক শ্রেণির রাজনৈতিক দুর্দশাকে একমাত্র ডানপন্থী -বঞ্চণাবাদী জনতুষ্ঠি রাজনীতি সমর্থনে ধাবিত করে।

ক্রিস্টোফার মুলার এবং সুরেশ নাইডুর জন্য 'হতাশা মৃত্যুর' একটি তাৎপর্য়ময় উপসর্গ কিন্তু মুলার ও নাইডুর বিশ্লেষণ দক্ষতার সনদ ভিত্তিক বঞ্চণা ও শোষণের ফলে যে 'সামাজিক বিভাজন এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব' সৃষ্টি হয় তা তুলে ধরে। বেশি পরিমাণে খরচ কমিয়ে কলেজ পড়ুয়া দক্ষতার সনদ প্রত্রের সুযোগ বাড়ানোর মাধ্যমে এই 'সামাজিক বিভাজন' কমিয়ে আনতে সহায়ক হতে পারে কিন্তু তারা [মুলার ও নাইডু] শিক্ষার দক্ষতার সনদ প্রত্রের বৈষম্যের উপর ভিত্তি করে বঞ্চিতদের কার্যকরী ঐক্য প্রতিষ্ঠার উপর বেশি গুরুত্ব দেন। মুলার ও নাইডুর ব্যাখ্যা শিক্ষিত বামপন্থীদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির উপর জোর দেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, এই সুবিধাভোগী শ্রেণির বেশিরভাগ সদস্যের উচিত তাদের দক্ষতার সনদ প্রত্রের মাধ্যমে সেই সমস্ত সংগঠনকে সহায়তা করা যারা আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণির প্রতি দায়বদ্ধ; যেমন শ্রমিক সংঘ।

প্যাট জাভেল্লার প্রবন্ধ শ্রমিকশ্রেণির জীবন-জগৎ ধ্বংস থেকে গরীব ও বিভিন্ন রং এর অভিবাসী নারীদের ক্রমাগত সংগ্রামের উপর জোর দিয়েছে। শেইরিং-এর যুক্তির বিপরীতে – মৌলিকভাবে রাষ্ট্র হচ্ছে নব-উদারনীতিক ধনতন্ত্রের বিধ্বংসী কাজের সহায়ক; তিনি বলেন যে, রাষ্ট্র কতৃক সক্রিয়ভাবে প্রজনন অধিকার হরণ নারীদের জীবন ও পরিবারের জন্য একটি প্রধান হুমকি। তবুও, নৈর্ব্যক্তিক মূলধনের তুলনায় রাষ্ট্রকে প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখলেও তা প্রতিরোধ সংগঠনের পক্ষে সহায়ক হতে পারে। জাভেল্লা মনে করেন, প্রজনন ন্যায়বিচারের জন্য লড়াইয়ে সারাংশ নিহিত আছে বিভিন্ন রং এর নারীদের মাধ্যমে পরিচালিত সামাজিক আন্দোলনের বৃহত্তর ঐক্যের উপর– যা কিছু চমকপ্রদ বিজয় অর্জন করতে পারে যদি তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল আলোচ্য বিষয়সূচী বাধাগ্রস্ত করে এবং বাইডেন প্রশাসন মোকাবেলায় কম আক্রমণাত্মক না হয়।

স্বল্প-মাত্রার কার্বন ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হওয়াকে মাঝেমাঝে একটি প্রযুক্তিগত সমস্যা হিসেবে দেখা হয় কিন্তু [জে] মিজিন চা তাঁর প্রবন্ধে এটা স্পষ্ট করেছেন যে,

>>

সাংগঠনিক অন্তর্ভুক্তিকরন এবং বিভিন্ন রং এর শ্রমিক শ্রেণির সংগঠন ও সম্প্রদায়কে একত্রে নিয়ে আসা হচ্ছে পুনরায় সফলতার চাবিকাঠি। জলবায়ু ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য জোট গঠন জরুরি; যেখানে কার্বন নিঃসরণ কমানোর মাধ্যমে ভালো মানের চাকুরির ক্ষেত্র তৈরি করা যায় এবং বিভিন্ন রং এর সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করা যায় –যারা দূষিত জীবাশ্ম জ্বালানি নির্গমণের ভয়াবহতা বহন করতে বাধ্য হয়। যে সমস্ড় উপায় নির্গমন হ্রাস থেকে বায়ু নিরোধক অর্থনীতি ও সামাজিক বিবেচনাকে দূরে সরিয়ে রাখে তা শুধু অবিচার নয়; বরং তা কখনো বৃহত্তর রাজনৈতিক জোট গঠন করতে পারবে না–যার মাধ্যমে জীবাশ্ম জ্বালানী লাভকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: সংকট ও সম্ভাবনা শিরোনামের পাঁচটি প্রবন্ধের শেষ প্রবন্ধে; ম্যারকাস হান্টার তাঁর ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে বলেছেন সমস্যা সমাধানের একটি বোধগম্য উপায়ের কথা বলেছেন। তিনি মার্কিন পুঁজিবাদের গঠন ও টিকে থাকার জন্য দাসত্বের মূল ভূমিকা থেকে শুরু করে এর থেকে উত্তরণের জন্য বর্ণবাদী পুঁজিবাদ বিগত ৪০০ বছর ধরে যে বর্ণবাদী সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করেছে তা সংশোধনের উপর জোর দিয়েছেন। হান্টার শুধু তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ ক্ষতিপূরণের বহুমাত্রিক উপায়ের কথা বলেন নি। বরং; তিনি খুবই বাস্তবিক ও নির্দিষ্ট প্রস্তাবনা দিয়েছের, যেমন; জাতীয় কমিশন (National Truth, Racial Healing, and Transformation (TRHT) Commission গঠনের জন্য আইন পাস করা।

যদিও এই পাঁচটি প্রবন্ধ বাস্তব দৃষ্টিকোণ ও বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লক্ষণীয় ভাবে বিচিত্র ধরনের; তথাপি সবগুলো প্রবন্ধ কতকগুলো 'সাধারণ'(Common) বিষয়ে আলোকপাত করে এবং বিশ্লেষনের দিক থেকে তা হচ্ছে: কি বিষয়গুলি মার্কিনদের কষ্ট দেয় এবং কি উপায়ে এ সমস্যা থেকে উত্তরন সম্ভব। প্রবন্ধকারেরা [ডোনাল্ট] ট্রাম্পের নীতির ধ্বংসাত্মক প্রভাবকে সত্য ধরে নিয়ে তাঁরা এসব বিশ্লেষণ করেছেন। ২০২১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে ক্যাপিটল ভবনের (The Capitol) ভাঙচুরের ঘটনা শুধু সাদা শ্রমিকশ্রেণির ক্ষোভকে ব্যবহাওে ট্রাম্পের সামথ্যকে ইঙ্গিত করে না, বরং; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের অকার্যকারিতার মাধ্যমে যে 'বৃহৎ রাজনৈতিক সংকট' তৈরি হয়েছে তাও নাটকীয়ভাবে প্রকাশ করেছে। জানুয়ারির ভাংচুরের অনেক আগে লেখা শেইরিং তাঁর প্রবন্ধে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, কয়েক দশকের নব্য-উদারবাদের মাধ্যমে সৃষ্ট শ্রমিক শ্রেণির জীবনের বিভীষিকা দূর করনের ব্যর্থতা, টাম্পের মতবাদ হলো এই ধরনের বা এর চেয়ে মারাত্মক রাজনৈতিক আন্দোলনের একটি পূর্বরঙ্গ মাত্র।

এখানে উত্থাপিত সমস্যাগুলো কভিড ভ্যাকসিন বা একজন নতুন রাষ্ট্রপতি সমাধান দিতে পারবে না। এই লেখকদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে একবিংশ শতাব্দীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অকার্যকারিতার কাঠামোগত কারণসমূহের উপর আলোকপাত করা এবং ওয়াশিংটনে একটি নতুন জাতীয় প্রশাসন আসা সত্বেও এই কারণসমূহ টিকে থাকবে। জাবেল্লা উপসংহারে বলেছেন যে, বাইডেন হোয়াইট হাউসে আসা সত্ত্বেও 'ভবিষ্যৎ একটি যুদ্ধ' এর কোনো পরিবর্তন হবে না। মিজিন চা নিশ্চিত হয়েছেন যে 'বাইডেন-হ্যারিস প্রশাসনের অধীনে একটি গ্রিণ নিউ ডিল-এর সম্ভাবনাগুলো আপাতদৃষ্টিতে ক্ষীণ।'

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যতের বিষয়ে যারা উদ্বিগ্ন তারা এই সামগ্রিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। এই লেখকদের মধ্যে কেউই যুক্তি দেখান নি যে, এখানে এমনকিছু অপরিহার্য কাঠামোগত বাঁধা দূর করার জন্য তাদের প্রস্তাাবিত সমাধানগুলো গ্রহণ করার সম্ভাবনা রয়েছে। তাদের মধ্যে কেউই এদাবিও করেন নি যে, মার্কিন অর্থনীতি এবং রাজনীতির পতন ঠেকাতে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তি একত্রিত হয়েছে। যারা পুনঃআশ্বাস চাচ্ছেন তারা এমন একটি আশাবাদী পুনঃআশ্বাসের পরমকারণ সূত্র খোঁজে পাচ্ছেন না।

তবুও, এখানে কেউই শেষদিনের ভবিষৎ প্রবক্তা নয়। এই বিশ্লেষণগুলো শুধু পরীক্ষামূলক নয় বরং তাঁরা পরিবর্তনের জন্য একগুচ্ছ 'উদ্ভট' সম্ভাবনার কথা কল্পনা করেছেন মাত্র। হান্টার, যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গভীর কাঠামোগত সমস্যা তথা বর্ণবাদ সমস্যার উপর আলোকপাত করেছেন, তিনি সবচেয়ে আশাবাদী দৃষ্টি নিয়ে যুক্তি দেখাচ্ছেন যে, 'স্বীকার ও সত্য সংরক্ষণ এবং কার্যকরী বর্ণগত নিরাময় অর্জন একধরনের নতুন বা পরিবর্তনশীল আমেরিকা নিয়ে আসতে পারে। ' প্রতিটি প্রবন্ধ একদল রাজনৈতিক কর্মীকে নির্দেশ করে যারা প্রগতিশীল পরিবর্তনের জন্য শক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতা রাখে। জাতীয় রাজনীতিকে একটি অপ্রতিশ্রুতিশীল দিক হিসেবে বিবেচনা করে তাঁরা একই মাপের বাস্তবমুখী সম্ভাবনার উপর জোর দেন। মিজিন চা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সফল জলবায়ু ন্যায়বিচারের জোটকে উদ্ধৃত করেছেন বিশেষত; যেখানে শ্রমিক শ্রেণির সংগঠনগুলো আন্দোলন জোট এর অন্তর্ভুক্ত। জাবেল্লা সরাসরি লিঙ্গ, বর্ণ ও শ্রেণির ভিতরকার জোটের উপর জোর দিয়েছেন – যা প্রগতিশীল শক্তির অপরিহার্য অঙ্গ। মুলার ও নাইডু পিছিয়ে পড়া শিক্ষিতদের শ্রমিকশ্রেণির সংগঠন তৈরি ও টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে সহায়াতা করার উপর জোর দেন। শেইরিং নিশ্চিত করেন যে, এমনকি সমাজবিজ্ঞানীদের একটি ভূমিকা আছে তা হচ্ছে 'জটিল কার্যপথ যা অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার সাথে হতাশার মৃত্যুকে সংযোগ করে' এবং হতাশাকে পশ্চাতগামী রাজনীতির সাথে সংযুক্ত করার পদ্ধতিগুলো চিহ্নিত করে ।

স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত করা সত্বেও, লেখকরা অনেক কর্মীকে চিহ্নিত করেছেন–যারা যুগপৎ উপায়ের কথা বলেছেন–যার মাধ্যমে একটি দিকে সফলতা এনেছে আবার অন্য বিষয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার পথ খুলেছে। এই সমাগম যা দিচ্ছে তা হচ্ছে কাজ করার জন্য একটি উৎসুক পরস্পরচ্ছেদন পরিকল্পনা। কী করা যায় তার কোনো রূপরেখা নয় বরং কী করা যেতে পারে তার একটি আংশিক রূপরেখা। ■

সরাসরি যোগাযোগ করতে: পিটার ইভান্স <pevans@berkeley.edu>

> হতাশার মৃত্যু এবং গণতন্ত্রের স্বাস্থ্য:

সমাজবিজ্ঞানের জন্য চ্যালেঞ্জসমূহ

গাবর শেইরিং, বোকোনি বিশ্ববিদ্যালয়, ইতালি এবং আইএস এর সদস্য

সহস্রাব্দের উত্থানের পর থেকে মধ্যবয়সী আমেরিকানদের মৃত্যুর হার বাড়ছে। এই মৃত্যুর তরঙ্গের তিনটি প্রত্যক্ষ কারণ হ'ল আত্মহত্যা, ওষুধের মাত্রা এবং অ্যালকোহল সম্পর্কিত মৃত্যু - তথাকথিত "হতাশার মৃত্যু"। ক্রেডিট: ক্রিয়েটিভ

মহামারী করোনা ভাইরাস অস্থায়ীভাবে জনবহুলতার উত্থানকে ধীর গতিতে এবং স্থিতিশীল রাজনীতির চাপকে মুক্তি দিতে সাহায্য করে–যা ২০২০ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রপতি পদে জো বাইডেনের জয়ে অবদান রাখে। যাই হোক, ডোনাল্ড ট্রাম্পের উত্তরাধিকার তার হোয়াইট হাউস দখলকে ছাড়িয়ে গেছে। ট্রাম্পবাদ এবং তাঁর জাতীয় জনপ্রিয়তা হচ্ছে সমসাময়িক পুঁজিবাদের অস্তিত্ব সংকটের বহিঃপ্রকাশ। ফলে, দ্বিতীয় জনের অভ্যুত্থান এবং ট্রাম্পবাদের আরো একটি খারাপ সংস্করণ অবশ্যম্ভাবী; যদি বাইডেনের প্রশাসন অন্তর্নিহিত সামাজিক উত্তেজনা এবং অর্থনৈতিক

>>

বিশৃঙ্খলা ঠিক না করে কেন্দ্র দ্বারা প্রলুব্ধ হয় ও রিপাবলিকদের বাধা দিয়ে অবরুদ্ধ করে রাখে। এক্ষেত্রে, সমাজবিজ্ঞান রাজনীতিতে সহায়তা করতে পারে।

জনতুষ্টিবাদ রাজনৈতিক নেতৃত্বের একটি মাধ্যম হিসাবে অ-অভিজাতদের সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে এবং তাদেরকে অভিজাতদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করে। এটি কখনো কখনো পুনরায় বন্টনকৃত এজেন্ডাগুলো অর্জনের মাধ্যমে সুরক্ষিত সুবিধা গ্রহণকারীদের স্থানচ্যুত করে দেয়। জনগণের চাওয়া-পাওয়াগুলোর প্রতিনিধিত্ব করার কথা থাকলেও জনতুষ্টিবাদ বিভিন্ন সময়ে প্রতিক্রিয়াশীল, পশ্চাদমুখী এজেন্ডা প্রচার করে যেখানে 'জনগণ' সমাজের একটি গৌণ অংশে পরিণত হয়। অধিকন্ত, অভিজাতদের উপর জনতুষ্টিবাদের যে আক্রমণ সেটা অভিজাতবর্গের অর্থনৈতিক সুযোগ- সুবিধাকে হুমকির মুখে ফেলার পরিবর্তে বরং এটিকে আরো শক্তিশালী করে তোলে। জনতুষ্টিবাদের বর্তমান ধারাটি এর দ্বিতীয় শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত –যা জনতুষ্টিবাদের এক ধরনের ভিন্নধর্মী প্রতিক্রিয়াশীল ডানপন্থী রূপ। এই নিবন্ধে জনতুষ্টিবাদ বলতে এটিকেই বোঝানো হয়েছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বর্তমানে জনতুষ্টিবাদী ঢেউ সম্পর্কে ও পণ্ডিতদের সর্বাধিক প্রচলিত বিবরণ সরবরাহ করেন–যেখানে ভোটারদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং রাজনীতিবিদদের রণকৌশল বিশ্লেষণ করা হচ্ছে তাদের দক্ষতার মূল বিষয়। যদিও এটি স্পষ্ট যে, প্রতিষ্ঠিত উদারনৈতিক গণতন্ত্রের রীতিনীতি এবং প্রতিষ্ঠানগুলো ভেঙ্গে দেওয়া এক ধরনের রাজনৈতিক কৌশল–যা জনগণকে বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু জনপ্রিয় রাজনীতিবিদরা এই ধরনের সামাজিক শূন্যতায় কাজ করেন না। এক্ষেত্রে, অন্যরা জনবহুলতার জন্য রাজনৈতিক দাবি নির্ধারণ করে এমন উদার সংস্কৃতি মনোভাবের উপর জোর দেন। যাই হোক, লোকরঞ্জনবাদ বর্ণবাদের চেয়ে বেশি গুরুতর। জনতুষ্টিবাদ সমর্থনকারী ভোটারদের বর্ণবাদী হিসাবে তুলে ধরলে শ্রমিক-শ্রেণি সম্প্রদায়ের মধ্যকার বাস্তবিক দলীয় কাঠামোতে উদারপন্থীদের অবস্থানকে অবহেলা করা হয়–যা একটি মারাত্মক রাজনৈতিক ভুল।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিপরীতে সমাজবিজ্ঞান এখন পর্যন্ত জনতুষ্টিবাদী বিতর্কে প্রান্তস্থ ভূমিকা পালন করছে। সমাজবিজ্ঞানীরা অর্থনৈতিক পরিবর্তন তথা বিশ্বায়ন, বি- -শিল্পায়ন এবং চাকুরি ক্ষেত্রে দক্ষতা নির্ভর সেবা খাতের বিকাশ কীভাবে ঐতিহ্যগত নির্বাচনী জোটকে পরিবর্তিত করছে তা তুলে ধরছেন। এই গঠনাত্মক পরিবর্তনগুলো সামাজিক গণতান্ত্রিক দলগুলোর নির্বাচনী ভিত্তিকে ছোট করে দেখছে এবং শ্রমিক শ্রেণির ভোটারদের ডানপন্থী দিকে স্থানান্তর করছে। ফলে, অন্যরা দেখিয়েছেন যখন বামপন্থীরা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক নীতিতে ডানপন্থার দিকে অগ্রসর হয়; জনতুষ্টিবাদী ডানপন্থীদের জয় হয়। শক থেরাপি কিভাবে সামাজিক বিভক্তি অনুপ্রাণিত করে এবং কয়েক দশকধরে নব্যউদারবাদ কীভাবে শ্রমিক শ্রেণির দৈনন্দিন জীবন-জগৎ ও সম্প্রদায় কে ধ্বংস করেছে –এসব পর্যালোচনার মাধ্যমে গুণগত সমাজবিজ্ঞানী ও নৃ-তাত্ত্বিকরা এই ধারার বিশ্লেষণকে শক্তিশালী করেছেন –যার মাধ্যমে তাঁরা শ্রেণি পরিচয় মুছে অর্থনৈতিক অসন্তোষ কিভাবে জাতীয়তাবাদের পথ প্রশস্ত করে সে চিত্রটি তুলে ধরেছেন।

তবে, পুঁজিবাদের অস্তিত্ব সংকটের একটা বিশেষ লক্ষণ এ পর্যন্ত বেশির ভাগ সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিগোচর হয়নি। বি-শিল্পায়ন এবং রাস্ট বেল্ট অঞ্চল গুলোতে শ্রমিকদের জীবনকাল হ্রাস পাচ্ছে এবং স্বাস্থ্যসেবার অসমতা গভীরভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'হতাশাজনক মৃত্যুর' মতো মহামারীর সবচেয়ে বেদনাদায়ক উদাহরণ উপস্থাপন করেছে কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য অংশ যেমন যুক্তরাজ্য এবং সমাজতন্ত্র-পরবর্তী পূর্ব ইউরোপের ক্ষেত্রেও শ্রমিক শ্রেণির মৃত্যুর হার এবং স্বাস্থ্যসেবার অসমতা বা বৈষম্য একই হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর বেশির ভাগ সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে জীবনকাল বৃদ্ধি পাচ্ছিল–যা স্বাস্থ্যসেবা কল্যাণ রাষ্ট্র এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দ্বারা আনীত লাভগুলোর সর্বোত্তম নিদর্শন। তবে, বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থনীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রবণতার মুখোমুখি হচ্ছে– যা মূলত মার্কিন প্রবৃদ্ধি মডেলের কার্যকারিতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। নতুন সহস্রাব্দের পর থেকে মধ্যবয়সী 'সাদা' আমেরিকানদের মৃত্যুর হার বাড়ছে। তিন দশক আগে যখন গণহারে কারখানা বন্ধ করার প্রথম প্রবাহটি নিম্ন আয়ের সম্প্রদায়ের সর্বনাশ করেছিল; কালো শ্রমিকরা একই স্বাস্থ্য সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল। প্রিস্টনের দুইজন অর্থনীতিবিদ এ্যানী কেস এবং এঙ্গাস ডেটন তাঁদের বইয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, 'হতাশার মৃত্যুর' ফলে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে ১৫৮,০০০ জন আমেরিকান মারা গিয়েছিল–যা এক বছরের জন্য প্রতিদিন আকাশ থেকে পড়া একটি যাত্রী বোঝাই ৭৩৭ টি বোয়িং এর সমতুল্য।

আত্মহত্যা, মাত্রারিক্ত মাদক, এবং মদ্যপান-জনিত মৃত্যু হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মৃত্যুহার প্রবাহের তিনটি প্রত্যক্ষ কারণ। কেস এবং ডেটন এগুলোর নাম দেন 'ডেথস অফ ডেসপেয়ার' বা 'হতাশার মৃত্যু'। মানুষ তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কীভাবে অনুভব করে এবং তারা জীবনকে কতোটুকু মূল্য দেয়–এগুলো সেটাই প্রতিফলিত করে। এই 'হতাশার মৃত্যু' সমাজে সমান হারে হয় না। এই 'হতাশার মৃত্যু'র বৃদ্ধি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিবিহীন শ্রমিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। আর এর মূল কারণ হচ্ছে, আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণির সামাজিক স্থানচ্যুতি।

ফলে, শিল্পক্ষেত্রে সম্প্রদায়গুলোতে স্থিতিশীল চাকুরির হ্রাস ব্যাপক আকারে রূপ নিয়েছে–যা শ্রমিক শ্রেণির সংস্কৃতিকে ভেঙ্গে ফেলেছে। অস্থায়ী কাজের ব্যবস্থা শূন্য ঘন্টা চুক্তি এবং কর্মসংস্থানগুলোতে স্ব-কর্ম সংস্থান বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে উৎপাদন এবং পরিসেবা দিতে নতুন চাকুরিগুলো আরো অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। মূলত; নির্মম কর্পোরেট কৌশল, প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা শক্তির অনুপস্থিতি এবং মূলধনের দ্বারা দখল করা রাষ্ট্র এই রূপান্তরের কেন্দ্র বিন্দুতে থাকে। যে নগরগুলো পূর্বে ব্লু-কলার শ্রমিক শ্রেণির আভিজাত্যের আঞ্চলিক মেরুদণ্ড গঠন করেছিল আজ তা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং স্বাস্থ্য সমস্যার নড়বড়ে হতাশগ্রস্থ বাসস্থানে পরিণত হয়েছে। আমেরিকান রাস্ট বেল্টের বি-শিল্পায়ন শ্রমিক শ্রেণিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং তাদেরকে তীব্র মনো-সামাজিক চাপ এবং হতাশার দিকে পরিচালিত করে। এই প্রসঙ্গটি মানসিক ও মানসিক ব্যধিগুলোর জন্য একটি উর্বর ক্ষেত্র–যেগুলো সময়ের সাথে সাথে অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যা ও আসক্তিতে পরিণত হয়।

হতাশার মৃত্যুগুলোর ক্ষেত্রে একটি পথনির্দেশক প্রস্তাব দেওয়া স্বত্তেও, অর্থনীতি জ্ঞানকান্ডের সীমাবদ্ধতা কেস এবং ডিটনের বিশ্লেষণকে বাধা দেয়। বি-শিল্পায়নের বিরূপ সামাজিক পরিণতি সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানের পুরাতন জ্ঞান-গবেষণাকে প্রতিধ্বনিত করে লেখকদ্বয় অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতির কেন্দ্রিয় প্রবনতাকে স্বাস্থ্য বৈষম্যের সামষ্টিক নির্ধারক হিসাবে তুলে ধরেন। যাই হোক, এই প্রক্রিয়াগুলোর জটিলতা এবং প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক ও নীতিগত সিদ্ধান্ত তুলে ধরার পরিবর্তে তাঁরা আমেরিকান অভিজ্ঞতার ব্যতিক্রমতার উপর নজর দেন এবং তাঁদের বইয়ের উপসংহারে গতানুগতিকভাবে একগুচ্ছ প্রস্তাব করেন যার মূলকথা হলো: ঔষুধ কোম্পানীগুলোর উপর আরো ভালো নিয়ন্ত্রণ এবং 'সত্যিকারের মুক্ত ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার' (কেস এবং ডিটন, ২০২০)।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গড় আয়ু হ্রাসের কয়েক বছর আগে পূর্ব ইউরোপের মৃত্যুহার তুলনামূলক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছিল–যার বিশালতা শান্তির সময়ে উন্নত বিশ্বে নজিরবিহীন ছিল। ১৯৯০-৯৯ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়া একাই ৩.২৬ মিলিয়ন অতিরিক্ত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিল। সমাজতন্ত্র-উত্তর দেশে মৃত্যু সংকট -আমার পিএইচ. ডি গবেষণা পরবর্তীতে বেশ কয়েকটি জার্নাল নিবন্ধের বিষয় - পূর্ব ইউরোপের শিল্প এবং কর্ম সংস্থানের কাঠামোকে দ্রুত রূপান্তরকারী পরিবর্তনগুলোর সাথে সম্পর্কিত ছিল। হাঙ্গেরিতে সমাজতন্ত্র-উত্তর ব্যবস্থায়, মৃত্যুহারের সংকটকালীন এক-তৃতীয়াংশ অতিরিক্ত পুরুষ মৃত্যুর জন্য বি-শিল্পায়ন দায়ী হতে পাওে, যখন বহুজাতিক কর্পোরেশনের অর্থনীতিতে অংশগ্রহণের ফলে অর্থনৈতিক সুবিধাগুলে উন্নত স্বাস্থ্যের পক্ষে যায়নি। রাশিয়ার সদৃশ প্রমাণগুলো নিশ্চিত করে যে, বি-শিল্পায়ণ এবং গণ-বিরাষ্ট্রীয়করণ দ্বারা নির্মিত অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতির নেতিবাচক মানসিক প্রতিক্রিয়া তৈরী করে। তবে, ১৯৯০ দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পূর্ব ইউরোপে আবার গড় আয়ু বাড়তে শুরু করে। বিপরীতে, শ্রমিক শ্রেণির 'সাদা' আমেরিকানদের আয়ু বিশ বছর ধরে হ্রাস পাচ্ছিল।

জনগণের স্বাস্থ্য ও গণতন্ত্র ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত। হতাশার রোগে আক্রান্ত অঞ্চলগুলোতে লোকেরা পেছনে পড়ে যাচ্ছে এবং শ্রমজীবিরা অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হয়। ফলে, গতিশীলতা নিম্নমুখী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে–যা জনতুষ্টিবাদী বিদ্রোহীদেরসমর্থন করার প্রবণতাকে বাড়িয়ে দেয়। এই সম্পর্কিত ঘটনাবলীর প্রকৃষ্ট উদাহারণ হচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য বঞ্চিত অঞ্চলগুলোতে ট্রাম্পের

>>

জনপ্রিয়তা, কৃচ্ছতার কারনে যুক্তরাজ্যের অস্বাস্থ্যকর শহরগুলোতে ব্রেক্সিট ভোটের পরিমাণ বেশি হওয়া এবং ইতালির শহরগুলোতে বি-শিল্পায়নের কারণে শ্রমিকদের মধ্যে লেগা নর্ড-এর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা।

তবে, রাজনীতির 'শক্তিমান পুরুষেরা' তাদের ভোটারদের আরো উন্নত জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পর্দার আড়াল থেকে তাদেরকেই শোষণ করে 'নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন'। ট্রাম্প এবং' ব্রেক্সিট বরিস' এর উদাহারণ এটা দেখায় যে, অভিজাত শ্রেণি হচ্ছে নব্য উদারনীতিবাদ ও জাতীয়- জনতুষ্ঠিবাদের সংমিশ্রনের প্রাথমিক উপকারভোগী । যদিও বৈষম্য দীর্ঘ মেয়াদে অর্থনৈতিক বিকাশকে ক্ষুন্ন করে; তথ াপি, উর্দ্ধমুখী পুনঃবিতরণ স্বল্প মেয়াদে প্রবৃদ্ধিকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। জাতীয় জনতুষ্ঠিবাদীরা জাতীয় বুর্জোয়া, বিদেশি বিনিয়োগকারী এবং উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির সমর্থনকেও আকর্ষণ করতে পারে।

জনতুষ্ঠিবাদীরা বর্তমান সময়ের বহুমূখী সংকটের মূল কারণ নয়। তারা বেপোরোয়া রাজনৈতিক উদ্যোক্তা–যারা ক্রটিযুক্ত অর্থনৈতিক কাঠামো দ্বারা উৎপন্ন সংকট থেকে উদ্ভূত প্রতিটি কাঠামোগত সুযোগকে কাজে লাগায়। এ অন্তর্নিহিত অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানের অত্যধিক সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, গ্লোবাল ডায়ালগ' এর প্রকাশিত সমাজবৈজ্ঞাতিক দৃষ্ঠিভঙ্গির সুবিধাগুলো থেকে জনতুষ্ঠিবাদ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

মধ্যপন্থী রাজনীতি এবং স্থিতিবস্থা রক্ষার নীতিগুলো জনতুষ্ঠিবাদের বর্তমান অবস্থার অন্তর্নিহিত কারণ এবং অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতির সমাধান করা – যা হতাশাজনিত মৃত্যুকে তাড়িত করে– অপর্যাপ্ত হবে। বর্তমান জনতাত্তিক এবং গণতান্ত্রিক সংকটের সন্ধিক্ষণ প্রগাঢ় রূপান্তরের আহ্বান করে। সামাজিক মৃত্যুর কারণ বিশ্লেষণে এবং শিল্প-সংক্রান্ত পরিবর্তনের সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণে সমাজবিজ্ঞানের মূল বিষয়গুলো কাজে লাগানোর মাধ্যমে সমাজবিজ্ঞানীরা এ সকল সংকটসমূহ সমাধানের পথ অনুসন্ধানে সমাজবিজ্ঞানীরা অনন্য ভূমিকা রাখতে পারতো। হতাশজনিত মৃত্যুর সাথে অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতি সংযুক্তির ক্ষেত্রে যে, জটিল কার্যকারণ প্রক্রিয়াগুলো রয়েছে –অর্থনীতিবিদগণ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞনীদের পরিপূরক হিসেবে কেবল একটি সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্ঠিভঙ্গি প্রকিয়াগুলো ব্যাখ্যা করতে পারে এবং জনতুষ্ঠিবাাদীদের সমর্থন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে অসুস্থ স্বাস্থ্য রাজনীতির বিতাশে সাহায্য করে। চর্চা তার বিভিন্ন প্রক্রিয়াও সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতির মাধ্যমেই বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

অর্থনীতিবিদগণ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞনীদের পরিপূরক হিসেবে, কেবল একটি সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্ঠিভঙ্গি হতাশজনিত মৃত্যুর সাথে অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতির সংযুক্তির জটিল কার্যকারণ প্রক্রিয়াগুলোর চিত্র তুলে ধরতে পারে; যার মাধ্যমে অসুস্থ স্বাস্থ্য জনতুষ্ঠিবাাদীদের সমর্থন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে রাজনীতিকে প্রভাবিত করে। গণতন্ত্রের স্বাস্থ্য এবং নাগরিকের স্বাস্থ্য একে অপরের উপর নির্ভরশীল ।

সরাসরি যোগাযোগ করতে:
গাবর শেইরিং : <gabor@gaborscheiring.com>

তথ্যসূত্র :

এ্যানী কেস ও এঙ্গাস ডেটন, ডেথস অফ ডেসপেয়ার এন্ড দ্যা ফিউচার অফ ক্যাপিট্যালিজম, প্রিস্টন, নিউজার্সি: প্রিস্টন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০২০

১৩

> মানব পুঁজিবাদী

ক্রিস্টোফার মুলার, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলে, যুক্তরাষ্ট্র; **সুরেশ নাইডু,** কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র

চিত্রিতঃ আরবু

অসীম সম্পদ এবং আয়ের বৈষম্যের পটভূমি প্রসঙ্গে কোভিড-১৯ দ্বারা নির্মিত অর্থনৈতিক ধ্বংসযজ্ঞটি একটি বিপ্লবী পরিস্থিতির উপর্যুক্ত উপাদান বলে মনে হবে। সামাজিক সংহতির সবচেয়ে যান্ত্রিক অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রক তত্ত্ব বিবেচনা করুন : উচ্চ কাঠামোগত বৈষম্য আর অন্তর্বর্তীকালীন অর্থনৈতিক ধাক্কা এবং দুর্বল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা রাষ্ট্রের সঙ্কট এবং সম্ভাব্য শাসনব্যবস্থায় পরিণত হওয়া উচিত; অন্তত, এই ধরনের তত্ত্ব ভবিষ্যদ্বাণী করবে যে, বার্নি স্যান্ডার্স বিপুল ভোটে জয়লাভ করতে পারতেন যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক শ্রেণির জনগণ তার পুনর্বন্টন কেন্দ্রিক প্ল্যাটফর্মে সমাবেশ করে।

কিন্তু তার বদলে আমাদের অব্যাহত রাজনৈতিক অচলাবস্থা রয়েছে–যা সম্ভবত আরোও রাষ্ট্র পক্ষাঘাতের দিকে নিয়ে যাবে। ২০২০ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনের ময়নাতদন্ত অদূর ভবিষ্যতের জন্য প্রসারিত হবে। কিন্তু এই প্রেক্ষাপটে বাস্তবতা হচ্ছে যে, সারা বিশ্বের বামপন্থীদের পক্ষে ভোট প্রদানের অন্যতম শক্তিশালী ভবিষ্যদ্বাণীকারী এমনকি বামপন্থী কর্মকাণ্ডেরও অন্যতম শক্তিশালী ভবিষ্যদ্বাণীকারী। পিকেটির বণিক ডানপন্থী আর ব্রাহ্মণ বামপন্থীদের মধ্যে বিভাজন আমাদের কীভাবে বোঝা উচিত? এর মানে কি এই যে রাজনৈতিক বিশ্লেষণের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করা দরকার? আমরা তা মনে করি না। তবে, এটি সম্ভবত বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিসংখ্যানভিত্তিক বর্জন এবং শোষণ দ্বারা তৈরি সামাজিক বিভাগগুলোতে আরোও মনোযোগী হয়ে পরিপূরক হওয়া প্রয়োজন।
দু'টি বিষয় বিবেচনা করুন।

প্রথমত; বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অন্তত ১৯৬০-এর দশক থেকে বামদের ধারণাগুলো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পুনরুৎপাদনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান হয়ে উঠেছে। রক্ষণশীলরা এই বাস্তবতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছে এবং যখন আমরা জলবায়ু বিপর্যয়ের দিকে ঝুঁকছি এবং মহামারী থেকে নিজেদের দূরে রাখছি; তখন এটা লক্ষণীয় যে তাদের মধ্যে কতোজনকে রাতে একচেটিয়া ভাবে ক্যাম্পাসের রাজনীতিতে রাখা হয়। তবে, এটি অনস্বীকার্য যে, অধিকাংশ সংস্কৃতি শিল্পের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গণতান্ত্রিক সমর্থকদের দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দখল করা হয়েছে। যে সব বিভাগ সমাজ নিয়ে গবেষণা করে তাদের চেয়ে এই সত্য আর কোথাও নেই: এমনকি অর্থনীতির অধ্যাপকরাও, যাদেরকে রক্ষণশীল গোষ্ঠী হিসেবে ব্যাপকভাবে মনে করা হয়, তারাও ৪:১ অনুপাতে গণতান্ত্রিক (সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই অনুপাত ৪৪:১)। এবং এটা শুধু মধ্যপন্থী ডেমোক্র্যাটরা নয়, বরং বামপন্থীদের মধ্যেও অনেকে যারা কলেজ থেকে তাদের রাজনীতি অর্জন করে।

দ্বিতীয়ত; ১৯৭০-এর দশক থেকে যারা কলেজ থেকে স্নাতক পাস করেনি তাদের ভাগ্য পুরোদস্তুর এবং তুলনামূলক উভয় দিক থেকেই ক্ষয় হয়েছে। ১৯৭০-এর দশকের শেষ দিক থেকে ২০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কলেজ পারিতোষিক ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছিল। আজ, এমনকি যখন ছাত্র ঋণ সংকট এবং ২০০৯ খ্রিস্টাব্দের মন্দা কলেজ-শিক্ষিত ও তরুণদের একটি প্রজন্মকে বিপর্যস্ত করেছে, কলেজ থেকে স্নাতক না করার মূল্য সুস্পষ্ট – যেটি অ্যানে কেস (অহহব ঈধংব) এবং অ্যাঙ্গাস ডেটন দ্বারা পরিচালিত বি.এ (BA) না করা মানুষের মধ্যে মৃত্যুর বিস্ময়কর বৃদ্ধির মাধ্যমে সবচেয়ে দৃঢ়ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এমনকি বেসরকারি খাতের সজ্ঞ, প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রমিক শ্রেণির সংগঠন, ক্রমশ কলেজ স্নাতকদের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে; অন্যদিকে সংঘবদ্ধকরণ বেশিরভাগ স্বল্প বেতনের শ্রমিকদের এড়িয়ে যাচ্ছে।

এই দুটি বিষয় সাধারণত বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা করা হয় কিন্তু তাদের একসাথে চিন্তা করা ভালো। যখন আমরা তা করি, তখন আমরা দেখতে পাই যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ক্রমশ তাদের স্নাতকদের বিশ্বব্যাপী সম্পদ কর (Wealth Tax) বা 'গ্রিন নিউ ডিল' (Green New Deal)–এর মত ধারণার সুষ্ঠতা সম্পর্কে প্ররোচিত করেছে। একই সময়ে তারা তাদের এবং আমাদের সমাজের বিপুল সংখ্যক ভোটারের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ভাবে বাগাড়ম্বরপূর্ণ দূরত্ব প্রসারিত করেছে।

>>

এই বিচ্ছিন্নতা সংখ্যাগরিষ্ঠতা গঠনের আশায় যে- কোনো আন্দোলনের জন্য একটি অচলাবস্থা সৃষ্টি করে। বামপন্থীদের পুনরুত্থান অনলাইন খোলা ময়দানকে পুনরুজ্জীবিত করেছে; সমাজকে পুনর্কল্পনা করার জন্য মূলধারার প্রচার মাধ্যমগুলো শক্তিশালী ধারণা নিয়ে এসেছে – যা কয়েক বছর আগেও প্রান্তিক হিসেবে বিবেচিত হতো। কিন্তু যদিও বামপন্থী ও কেন্দ্রের মধ্যে অথবা বামপন্থীদের নিজেদের মধ্যে অনলাইন বিতর্ক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়, তারা প্রায় একচেটিয়াভাবে বি.এ (BA) ডিগ্রি নিয়ে বিতর্কের মধ্যে রয়েছে, আবার ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের পরে জন্মগ্রহণকারী ৬০ শতাংশ মানুষের কাছে উদ্বেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে যাদের কোনো কলেজ ডিগ্রী নেই। প্রায়ই এই কলেজ বহির্ভূত স্নাতকদের উদ্বেগ ও চলাফেরা রান্নাঘরের টেবিলের চারপাশে সংগঠিত এবং গির্জা ও কমিউনিটি সেন্টারে অবস্থিত; শুধু তা আলতোভাবে লেখকদের জগতের সাথে সংযুক্ত–যারা তাদের নীতিগত চাহিদা রপ্ত করার চেষ্টা করে।

এটা সুস্পষ্ট যে, আয় এবং সম্পদের বৈষম্য কমাতে বি.এ (BA) ডিগ্রি ছাড়া এবং বি.এ (BA) ডিগ্রিধারী যারা আছেন; তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক বিভেদ কমাতে হবে। কিন্তু এটা কম স্পষ্ট এবং সম্ভবত আরো গুরুত্বপূর্ণ যে, সামাজিক বিভেদও একই সময়ে কমাতে হবে। তাহলে কাজ হচ্ছে শিক্ষার বিভাজন হ্রাসকল্পে কাজ করা এবং যোগাযোগের মাধ্যমগুলোকে শ্রমিক শ্রেণীর মানুষের কাছে দায়বদ্ধ সংগঠনে পরিণত করণপূর্বক কলেজ-শিক্ষিত ও কলেজ বহির্ভূত শিক্ষিত বামপন্থীদের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ গড়ে তোলা। আমরা এটা কীভাবে করতে পারি?

একটি কৌশল হলো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার প্রসারিত করা এবং কলেজ শিক্ষার আর্থিক ব্যয় ও ব্যক্তিগত সুবিধা উভয়ই হ্রাস করা। বিশ্ববিদ্যালয় বামপন্থীদের পক্ষে যা করে সামরিক বাহিনী ডানপন্থীদের জন্যও একই কাজ করে। ডানপন্থীরা এই বিষয়কে বিশ্ববিদ্যালয়কে নষ্ট করার কারণ হিসেবে বিবেচনা করে। আমাদের উচিত এটাকে সবার জন্য বিনামূল্যকীকরণ করা এবং উচ্চশিক্ষা ও মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য আরো সরকারী তহবিল দাবি করার কারণ প্রতিষ্ঠিত করা। যেহেতু কোনো কলেজ শিক্ষা ফিরে আসা তার ঘাটতির উপর নির্ভর করে; তাই এটি বি.এ (BA) ডিগ্রিধারী এবং বি.এ (BA) ডিগ্রি ছাড়া মানুষদের মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধানকে সঙ্কুচিত করবে। কিন্তু কলেজ পারিতোষিক এবং উপস্থিতির ব্যয় কমালেও জনসংখ্যার একটি বড় অংশ বাদ পড়ে যাবে যারা কলেজে যেতে পছন্দ করবে না এবং শিক্ষামূলক বিভাজনে যোগাযোগ বিভেদ রয়েই যাবে।

আরেকটি কৌশল হতে পারে যে, আমাদের বক্তব্য পরিবর্তন করা, যাদের রাজনীতি আমাদের নিজেদের কাছাকাছি সেসব মানুষের সাথে ছোট পার্থক্যগুলো নিয়ে বিতর্কে কম মনোনিবেশ করা এবং যাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের থেকে আলাদা এমন মানুষদের প্রতিশ্রুতির আমূল প্রভাব তুলে ধরতে আরোও বেশি মনোনিবেশ করা। অবশ্যই আমাদের ধারণাকে বিস্তৃত শ্রোতাদের কাছে আরোও সহজলভ্য এবং রুচিসম্মত করে তোলার জন্য একটি ভূমিকা রয়েছে এবং নৈতিকতার মধ্যে সম্পর্ক তুলে ধরার জন্যও ভূমিকা রয়েছে–যা মানুষকে সেবা ও দানশীলতার প্রতি আকৃষ্ট করে –যা তাদের বৃহত্তর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা এবং উদ্বেগের প্রতিও আকৃষ্ট করে। এমনকি ধারণা যখন ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় তখনও আমাদের তা অনেকদূর নিয়ে যাবে। মানুষ কোনো ধারণা শুনলে বা তথ্য গ্রহণ করলেও একটি সামাজিক নেটওয়ার্কের অংশ হতে পারে যা তাদের কথাবার্তা ও শেয়ারকৃত রেফারেন্সে এটি প্রতিফলিত হয়। স্যান্ডার্সের এই বার্তাটি পৌঁছানোর ও আবেদনের অভাবে না ভুগলেও এর মূল রয়েছে শুধু অভিবাসীদের সংগঠন, শ্রমিক এবং অভিবাসী শ্রমিকদের সদস্যপদ ভিত্তিক নেটওয়ার্কের মধ্যে যেখানে এই বার্তাগুলোর প্রতিধ্বনি করেছে।

সুতরাং, প্রথম দু'টি কৌশল সম্ভবত কাজ করবে যদি তারা শ্রমিক শ্রেণির সংগঠন গড়ে তুলতে এবং বজায় রাখতে সাহায্য করে। এই প্রচেষ্টায় কি কলেজ-শিক্ষিত বামপন্থীদের কোনো ভূমিকা আছে? কেউ স্নাতক ও অনিশ্চিত একাডেমিক, সেই সাথে প্রযুক্তি এবং মিডিয়া শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করতে পারে–যা শ্রমিক আন্দোলনে সমন্বিত বুদ্ধিজীবীদের দল তৈরি করছে। আরেকটি হতে পাওে, শ্রমিক ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সংগঠন দ্বারা পরিচালিত 'গৃহ বুদ্ধিজীবীদের' পরিসীমা এবং সংখ্যা প্রসারিত করা যাতে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে পেশাদারী এবং একাডেমিক কপটবাক্য থেকে স্বাধীন একটি বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন অনুসরণ করতে পারে। অতীতে, এই ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ প্রায়ই কৌশলগত হয়েছে কিন্তু ভবিষ্যতে এটি ক্রমবর্ধমানভাবে প্রযুক্তিগতও হতে পারে। কেউ কেউ তাদের প্রতিষ্ঠানের আইনগত ও প্রযুক্তিগত এবং প্রশাসনিক সক্ষমতা শক্তিশালী করতে কলেজে প্রকৌশল সরঞ্জাম ব্যবহার করতে পারে। অন্যরা কর্মশক্তি প্রতিষ্ঠা করার কাজে পরীক্ষামূলক সামাজিক বিজ্ঞানের সরঞ্জাম ব্যবহার করতে পারে, যেমন এমআইটির 'দারিদ্র্য কর্ম ল্যাব' ও 'দাতা-চালিত উন্নয়নের' জন্য সেগুলোকে ব্যবহার করে। উদাহরণ স্বরূপ, সমসাময়িক সজ্ঞগুলো হলো উপাত্ত চালিত সংস্থা যাদের সফটওয়্যার অবকাঠামো এবং বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় যা সাধারণত শুধু বিশেষ দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা নির্মিত ও সঞ্চালিত হতে পারে। এই ধরনের কাজ আন্দোলনের সমর্থনে মডেল হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে– যার মূলনীতি হচ্ছে অযোগ্যদের দ্বারা পরিচালিত সংগঠনের জন্য কলেজ-শিক্ষিত বামপন্থীদেরকে কাজে লাগানো।

সম্ভবত এই তিনটি কৌশলের সংমিশ্রণ কলেজ-শিক্ষিত ও বামপন্থীদের জন্য তার শ্রেণি স্বার্থ অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজন হবে । কলেজে প্রবেশাধিকার প্রসারিত করা, বিভিন্ন ধরনের বিভ্রান্তিকর পটভূমির আরো বেশি অন্তর্ভুক্তির জন্য বামপন্থীদের বক্তব্য এবং সংস্কৃতি রদবদল করা (সম্ভবত পারস্পরিক শ্রদ্ধার স্বচ্ছ আদর্শ প্রয়োগ করে) এবং সরকারী ও দাতা চালিত স্থান পরিত্যাগ করা। এটি এমন প্রতিষ্ঠানের জন্য দখল করে –যারা সত্যিকার অর্থেই শ্রমিক শ্রেণির আমেরিকানদের কাছে দায়বদ্ধ। ■

সরাসরি যোগাযোগ করতে:
ক্রিস্টোফার মুলার <cmuller@berkeley.edu>
সুরেশ নাইডু <suresh.naidu@gmail.com>

> মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রজনন সম্পর্কিত ন্যায়বিচারের ভবিষ্যৎ

প্যাট্রিসিয়া জাভেলা, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, সান্তা ক্রুজ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

গর্ভপাত নিষেধাজ্ঞাগুলি এবং প্রতিবাদ ও প্রত্যাখ্যান করার জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের সময় সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত বেশ কয়েকটি সমাবেশের একটি। ক্রেডিট: স্বত্বাধিকারে ফ্লিকার

ট্রাম্পের নীতিগুলোর মূল বিষয়বস্তু ছিল পুর্নগঠনকারী প্রশাসনের প্রচেষ্টায় নারীদের প্রজনন আচরণের উপর নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণ করা। গর্ভপাত বিরোধী সুসজ্জিত বক্তব্যের বিশেষত; সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে ট্রাম্প তাঁর ভিত্তিকে প্রশমিত করার পরিকল্পনাটিকে আরও শক্তিশালী করেছিল। প্রজনন ন্যায়বিচারের উপর এবং একইভাবে অভিবাসীদের উপর আক্রমণগুলো রাজনৈতিক ও আদর্শিক ভিত্তি স্থাপন করতে অংশগ্রহণ করেছিল। ট্রাম্প অভিবাসনকে জাতীয় সুরক্ষা, অর্থনীতি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিচয়ের জন্য হুমকি স্বরূপ ঘোষণা করে এবং নীতিমালা আলোচনার মাধ্যমে অভিবাসনকে সীমিত রাখার মাধ্যমে আইনী সহিংসতার এক নজিরবিহীন বিষয়সূচিকে ঠেলে দিয়েছেন।

প্রজনন ও অভিবাসন নীতিগুলো একে অন্যের সাথে এই মর্মে সংযুক্ত ছিল যে উভয়ের প্রধান লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন বর্ণের নারীরা ।ট্রাম্পের কোভিড-১৯ মহামারীর অব্যবস্থাপনার ফলে যে বিশাল সংখ্যক মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়েছিল তা এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।বিভিন্ন বর্ণের মানুষ ও অভিবাসীরা মহামারী নিয়ন্ত্রণ ব্যর্থতার অস্বাভাবিকভাবে শিকার হয়েছিল– যাদের ঝুঁকিপূর্ণ ফ্রন্টলাইন চাকুরী করা এবং ঘনবসতিপূর্ণ আবাসে বসবাস করা ছাড়া কোনো উপায় ছিলনা।

প্রজননমূলক ন্যায়বিচারের উপর আক্রমণের প্রধান উপাদান ছিল সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা আইন বাতিল করার প্রচেষ্টা– যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল গর্ভনিরোধ, ক্যান্সার পরীক্ষা এবং প্রসব পূর্বযত্ন। এ বিষয়গুলো প্রতিরোধমূলক যত্নের মাধ্যমে নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবাগুলোতে প্রবেশ সম্প্রসারিত করতে পারে। যদিও ট্রাম্প সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা আইন বাতিল করতে সফল হয়নি। তবে, তাঁর নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা অধিকারকে ব্যাহত করার অনেক প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল। তাঁর প্রশাসনের সাফল্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল শিরোনাম এক্সকে ফিরিয়ে দেওয়া – যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বিদেশে স্বল্প আয়ের ৪৩ মিলিয়ন নারীদের স্বাস্থ্য সেবা সরবরাহ করে, কিশোরীদের গর্ভাবস্থা রোধের জন্য অনুদানের নির্দেশ দেয় এবং এই নির্দেশনাটি শুধু অকার্যকারিতা পরিহারের জন্য ব্যবহার করে স্বাস্থ্য সেবা অনুশীলনকারীদের এলজিবিটিকিউ রোগীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করার অনুমতি দেয়। গর্ভপাতের ক্ষেত্রে নারীদের অধিগমনকে ঝুঁকিতে নিক্ষেপ করেন এমন প্রায় ২০০ নিম্ন আদালতের বিচারক এবং তিনটি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ করা হয়।

প্রশাসনের বিভিন্ন বর্ণের অভিবাসীদের আক্রমণ করার সমান্তরাল প্রচেষ্টাও উদ্বেগজনক সাফল্য অর্জন করেছিল। অভিবাসনের বিষয়ে ট্রাম্পের অভূতপূর্ব প্রতিবন্ধকমূলক এজেন্ডাটি লাতিনোকে অসুর করে দিয়েছিল এবং ৪০০ টিরও বেশি নীতিগত পরিবর্তনকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। এটি মূলত মুসলিম দেশগুলোর মানুষের ভ্রমণকে নিষিদ্ধ করেছে। ১৯৮০ এর পরে থেকে শরণার্থীদের প্রবেশ সর্বনিম্নে নামিয়েছে, দশটি দেশ থেকে ৪০০,০০০ অভিবাসীর অস্থায়ী সুরক্ষিত অবস্থার অবসান ঘটেছে, আইনগত স্থায়ী বাসস্থান বা নাগরিকত্বের জন্য যোগ্যতা তৈরি করা আরও কঠিন হয়েছে। সরকারীভাবে সীমান্ত পারাপারের মাধ্যমে প্রবেশ না করে থাকলে অভিবাসীদের আশ্রয় আবেদন জমা দিতে বাধা প্রদান করা হয়েছিল। আশ্রয়স্থানেরবুনিয়াদ হিসাবে সহিংসতা (পারিবারিক এবং দলীয়) অপসারণ করেছে। আশ্রয় নিবেদকরা তাদের তলব না করা পর্যন্ত মেক্সিকোতে থাকতে বাধ্য করে এবং যেগুলো অভিবাসীদের খাদ্য স্ট্যাম্পের মতো সুবিধাগুলোর জন্য যোগ্যতা সীমাবদ্ধ করে দেয় এমন প্রবিধানগুলো বাড়িয়ে দিয়েছিল । একটি 'শূন্য-সহনশীলতা' নীতিমালার অধীনে, ট্রাম্পের প্রশাসন হাজার হাজার শিশুকে তাদের পিতা–মাতার কাছ থেকে আলাদা করেছে। এছাড়াও আটকে দেওয়া শর্তাদির ফলে বিশেষত অপ্রাপ্তবয়স্ক ও ট্রান্সগ্রাফ প্রবাসী এবং নির্বাসিত অভিবাসীদের অবহেলা, অপব্যবহার ও মৃত্যুর কারণ হতে পারে– যা তাদের কোভিড-১৯ এবং অন্যান্য জীবন-হুমকির ঝুঁকিতে ফেলেছে। বাধ্যতামূলকভাবে অভিবাসী নারীরা আটক অবস্থায় থাকার সময় গর্ভপাতকে অপরাধী করে তোলে এমন– নির্বীজন এবং আমলাতান্ত্রিক অনুশীলনের অধীনে ছিলেন।

প্রজনন বিরোধী ন্যায়বিচার এবং অভিবাসী বিরোধী নীতির সংমিশ্রণটির মারাত্মক প্রভাব নিম্ন আয়ের নারীদের বিশেষত; বিভিন্ন বর্ণের নারীদের উপর পড়েছিল। এই নীতিগুলো গর্ভপাতের অধিকারের প্রতি প্রতিকূল আচরণ তৈরি করতে রাষ্ট্রগুলোকে সাহায্য করেছে– যেখানে প্রতি দশ জনের মধ্যে ছয় জন মার্কিন নারী বাস করেন । প্রজনন ন্যায়বিচারের উপর আক্রমণের প্রভাবে কৃষ্ণাঙ্গ ও আদিবাসী নারীদের মাতৃ

>>

মৃত্যুরহার বৃদ্ধি মূলত ছন্দোময় ছিল। যখন এলজিবিটিকিউ এর লোকেরা স্বাস্থ্যসেবা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বৈষম্যের মুখোমুখি হয়েছিল সেই সময়ে অননুমোদিত নারীরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা যেমন, প্রসব পূর্ব–যত্ন বা গর্ভনিরোধক এবং খাদ্য স্ট্যাম্পের মতো জনসাধারণের সুবিধাসমূহ অনুসন্ধানের আশঙ্কা করছিলেন।

এই আক্রমণগুলোকে প্রতিহত করেছেন নারীরা বিশেষ করে কৃষ্ণাঙ্গ নারীরা। তাদেরকে সবচেয়ে দূর্বল লক্ষ্যবস্তু ভাবার জন্য তারা ট্রাম্পের বহুমুখী এজেন্ডার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়েছিল । প্রচার গোষ্ঠীর একটি বিস্তৃত বিন্যাস প্রায়শই জোট হিসেবে কাজ করে।এই জোটগুলো প্রত্যাহার নীতি ও অনুশীলনকে আপত্তি জানায়। এছাড়াও প্রত্যেকের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য, অধিকার পুনঃপ্রকাশ এবং সুরক্ষিত করার জন্য প্রগতিশীল আইন গঠনের দিকে চাপ দেয়। ওয়াশিংটনে নতুন প্রশাসন ক্ষমতা গ্রহণের পরেও এই জোটগুলো অব্যাহত থাকবে। তারা যেভাবে ট্রাম্পের উদ্যোগের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল সেই একই সংকল্প নিয়ে দীর্ঘকালীন অবিচারকে নিরসনের জন্য বাইডেন প্রশাসনের উপর নজরদারি ও চাপ দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে।

সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতির নির্দেশ অনুযায়ী এসিএ বাতিল না করে, বাইডেন প্রশাসনকে অবশ্যই তার অন্তর্ভুক্ত গর্ভনিরোধক অঙ্গীকারপত্রের ক্রটিগুলো সমাধান করতে হবে। বৈষম্য বিরোধী সুরক্ষা পুনরুদ্ধার, এলজিবিটিকিউ রোগীদের সেবা দানে অস্বীকার করার নিয়মটি বাতিল করতে হবে। কেবল কিশোরী গর্ভাবস্থা প্রতিরোধের প্রোগ্রামগুলো পরিহার এবং এলজিবিটিকিউ-অন্তর্ভুক্তিকে উৎসাহিত করে নাটকীয়ভাবে এর তহবিল বৃদ্ধি সহ এক্স শিরোনামে কার্যক্রমটি সংশোধন করতে হবে ।

বাইডেন প্রশাসনের গর্ভপাত বিরোধী সহিংসতার নিন্দা করা উচিত এবং ফেডারাল কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণকারী লক্ষ লক্ষ মানুষের গর্ভপাতের জন্য 'বীমা অন্তর্ভুক্তি নিষিদ্ধ হাইড' সংশোধনের নির্বাহী আদেশ বাতিল করে গর্ভপাতের অধিকার ও অনুমতির প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করা উচিত। কেননা, এটি আরও শক্তিশালী করে তোলে বিষয়টিকে। বাইডেনের এমন আইনকে সমর্থন করা উচিৎ– যা মেডিকেডকে প্রসারিত করে এবং হাইড সংশোধনীর বিপরীত হয়। তাঁর টেলিহেলথ এর প্রসারের সাথে সাথে খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসনের বিধিনিষেধগুলো সংশোধন করা উচিত– যা নিরাপদে গর্ভপাতের অনুমতিকে সীমাবদ্ধ করে। বর্ণবাদকে জনস্বাস্থ্য সংকট হিসাবে ঘোষণা করে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন ও কাজের পরিবেশ সম্পর্কে রাজনীতির এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করবে।

বাইডেন অভিবাসন নিয়ে ট্রাম্পের অনেকগুলো নীতির বিপরীতে পরিকল্পনা করার ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিউবার একজন অভিবাসী আলেজান্দ্রো মায়োরকাস এর নিয়োগদান আইনী সহিংসতা ও জেনোফোবিয়ার বিপরীত ইঙ্গিত দেয়।তিনি ডিফার্ড অ্যাকশন ফর চাইল্ডহুড অ্যারাইভালস প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের নেতৃত্ব ও হোমল্যান্ড সিকিউরিটির বিভাগের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন এবং একটি আটক কেন্দ্র বন্ধ করার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তবে, ওবামা প্রশাসনের সময় সিসিলিয়া মুউজকে তাঁর বিপরীত দলে নিয়োগ দেওয়া উদ্বেগজনক ছিল। কারণ, তিনি পৃথক পরিবারকে রক্ষা করেছিলেন। বাইডেনকে পারিবারিক বিচ্ছেদ শেষ করতে এবং আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য সীমানা পুনরায় চালু করার জন্য তাঁর অ্যাটর্নি জেনারেলকে বিচার বিভাগ দ্বারা অভিবাসন বিচারকদের সীমাবদ্ধ সিদ্ধান্তগুলো প্রত্যাহার করতে হবে। অভিবাসীদের ন্যায়বিচার পৌঁছে দেওয়ার একটি অত্যাবশ্যক অংশ হলো অভিবাসন মামলার জমে থাকা কাজ শেষ করতে আরও বিচারক নিয়োগ করা। প্রজনন বিচারের উপর আক্রমণের মতো অভিবাসীদের উপর একইভাবে আক্রমণ যেমন ঠিক; তেমনি অভিবাসী পন্থী নীতিগুলো প্রজনন ন্যায়বিচারকে সমর্থন করবে। অভিবাসী নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা এবং জনসাধারণের সুবিধাগুলোতে সম্পৃক্ততার জ্ঞান বাড়ানোর ক্ষেত্রে অভিবাসী-বান্ধব প্রশাসন সহায়তা করবে। উভয় ফ্রন্টের সাফল্য নির্ভর করবে মূলত একই সামাজিক আন্দোলনের উপর– যা ট্রাম্পকে প্রতিহত করেছিল।

প্রজনন ন্যায়বিচারের জন্য নিবেদিত সামাজিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দানকারী নারীরা প্রান্তিক মানুষ,– অভিবাসী, দরিদ্র, এলজিবিটিকিউ, যুবক, প্রতিবন্ধী এবং অন্যান্য শ্রেণির পক্ষে কাজ করে। এই আন্দোলনটি কাঠামোগত পরিবর্তনের পক্ষে আন্তঃনীতি এবং মানবাধিকার এর সাথে যায় এমন একটি সামগ্রিক কাঠামোর সাথে কাজ করে। যৌনতা ও প্রজনন অধিকারকে নীতির সাথে সংযুক্ত করে এই আন্দোলনটি নিম্ন আয়ের সাথে অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং অর্জিত অভিজ্ঞতাসমূহ সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত বৈষম্যকে হ্রাস করে। প্রজনন ন্যায়বিচারের আন্দোলনের লক্ষ্য হল নারীদের অধিকার উন্নীত করা। যেমন, জোরজবরদস্তি বা নির্যাতন মুক্ত শিশুদের জন্মদান, নির্যাতন ও অপব্যবহার থেকে শিশুদের রক্ষা করা এবং সুস্থ পরিবেশে বাচ্চাদের বেড়ে তোলা। একইসঙ্গে শারীরিক স্বায়ত্তশাসন এবং নিজস্ব লিঙ্গ সনাক্তকরণ অধিকার অর্থাৎ স্ব-পরিচয় এর অধিকার। ১৯৯০ এর দশক থেকে দেশ জুড়ে ৩০ টিরও বেশি অলাভজনক সংস্থায় কাজ করা এই আন্দোলনটি সংস্কৃতি-বদলের কার্যক্রমে জড়িত। এই আন্দোলনটি ইতিবাচক সাংস্কৃতিক উপস্থাপনার মাধ্যমে পরিবর্তনশীল বিষয়গুলিকে পুনর্বিবেচিত করে। ধর্মনিরপেক্ষ আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে সম্মান করে এবং একইসাথে তৃণমূলকে রাজনৈতিকভাবে সামাজিকীকরণ করে । তৃণমূল রাজনৈতিকভাবে এর নির্বাচনী অঞ্চলকে সংগঠিত করার সাথেও এই আন্দোলনটি জড়িত থেকে কাজ করে। সংস্থাগুলো প্রাথমিক গবেষণা পরিচালনা করে মুলত মহিলাদের শিক্ষিত ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রচারণা তৈরি করার মাধ্যমে মামলা-মোকদ্দমা আনতে, প্রগতিশীল আইন পাস করার মাধ্যমে এবং তাদের ফলাফলগুলো জাতিসংঘে উপস্থাপন করে। এক্ষেত্রে সংস্থাগুলোর উল্লেখযোগ্য সাফল্য রয়েছে। প্রজননমূলক ন্যায়বিচারে সংযুক্ত সংস্থাগুলো তাদের সাথে জোটবদ্ধভাবে কাজ করে– যারা প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ করে এবং প্রজনন ও নাগরিক অধিকারের নীতিগত উকিলের কাজ করে।

আন্দোলনের কর্মীরা যৌনতা এবং প্রজনন অধিকারের পক্ষে বাইডেন প্রশাসনকে চাপ দিতে থাকবে। এক্ষেত্রে যতই তাদের কেন্দ্রবিন্দু প্রজনন মূলক ন্যায়বিচার, অভিবাসী অধিকার, এলজিবিটিকিউ অধিকার বা নারীদের অধিকারের দিকে হোক না কেন সে বিষয়টি বিবেচনা না করেই আন্দোলনকারীরা চাপ দিতে থাকবে– এই সংগ্রামটি ভবিষ্যতের সাথে সংযুক্ত। ■

সরাসরি যোগাযোগ করতে: প্যাট্রিসিয়া জাভেলা <zavella@ucsc.edu>

> জলবায়ুর ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই এবং

বাইডেন-হ্যারিস প্রশাসন

জে মিজিন চা, ওকসিডেন্টাল কলেজ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

একটি গ্রাফিতি জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় প্রয়োজনীয়তার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে।
ক্রেডিট: স্বত্বাধিকারে ফ্লিকার

এটি নিশ্চিত যে, দ্বিতীয় মেয়াদের ট্রাম্প প্রশাসনের হাতে জলবায়ু পরিবর্তনের পূর্ণ বিপর্যয়ের সম্ভাবনা ছিল। তবে বাইডেন-হ্যারিস প্রশাসনের 'গ্রিন নিউ ডিল' ধরনের উদ্যোগটি একটি নতুন আশার সঞ্চার করলেও এখন তা ম্লান মনে হচ্ছে। এটি স্পষ্ট যে, জলবায়ু কর্মোদ্যোগের (Climate Action) ব্যাপারে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বাইডেনের প্রতিশ্রুতি পূর্ববর্তী অন্য যেকোনো প্রশাসনের তুলনায় একটু বেশিই আক্রমণাত্মক ছিল; তবে, সেখানে এখন 'গ্রিন নিউ ডিল'র (জিএনডি) লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষার ছিটেফোঁটাও দেখা যাচ্ছে না। এখানে এটি সম্ভবত উল্লেখ না করলেও চলে যে, বৈরী ভাবাপন্ন সিনেটের সঙ্গে লড়াই নতুন প্রশাসনকে মারাত্মকভাবে চাপের মধ্যে ফেলবে। যদি ফেডারেল বা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জিএনডির সম্ভাবনাগুলো অসম্ভব বলে প্রতীয়মান হয়; তবে, এই প্রশ্নটি হতেই পারে যে, অঙ্গরাজ্য ভিত্তিক ও স্থানীয় উদ্যোগ কি ন্যায়সঙ্গত ও স্বল্প-মাত্রার কার্বন রূপান্তরের (Low Carbon Transition) বিষয়টি উপলব্ধি করতে সক্ষম? যদি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার সংক্রান্ত বিষয়গুলো জলবায়ুনীতির (Climate Policy) সঙ্গে যুক্ত করা যায়; তবে, রাজ্যভিত্তিক উদ্যোগ ন্যায়সঙ্গত স্বল্প-মাত্রার কার্বন রূপান্তরের (Low Carbon Transition) জন্য একটি পথ বাতলে দিতে পারে।

যদিও রক্ষণশীলরা 'গ্রীন নিউ ডিল'কে বাধ্যতামূলক সরকারী নিয়ন্ত্রণের অস্ত্র হিসাবে চিহ্নিত করেছে; তবে, জিএনডি কোনো পুংখানুপুঙ্খ ব্যবস্থাপত্রমূলক আইন নয়; বরং এটি একটি আইনের বাধ্যবাধকতা মুক্ত (Non-binding) প্রস্তাব –যা কেন্দ্রীয় সরকারকে আগামী দশ বছর সময় সীমার মধ্যে বৈষম্য ও জলবায়ু পরিবর্তনের দ্বৈত সংকট মোকাবেলা করতে সক্ষম এমন একটি উচ্চাভিলাষী, কেনেসিয়ান প্রোগ্রাম গ্রহণ করতেই আহ্বান জানিয়েছে। দশ বছর সময়সীমাটি জলবায়ু বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের সাথে এই ঐকমত্যের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়েছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে খারাপ প্রভাবকে প্রতিহত করতে হলে গ্রিন হাউস গ্যাসগুলোকে অবশ্যই ২০২৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নাটকীয় মাত্রায় হ্রাস করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন এবং বৈষম্য যে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তা বুঝতে পেরে জিএনডি তার দৃষ্টিভঙ্গি কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের সংকীর্ণ ও প্রয়োগবাদী বা কৌশলগত কাঠামোর (Technocratic Framework) বাইরেও প্রসারিত করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনকে একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণের পরিবর্তে, জনগণের বৈষয়িক পরিস্থিতির বিবেচনায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে একীভূত করেছে।

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ওকালতির (Advocacy) জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবেচনার একত্রীকরণ। অতীতের অদূরদর্শী কার্বন ট্যাক্স বাক্যাপ এন্ড ট্রেড কর্মসূচির (Cap and Trade Programme) মতো প্রয়োগবাদী বা কৌশলগত (Technocratic) সমাধানগুলো থেকে সরে আসতে জলবায়ুর সমর্থনকারীরা (Advocates) রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে জলবায়ু কর্মোদ্যোগের এমন তিনটি মূলনীতি গ্রহণ করেছেন–যা জলবায়ু নীতির (Climate Policy) সাথে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলোকেও সংযুক্ত করেছে। মূলনীতি তিনটি হলো-'মানদন্ড, বিনিয়োগ এবং ন্যায়বিচার'। এই তিনটি মূলনীতি জলবায়ু বিষয়ক বিভিন্ন কর্ম প্রচেষ্টার মধ্যে সংযোগকারীর ভূমিকা পালন করেছে। এরকম কয়েকটি প্রচেষ্টাকে তারা জলবায়ু বিষয়ক বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে আসার জন্য যথাযথ কতৃপক্ষকে আহ্বান জানিয়েছে। এরকম কয়েকটি ক্ষেত্র হচ্ছে–শূন্য বা নিট-শূন্য কার্বন নির্গমন, স্বল্পমাত্রার কার্বন ব্যবহার হয় এমন সেক্টর এবং অবকাঠামোতে বৃহত্তর সরকারী বিনিয়োগ এবং বিভিন্ন সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের উদ্বেগ যেমন, ইউনিয়নের অধীনে ভালো কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জীবাশ্ম জ্বালানী কর্মচারীও সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থানের পরিবর্তন করা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যারা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব দ্বারা প্রথম ও সবচেয়ে খারাপভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে–তাদের রক্ষা

>>

করা।

যেহেতু, নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বাইডেন জলবায়ু পরিবর্তনকে একটি ক্রান্তিকালীন অগ্রাধিকারের বিষয় হিসাবে ঘোষণা করেছেন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে একজন রাষ্ট্রপতির দূত নিয়োগ করেছেন সুতরাং এটি বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে, নতুন বাইডেন-হ্যারিস প্রশাসনের কাছে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি অবশ্যই অগ্রাধিকার পাবে। যাই হোক, জলবায়ু পরিবর্তনে বিশ্বাসী এমন একটি প্রশাসন যদিও স্বস্তির; তবে, কেবল ন্যায়সঙ্গত স্বল্প-মাত্রার কার্বন রূপান্তরের (Just Low Carbon Transition) লড়াই অনেক ভাবেই আরোও কঠিন হয়ে পড়বে। এর কারণ হলো,'ন্যায়সঙ্গত' রূপান্তরের জন্য বিভিন্ন ধরনের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিবেচনা প্রয়োজন। কিন্তু রাজনৈতিক ভাবে মধ্যপন্থী প্রশাসন এবং বৈরী রিপাবলিকান সিনেটে এসব বিবেচনা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ঝুঁকি আছে। 'সবার জন্য চিকিৎসা সুবিধা' এবং পুলিশের বাজেট হ্রাস ইত্যাদি প্রগতিশীল বিষয়ে মধ্যপন্থী ডেমোক্র্যাটদের নির্বাচন পরবর্তী তাৎক্ষণিক আক্রমণ–এটা ইঙ্গিত দেয় যে, বর্ণবাদ বিরোধী ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার সংক্রান্ত উদ্বেগগুলো একটি বৈরী সিনেটের মাধ্যমে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তিশালী সমর্থন পাবে না।

যেহেতু একটি ন্যায়সঙ্গত স্বল্প-মাত্রার কার্বন বিশিষ্ট ভবিষ্যতের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ম-উদ্যোগ অনিশ্চিত; তাই রাজ্য সরকার একটি ন্যায়ভিত্তিক স্বল্প-মাত্রার কার্বন রূপান্তরের দিকে মনোযোগ দিয়েছে। প্রকৃত অর্থে, ট্রাম্প প্রশাসনের আগেও রাজ্যগুলো উচ্চাভিলাষী জলবায়ু নীতি বাস্তবায়নের পথে এগিয়েছিল। তবে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই জলবায়ু নীতিগুলো ন্যায্যতা পাবে কিনা তা উপর নির্ভর করবে নীতি নির্ধারণ এবং বাস্তবায়নের উপর। ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্য যখন বাণিজ্য সংক্রান্ত ক্যাপ অ্যান্ড ট্রেড কর্মসূচিটি (Cap and Trade Programme) গ্রহণ করে; তখন পরিবেশ বিষয়ক ন্যায় বিচার সম্প্রদায়ের (Environmental Justice Communities) উপর এর ক্ষতিকর প্রভাব বিবেচনায় পরিবেশ বিষয়ক ন্যায় বিচারের সমর্থকেরা (Environmental Justice Advocates) এই কর্মসূচি বন্ধ করার জন্য আদালতে মামলা করেন। এই মামলা গুলো চূড়ান্ত অর্থে ব্যর্থ হয়েছিল এবং যে সংস্থা গুলো মামলা গুলো করেছিল; তারা প্রথাগত পরিবেশবাদী সংগঠনও গুলোর কাছ থেকে যথেষ্ট নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেয়েছিল। ক্যাপ এ্যান্ড ট্রেড কর্মসূচির সাম্প্রতিক মূল্যায়নে দেখা গেছে যে, পরিবেশগত ন্যায়বিচার সংক্রান্ত উদ্বেগ গুলো সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল এবং ক্যাপ এন্ড ট্রেড কর্মসূচি (Cap and Trade Programme) কার্যকর হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন অরক্ষিত এবং দূর্বল সম্প্রদায়গুলোর ক্ষেত্রে স্থানীয় দূষণ বেড়েছে। অধিকন্তু ক্যাপ এন্ড ট্রেড কর্মসূচির (Cap and Trade Programme) প্রতিশ্রুতিবদ্ধ লক্ষ্যমাত্রা থাকা সত্ত্বেও ক্যালিফোর্নিয়া গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

অন্যদিকে, নিউইয়র্ক রাজ্যটি দেশের সর্বাধিক উচ্চাভিলাষী জলবায়ু নীতিটি (Climate Policy) পাস করেছে এবং এর সাফল্যের ভিত্তি ছিল একটি বিস্তৃত বহু-ইস্যু ভিত্তিক জোট – যা ন্যায্যতার বিধানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। জলবায়ু নেতৃত্ব এবং সম্প্রদায় সুরক্ষা আইনটি কেবল নিঃসরণ হ্রাসকে অধিকতর গুরুত্ব দেয় না বরং ঝুঁকিপূর্ণ দূর্বল সম্প্রদায়গুলোর (Vulnerable Communities) উপর ও বিনিয়োগকেও অগ্রাধিকার দেয়। এখানে উল্লেখ্য যে, পুরো জলবায়ু বিলটি একটি পরিপূরক বিলের উপর নির্ভরশীল ছিল–যা অন্যান্য বিধানের পাশাপাশি পরিবেশ ন্যায়বিচার সংক্রান্ত একটি স্থায়ী উপদেষ্টা বোর্ড তৈরি করেছে। এভাবে ন্যায়বিচার এবং জলবায়ুর সংযোগের ফলে, একটি উচ্চাভিলাষী ও ন্যায়সঙ্গত জলবায়ু নীতি গড়ে উঠেছে।

অধিকন্তু, রাজ্য ভিত্তিক জলবায়ু কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রচেষ্টা ন্যায়সঙ্গত স্বল্প-মাত্রার কার্বন রূপান্তরের (Just Low Carbon Transition) জন্য একটা মডেল হিসেবে কাজ করছে। এই প্রচেষ্টার পেছনের মৌলিক তত্ত্ব হলো বৈষম্য ও জলবায়ুর দ্বৈত সংকটকে একই সাথে সমাধান করা। উচ্চ বেতনের জীবাশ্ম -জ্বালানি ভিত্তিক চাকুরিগুলোকে স্বল্প বেতনের এবং নিম্নমানের পুনঃব্যবহার যোগ্য শক্তি ভিত্তিক চাকুরি দ্বারা প্রতিস্থাপন করলে গ্রিন হাউজ গ্যাসের নিঃসরণ কমে যেতে পারে। তবে, এটি ন্যায়সঙ্গত রূপান্তর হবে না। বিশেষ করে, জীবাশ্ম জ্বালানি ভিত্তিক খাতে কাজ করে এমন শ্রমিক সম্প্রদায়কে সহায়তা করার জন্য অতীতে যে সকল রূপান্তরমূলক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছিল তার ব্যর্থতা জীবাশ্ম -জ্বালানি ভিত্তিক এসব শ্রমিকদের আরো একটি জবরদস্তিমূলক রূপান্তরের প্রতিরোধী করে তুলেছে। রাজ্য পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ যেমন জলবায়ু সম্পর্কিত শ্রমিক নেতৃত্ব ও জলবায়ু কর্মসংস্থান জাতীয় সংস্থান কেন্দ্র, শ্রমিকমুখী ও জলবায়ুমুখী নীতিসমূহ এগিয়ে নিতে রাজ্য ও স্থানীয় পর্যায়ের শ্রমিক ইউনিয়নগুলোকে একত্র করেছে। এটি নিঃসরণ কমিয়ে ভালো মানের কর্মসংস্থান সৃষ্টির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই প্রচেষ্টা গুলো বিশেষভাবে কার্যকর যে তারা শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর রাজনৈতিক শক্তিকে কাজে লাগাতে পারে। এর একটি উদাহরণ হচ্ছে নিউইয়র্কের জলবায়ু কর্মসংস্থানের সাফল্য যেখানে ৮ ১.৫ বিলিয়ন ডলার প্রতিশ্রুতিসহ ৪০,০০০ জলবায়ু কর্মসংস্থান তৈরির জন্য ওয়াদা করা হয়েছে।

বাইডেন-হ্যারিস প্রশাসনে ন্যায়সঙ্গত এবং ন্যায়বিচারের বিধানসমূহকে প্রান্তিকীকরণের ঝুঁকি থাকার কারণে রাজ্য পর্যায়ে প্রচেষ্টাসমূহকে অবশ্যই একটি ন্যায়সঙ্গত রূপান্তরের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য নেতৃত্ব দিতে হবে। অবশেষে, জীবাশ্ম-জ্বালানির পরিধি এবং ব্যপ্তি কমাতে চাইলে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়েই জলবায়ু সংকট মোকাবেলার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। তবে, জলবায়ু নীতি কার্বন নির্গমন হ্রাসের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিবেচনাকে দূরে রাখতে পারে না। রাজ্য পর্যায়ের প্রচেষ্টাসমূহ একটি ন্যায়সঙ্গত রূপান্তরের দিকে যাওয়ার পথরেখা ঠিক করে দিতে পারে। এছাড়াও এটি অসমতা, সামাজিক অবিচার এবং জলবায়ুর মধ্যে এক ধরনের সংযোগ স্থাপন করে দিতে পারে। ■

সরাসরি যোগাযোগ করতে: জে মিজিন চা <mcha@oxy.edu>

> আমূল ক্ষতিপূরণ

মার্কাস অ্যান্টনি হান্টার, ইউসিএলএ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

চারশত বছর, চার হাজার মাস এবং দু'শো মিলিয়ন মিনিটেরও অধিক সময় ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দাসপ্রথা নামক পাপের সাথে বসবাস করছে। দাসপ্রথা বিলুপ্ত হলেও তার মৃত্যু ঘটেনি। অনেকে দাবি করেন, আব্রাহাম লিংকনের মুক্তি ঘোষণার কালি শুকানোর সাথেই দাসপ্রথার মৃত্যু ঘটেছিল। কিন্তু, সক্রিয় নেতাকর্মী এবং পণ্ডিতেরা প্রমাণ করেছেন যে, দাসত্ব আজও কোনো না কোনো রূপে জারি রয়েছে। এটি চিকিৎসাবিহীন ভাইরাসের মতো দীর্ঘায়িত হয়েছে; অবিরত ছড়িয়ে পড়েছে এবং সংক্রমিত করছে। একসময় যে সরকার দাসত্বের চর্চা ও প্রতিষ্ঠানসূহ বিলুপ্ত করেছিল; বর্তমানে সেই সরকারই কারগার শিল্প কমপ্লেক্স থেকে টাস্কেগী পরীক্ষাতে, অপরাধী চক্রকে পাকড়াও করতে এবং অপরাধ, দারিদ্র,ও মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠীর জীবনকে বারবার ঝুঁকির মুখে ফেলছে।

লোভ, বর্ণবাদ, ধর্ষণ ও ঔপনিবেশিকতার উদর থেকে জন্ম নেওয়া আমেরিকান দাসপ্রথা এবং বৃহত্তর ইউরোপীয় ক্রীতদাস বাণিজ্য দেখেছিল কীভাবে কৃষ্ণাঙ্গদের মনুষ্যত্বকে কলুষিত করা হয়েছে, লঙ্ঘন করা হয়েছে এবং বিকৃত করা হয়েছে। আফ্রিকা এবং পশ্চিম আফ্রিকার বাড়ি না ফেরার বন্দর গুলো থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে, হাজার হাজার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষকে নৃশংসতার মধ্যম পথ দিয়ে আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান আদিবাসীদের ভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাদের অনেকেই হয় পথিমধ্যে পরিবহনেই মৃত্যুবরণ করতো অথবা দক্ষিণের খোলা মাঠে মারা যেতো অথবা উত্তরের মাটির নীচের স্যাতস্যাতে কোনো ঘরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতো। অনেকে অল্প বয়সেই মারা যেতো; তবে, দাসত্বপ্রাপ্ত কৃষ্ণাঙ্গদের পরবর্তী প্রজন্মকে জন্ম না দেয়ার আগে নয়।

কৃষ্ণাঙ্গদের নিজের বলে কিছুই ছিল না। তারা ছিল অন্যের মালিকানার অধীন। তাদের শরীর ও পরিবারকে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল। প্রতিদিনের জীবনযাপনে; তাদের আত্মা বিধ্বস্ত হয়েছিল। বিনা পারিশ্রমিকে সারাদিন যাবৎ তাদেরকে শ্রম দিতে হতো। এই দুর্ভাগ্য ও মানবিকতা লজ্জনের ইতিহাস আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। যেকোনো উত্তরাধিকারের নিয়মের মতোই তাদের প্রতি আমাদের কিছু দায়িত্ব আছে–যাতে করে আমরা কিছুটা ঋণ শোধ করতে পারি। এই সকল জমে থাকা ও অবিরত চলমান লজ্জন, আঘাত ও ঋণের ক্ষতিপূরণ আজোও পরিশাধ হয়নি এবং তা অমিমাংসিত রয়ে গেছে। এই অন্তবর্তী সময়ে প্রকৃতঅর্থে; কৃষ্ণাঙ্গদের যৎসামান্য রাষ্ট্রীয় সাহায্যসহ তাদের নিজেদের ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। যদিও তাদের গভীরভাবে সম্পৃক্ত কৃষ্ণাঙ্গ বিরোধী রাষ্ট্রীয় নজরদারির অধীনে রাখা হয়েছিল।

প্রায় অর্ধসহস্রাব্দ বছর পর দেখা যাবে, ক্ষতির মাত্রা যথাযথ ভাবে পরিমাপ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং এর ফলে ক্ষতিগ্রস্থ নাগরিক ও তাদের পরিবারকে যথাযথ ভাবে ক্ষতিপূরণ দেয়া সম্ভব হবে না। কারা ক্ষতিপূরণ পাবেন? কীভাবে পাবেন? কেন পাবেন? যদি সব দাস মালিক ইতোমধ্যে মারা যান;তাহলে, কাদেরকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা হবে? এগুলো সেই প্রশ্ন যা ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'ক্ষতিপূরণ' বিতর্ককে প্রাণবন্ত রেখেছে এবং ক্ষতিপূরণের উদ্যোগকে বাস্তবে পরিণতও সম্পন্ন করার চেষ্টা করে চলছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে ক্ষতিপূরণের পক্ষে অনেক যুক্তি উত্থাপিত হয়েছে। এক্ষেত্রে উকিলেরা রক্ষণশীল বা প্রগতিশীল যেই হোক না কেন; প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা অর্থের সাথে 'ক্ষতিপূরণ' কে ভুলভাবে গুলিয়ে ফেলেছে। অর্থনৈতিক ক্ষতিপূরণ গুরুত্বপূর্ণ। যদিও তারা ক্ষতিপূরণের সবদিককে পূরণ করতে পারে না।একটি অর্থনৈতিক 'ক্ষতিপূরণ' কাঠামোর উপর ক্রমাগত এবং বারবার জোরের মাধ্যমে আমরা এটা বিশ্বাস করতে উৎসাহিত বোধ করি যে, দাসপ্রথা যে মৃত্যু এবং ধ্বংসযজ্ঞ তৈরী করেছিল তা নীতিনির্ধারক, গবেষক এবং মামলাকারীদের দ্বারা নির্ধারিত একটি ফাঁকা চেক বইয়ের যেকোনো সংখ্যার মাধ্যমে সমাপ্ত করা যায়। কিন্তু মানুষের আত্মা, শরীর, বা জীবনের কি কোনো নির্ধারিত রাজারমূল্য আছে? এ রকম কি কোনো আর্থিক মূল্য আছে যা প্রদান করা হলে সকল পক্ষকে সম্পৃক্ত করা যায়? মানুষের জীবনের মূল্য কি ডলার এবং সেন্টের মাধ্যমে নির্ধারণ করা সম্ভব? এই প্রশ্ন সমুহের উত্তরের জন্য এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করা দরকার যে, কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের মানবতা মূল্যবান এবং অমূল্য সম্পদ। সুতরাং যেহেতু কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি আমাদের যে ঋণ আছে তার প্রকৃত মুল্য নির্ধারণ বা সেটিকে অর্থমূল্যে বিচার করা সম্ভব নয়; সেহেতু তাদেরকে প্রকৃত ক্ষতিপূরণ দেয়া জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়ার কাঠামোটিতে আমুল পরিবর্তন আনা জরুরি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একটি মুক্ত, নিরাপদ এবং আরোও ন্যায়ভিত্তিক সমাজে রূপান্তরিত করতে চাইলে আমাদের পাঁচমিশালী ও সমষ্টিগত বর্ণবাদের ইতিহাস এবং মানসিক আঘাতকে অবশ্যই মোকাবিলা এবং নিরাময় করতে হবে। আমাদের মীমাংসা করার মতো গাদা গাদা ঋণের বোঝা আছে। নিরসন এবং প্রতিকারের জন্য আছে হঠকারীতার স্তুপ; আছে জাতিগত সমতা ও সাম্যতার অনেক অমিমাংসিত বিষয়। এই সমস্যার স্তুপগুলো বিশ্বব্যাপী ও জাতীয় পর্যায়ে নিরাময় এবং পুনর্গঠনের জন্য সাত ধরণের ক্ষতিপূরণের কথা বলে। তা হলো :

- **রাজনৈতিক 'ক্ষতিপূরণ'** : সরকার এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণকে রূপান্তরিত করার জন্য ঐতিহাসিকভাবে জ্ঞাত, পুররুদ্ধার যোগ্য এবং প্রতিস্থাপনযোগ্য আলোচনা এবং প্রচেষ্টা।
- **বুদ্ধিবৃত্তিক 'ক্ষতিপূরণ'** : পূর্ববর্তী দাস ও তাদের বংশধরদের সৃষ্টিশীলকর্ম আবিষ্কার এবং ধারণাগুলোকে জনসাধারণের স্বপ্রণোদিত স্বীকৃতি ও স্বীকারোক্তি।
- **আইনগত 'ক্ষতিপূরণ'** : আইন ও নীতিতে প্রতিষ্ঠিত এবং অনুমোদিত পুনরুদ্ধার যোগ্য ন্যায়বিচার এবং বর্ণগত ন্যায্যতা।
- **অর্থনৈতিক 'ক্ষতিপূরণ'** : আর্থিক বা অর্থ সহায়তা, ভর্তুকি, পুনর্বাসন এবং ঋণ মওকুফ।
- **সামাজিক 'ক্ষতিপূরণ'** : মানুষের মর্যাদাকে নিশ্চিত করা তথা বর্ণবাদ ও বর্ণ এবং জাতিগোষ্ঠীর ও মর্যাদাভেদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা মানসিকতার অবসান ঘটাতে সামাজিক চুক্তির পুনরুদ্ধার এবং পুনর্নির্মাণ।
- **স্থানিক 'ক্ষতিপূরণ'** : আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সুযোগের একটি পুনরুদ্ধার যোগ্য এবং ক্ষতিপূরণমূলক ভৌগোলিক স্থানের সরবরাহ। বিশেষত; মার্কিন দাসপ্রথা ও তাদের বংশধরদের দ্বারা বাস্তুচ্যুত ও স্থানচ্যুতদের জন্য।
- **আধ্যাত্মিক 'ক্ষতিপূরণ'** : ত্রিমুখীদাস ব্যবসা ও মার্কিন দাসপ্রথার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ এবং হারিয়ে যাওয়া ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক মহাবিশ্বজ্ঞান অনুশীলন এবং বিশ্বাসের উদ্দেশ্যমূলক এবং পরিকল্পিত স্বীকৃতি, উপস্থাপনা এবং পুনরুদ্ধার।

>>

‘আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্টিকে একটি মুক্ত, নিরাপদ এবং আরও ন্যায়বান সমাজে রূপান্তরিত করতে হলে আমাদের অরক্ষিত ও সমষ্টিগত জাতিগত ইতিহাস এবং ট্রমা অবশ্যই মোকাবিলা করতে হবে এবং নিরাময় করতে হবে’

এই সাত ধরনের ‘ক্ষতিপূরণ’ অবশ্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বিদেশে বর্ণবাদী বৈষম্যের অবসান দাসত্বের পাপ ও অব্যাহত দাসপ্রথা, দাস বানিজ্য-দাসত্বের উপর ভিত্তি করে তৈরি একটি বৈশ্বিক অর্থনীতি এবং তাদের দ্বারা অনুমোদিত ও প্রচারিত বৈচিত্র্যময় এবং বিকৃত সাংস্কৃতিক মানসিকতা থেকে মুক্তি সন্ধানের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতে হবে। কৃষ্ণাঙ্গরা দাসপ্রথা অর্জন করেনি। দাসপ্রথার মতো এমন নৃশংসতা ও অমানবিকতার মধ্যে বসবাস করা কোনো মানুষেরই প্রাপ্য নয়। বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রিয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় সংস্থাগুলো এবং তাদের প্রতিনিধিরাশতাব্দী কাল ধরে কৃষ্ণাঙ্গদের উপর করের বোঝা চাপিয়ে তাদের জীবন ব্যর্থ করে দিয়েছিল। তাদের কাছ থেকে এখন কৃষ্ণাঙ্গরাও তাদের আশেপাশে বসবাসকারী অন্যান্য আদিবাসী এবং স্থানীয় আমেরিকান অংশীদারদের মতো মুক্তি, ক্ষতিপূরণ ও অর্থ ফেরত পেয়েছে।

এই তাৎপর্যময় পরিবর্তনটি অর্জনের জন্য সত্য, বর্ণবাদ নিরাময় এবং ও রূপান্তর পরস্পর অবিচ্ছেদ্য।এই জাতীয় পথটি আফ্রিকান আমেরিকানদের ক্ষতিপূরণের দাবির বর্তমানের আহ্বানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পরিপূরক–যা মূলত দীর্ঘকাল আগে কুইন মাদার অডলি মুর এবং প্রাক্তন কংগ্রেসম্যান জন কনিয়ার্স ঘোষনা করেছিলেন এবং বর্তমানে কংগ্রেস উইমেন শায়লা জ্যাকসন-লি প্রস্তাবিত এইচ আর ৪০ আইনের মাধ্যমে এগিয়ে যাচ্ছে। এই আইনটি আফ্রিকান আমেরিকানদের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রস্তাব অধ্যয়ন ও প্রণয়নে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠা করবে। কংগ্রেস উইমেন বারবারা লি এবং সিনেটর কোরি বুকারের নেতৃত্বে বর্তমানে জাতীয় সত্য, বর্ণবাদ নিরাময় ও রূপান্তর (টি আর এইচ টি) কমিশন গঠনেরও আহ্বান জানানো হয়েছে –যা আমার কল্পনা মতে ভবিষ্যতে বর্ণবাদ এবং সাংস্কৃতিক নিরাময়ের জন্যএকটি টেকসই জাতীয়, স্থানীয় এবং আঞ্চলিক আর্কাইভস্ (এ আরসি এইচ) হিসেবে কাজ করবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই বর্ণগত ন্যায্যতা অর্জন এবং বর্ণবাদ নিরাময়ের জন্য এই ঐতিহাসিক সুযোগটি কাজে লাগাতে হবে; যাতে আমাদের সমাজে মৌলিক রূপান্তর ঘটে–যেখানে মানবিক শ্রেণিবিন্যাসের ভ্রান্ত ধারণাটি চিরতরে নির্মূল হয়ে যায়। যদি এই প্রকল্পটি আইনসভার পদক্ষেপের সাথে, বিশেষত; নতুন বাইডেন-হ্যারিস প্রশাসনের একটি কার্যনির্বাহী পদক্ষেপ হিসাবে গুরুত্ব সহকারে গৃহীত হয়; তাহলে তা বিশ্ব দরবারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি দৃষ্টান্ত হয়ে উঠবে–যে কীভাবে সত্যের স্বীকৃতি এবং অর্থবহ বর্ণবাদ নিরাময় অর্জন একটি রূপান্তরিত আমেরিকা তৈরি করতে পারে– যেখানে সমস্ত জনগণের সাথে ন্যায্য আচরণ করা হয়। আর সকলকে অর্থবহ সুযোগ এবং প্রথম শ্রেণির নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। এইভাবে ভবিষ্যতের ক্ষয়ক্ষতিও হ্রাস করা সম্ভব। যদি পরিকল্পিত ও সম্মিলিত ভাবে বর্ণবাদ এবং সাংস্কৃতিক নিরাময়ের জন্য জাতীয় এবং স্থানীয় আর্কাইভ, টিআরএইচটি কমিশন, এবং বাস্তবায়ন যোগ্য ও সুনিদিষ্ট ‘ক্ষতিপূরণ’ নীতিমালা প্রতিষ্ঠা করি; তাহলে আমরা নিশ্চিত করতে পারি যে, ইউরোপীয় দাস ব্যবসার অমানবিকতার সমাপ্তি ঘটবে এবং আমরা একটি নতুন দিনে শুরু হবে –যা আমাদের প্রাপ্য। এই সত্যই বর্ণবাদী সমস্যার নিরাময়, ও রূপান্তর এবং একই সাথে আমাদের পারস্পারিক এবং ভবিষ্যতের সমৃদ্ধির চাবিকাঠি। ■

সরাসরি যোগাযোগ করতে: মার্কাস অ্যান্টনি হান্টার<hunter@soc.ucla.edu>

> ইউরোপে চীনাদের পরিবর্তিত অবস্থান

ফেনী বেক, ইউরোপীয়ান কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, হাঙ্গেরী, এবং **পল ন্যারি,** ভ্রিজি বিশ্ববিদ্যালয়, আমস্টারডাম, নেদারল্যান্ড

১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত ইউরোপে বসবাসরত চীনাদের বিষয়ে সম্পাদিত একটি সংখ্যায় জাতিগত চীনাদের ইউরোপে অভিবাসনের কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবাহ চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ঝেজিয়াং প্রদেশের ছোট ব্যবসায়ীদের অভিবাসন; বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে হংকং এবং তার আশেপাশের এলাকা থেকে ঔপনিবেশিক অভিবাসন; এরপর ঔপনিবেশিক যুগের অবসান এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধেও পরবর্তীতে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলো থেকে উত্তর-ঔপনিবেশিক অভিবাসন; এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীন থেকে মূলত ১৯৮০ এর দশকে যখন চীন আবার বিশ্বদরবারে অবমুক্ত করে দেয়া হয় সেই সময়ের ব্যবসায়ী এবং শ্রমিক অভিবাসন উল্লেখযোগ্য। এই প্রবাহগুলো ইউরোপে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক-ভাষাগত দলের সৃষ্টি করেছিল–যাদের মধ্যে গোষ্ঠীগত যোগাযোগ সামান্য থাকলেও বিভিন্ন দেশজুড়ে তাদের মধ্যে গভীর সংযোগ লক্ষ্য করা যায়। বিংশ শতাব্দীর শেষ অবধি এই গোষ্ঠীগুলোর আর্থ-সামাজিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে খারাপ ছিল। যদিও এটি উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে বসবাসরত অভিবাসী (যাদের অধিকাংশ ক্যাটারিং বাণিজ্যের) সাথে যুক্ত ছিল; দক্ষিণ ইউরোপের অভিবাসী (যারা ছোট ছোট পোশাক কারখানায় কাজ করতো); এবং পূর্ব ইউরোপের অভিবাসীদের (যারা বাজার এবং ছোট দোকানে ভোগ্যপণ্য আমদানি ও বিক্রয় করতো) আর্থ-সামাজিক অবস্থার তুলনায় উলেখযোগ্যভাবে ভিন্ন ছিল।

এই নতুন শতাব্দীতে ইউরোপের জাতিগত চীনাদের সামাজিক জনমিতিক গঠন এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থানের মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে। এই আলোচনাসভায় (symposium) এ রকম কয়েকটি পরিবর্তনের কথাই বলবে। প্রথমত; স্থানীয়ভাবে জন্ম নেওয়া চীনাদের একটি নতুন, বৃহত্তর উর্ধ্বমুখী এবং গতিশীল প্রজন্ম যারা পূর্ণবয়স্ক বা সাবালক হয়েছে তাদের দিয়েই আরম্ভ করা যাক। চুয়াং, লে বেইল এবং ট্রান ডকুমেন্ট অনুসাওে এই প্রজন্ম আরো বেশি সংবেদনশীল এবং উদারনৈতিক বর্ণবাদবিরোধী ডিসকোর্স গ্রহণের ব্যাপারে আগ্রহী। কিন্তু ইউরোপের ধীরগতির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে এরা একদিকে তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষী ক্যারিয়ার নিয়ে হতাশা প্রকাশ করছে, অন্যদিকে চীনের অবারিত সুযোগ তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এর ফলে কখনো কখনো এরা চীনে অভিবাসী হচ্ছে। তবে, বেশির ভাগ সময় এটি তাদেরকে স্থায়ী বহুজাতিক জীবনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যদিও অতীতে ইউরোপে অভিবাসনকে এক ধরনের চীনা সামাজিক-গতিশীলতার একটি সহজপন্থা বা উপায় হিসেবে দেখা হতো, কিন্তু আজকের দিনে এই পদক্ষেপের গতিপথ মোটেও আর সহজ নয় বরং অনেক জটিল রূপ ধারণ করেছে।

বিশ্বজুড়ে বৈশ্বিক রাজনৈতিক-অর্থনীতিতে যে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটছে, তার প্রভাব চীন থেকে শুর করে ইউরোপ পর্যন্ড় নতুন অভিবাসনের ধরনেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এগুলো এখন আর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কিংবা কায়িক শ্রমিকের নিয়ন্ত্রণে নেই বরং চীনা মালিকানাধীন রেস্ড়্রোঁ ও দোকানগুলি এখন ভিন্ন অভিবাসীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে। যদিও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে চীনা বিনিয়োগকৃত বিভিন্ন অবকাঠামোতে রাষ্ট্র পরিচালিত অভিবাসন আরম্ভ হয়ে গেছে। থোগারসেন এবং বেক, নাহিয়ার এবং সাবো এর গবেষণা থেকে দেখা যায়, চীনা শিক্ষার্থীরা ও প্রবাসী প্রকল্প পরিচালকেরা বহির্বিশ্বে চীনা মূলধন সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখছে এবং মধ্যবিত্ত জীবনধারার অভিবাসীরা এই প্রবাহগুলোতে কেন্দ্রীয় অবস্থান গ্রহণ করছে। এর ফলে ইউরোপে চীনাদের মধ্যে পূর্ববর্তী সামাজিক-ভাষাতাত্ত্বিক বিভাজনগুলো শ্রণিগত স্ড়্রবিন্যাসের মাধ্যমে আরো জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে।

ইউরোপীয় সমাজে চীনাদের অবস্থান কেবল দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রজন্মের "সংহতি" এবং দাবি-দাওয়ার কারণে বা নতুন অভিবাসীদের উচ্চতর আর্থ-সামাজিক অবস্থানের কারণেই পরিবর্তিত হচ্ছে না। বরং পরিবর্তিত হচ্ছে নতুন ভূ-রাজনৈতিক অবস্থার কারণে যেখানে চীন একই সাথে ঈর্ষার এবং ভয়ের বলে বিবেচিত হয়। যেহেতু ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও চীনের সম্পর্ক দিন দিন তিক্ততার দিকে যাচ্ছে; তাই চীন সরকার চায় ইউরোপে অবস্থানরত জাতিগত চীনা অভিবাসীরা চীনের পক্ষে সম্ভাব্য লবিংকারীর ভূমিকা পালন কর^ক। এই ধরনের প্রচেষ্টা নতুন কিছু নয় কিন্তু ইউরোপে চীনা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নতুন উপস্থিতির কারণে এগুলো আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। অধিকন্তু, করোনা ভাইরাস মহামারির বির^দ্ধে চীনের আপাত সাফল্য তাদের এই ধরনের প্রবণতাকে আরো বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে–যার একটি প্রভাব হলো যেমনটি ডেঙ দেখিয়েছেন, চীনা সরকারের প্রতি জনগণের একধরণের আস্থা তৈরি হচ্ছে, তাদের কাছে জাতিগত শ্রেণিবিন্যাসটি যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে এবং এ ধরনের আস্থা তাদেরকে ক্রমগতভাবে প্রান্ড়িকায়নের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। একই সাথে যদিও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ চীনের সাথে পারস্পারিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করছে (যেমন, সার্বিয়া এবং হাঙ্গেরি), কিন্তু চীনের স্থানীয় জনগণ সরাসরি এর কোনো সুফল পাচ্ছে কিনা সেটি স্পষ্ট নয় (দেখুন, গেডিক এবং বেক, নাহিয়ার, এবং সাবো)।

করোনা ভাইরাস মহামারী ইউরোপে চীনাদের একটি নাজুক অবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছে। অনেককে চীনের ফেস মাস্ক কূটনীতিতে সঞ্চালক হিসেবে কাজ করার জন্য ডেকে পাঠানো হয়েছে। ইউরোপে চীনাদের প্রতি অনেকদিনের জমে থাকা বর্ণবাদী ও বিদেশি বিদ্বেষী মনোভাব তীব্র আকার ধারণ করেছে। এবং একইসাথে তাদের প্রতি গড়ে ওঠা রাজনৈতিক সন্দেহ বিশেষ করে করোনার এই সময়ে করোনা ভাইরাসকে 'চীনা ভাইরাস' হিসেবে দেখার যে প্রবণতা তৈরি হয়েছে তার ফলে অনেক চীনাকে ইউরোপীয়দের দ্বারা গালিগালাজ ও শারীরিক আক্রমণের শিকার হতে হয়েছে। অপরদিকে মহামারী গতিপথ যখন পাল্টে গেল অর্থাৎ চীনে সংক্রমণের হার কম এবং ইউরোপে বেশি তখন ইউরোপে বসবাসরত অনেক চীনা নাগরিক ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে বাঁচতে চীনে ফেরত যেতে চেয়েছিল কিন্তু চীন সরকার তাদেরকে ফেরত নিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং তাদের প্রতি আর্থিক অবরোধ সৃষ্টি করে। এমনকি তাদেরকে সংক্রমিত ও অবাধ্যতার অভিযোগে অভিযুক্ত করতেও

>>

পিছপা হয় না কিন্তু যেমনটি বোফুলিন দেখিয়েছেন, ইউরোপে সংক্রমণ ছড়ানোর জন্য অনেক চীনা অভিবাসী অন্য চীনা অভিবাসীদেরকে তাদের আন্তঃদেশিয় যাতাযাতের জন্য-যেটি তাদের জন্য মোটেও নতুন কিছু নয়, সন্দেহের চোখে দেখে এবং পরস্পর পরস্পরের দিকে পাল্টা অভিযোগ করছে।

আজকের দিনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কারণে এই ধরনের আতঙ্ক বহুগুণে বেড়ে গেছে। অতীতে বিশেষ করে; নব্বইয়ের দশকে ইউরোপের চীনা মিডিয়া বলতে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শিক পত্রিকা ও স্যাটেলাইট টেলিভিশনই ছিল প্রধান কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন চীনা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন 'উই চ্যাট' এই মাধ্যমগুলোর উপর আধিপত্য বিস্তার করছে। এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো প্রায়শই চীন সরকারের সেন্সরশীপের কবলে পড়ে। যার ফলে, এখানে একদিকে যেমন সরকারের পছন্দীয় অভিমত এবং জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদের প্রচার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে; অন্যদিকে তেমনি, বিপরীত মতাদর্শগুলোকে দমন করা হচ্ছে। একটি একত্রীকরণের মাধ্যম হিসেবে এই অনলাইন ক্ষেত্রটি অপরিহার্য কিন্তু এই চীনা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ পাটফর্ম যেমন ফেসবুক) এবং টুইটারের সাথে সহাবস্থান করছে যেগুলো মূলত ইউরোপীয় জনগণের মতামতের সেতু হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেখানে ফ্রান্সে স্থানীয়ভাবে জন্মগ্রহণকারী চীনা একটিভিস্টরা "বাক লাইভ ম্যাটার" আন্দোলনের দ্বারা তাড়িত হয়ে বর্ণবাদের দিকে গভীর মনোযোগ দিচ্ছে এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মধ্যে মিত্রতা খুঁজতে ফেসবুকের সাহায্য নিয়েছে; সেখানে ইতালিতে চীনা উদ্যোক্তারা তাদের নিজস্ব জাতিগত শ্রেণিবিন্যাস তৈরি করেছে এবং হাঙ্গেরীর মধ্যবিত্ত চীনারা একটি সাদা ইউরোপের পুনরুত্থানকে সমর্থন করছে-যা সেখানকার সরকারের প্ররোচনার ফল। এটি উইচ্যাটকে ঘিরে যে জনপ্রিয় তত্ত্বগুলো তৈরি হয়েছে তারই বহিঃপ্রকাশ। এখানে যদি পূর্ববর্তী দলটি বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বর্ণবাদ বিরোধী ও অভিজাতবিরোধী সংহতিকে আহ্বানের মাধ্যমে, তাহলে পরের দলটি যাদের শৃঙ্গটি ইউরোপিয়ান ও এশিয়ান অভিজাতরা ভাগাভাগি করে নিয়েছে, একই কাজ করছে জাতিগত ও শ্রেণিগত শৃঙ্খলা রক্ষার নামে।

এই আলোচনাসভায়[১] (symposium) অংশগ্রহণকারী গবেষকগণ মূলত ইউরোপে বসবাসরত চীনাদের চিহ্নিতকারী সতত পরিবর্তনশীল অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সীমানা এবং তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল আধিপত্যপরম্পরা চিহ্নিত ও বিশেষণ করতে চেয়েছেন। এ কারণে তাঁরা এমন সব বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন যেখানে প্রকৃত আন্তঃজাতিগত সম্পর্কগুলো তৈরি হয়। এক্ষেত্রে তাঁরা বোর্ডিং স্কুল থেকে পানশালা কিছুই বাদ দেননি। ■

সরাসরি যোগাযোগ করতে:
ফ্যানি বেক <Beck_Fanni@phd.ceu.edu>
পল ন্যারি <p.d.nyiri@vu.nl>

১. ২০২০ সালের ১৬ ই অক্টোবর বুদাপেস্টে দ্যা চায়না ইন ইউরোপিয়ান রিসার্চ নেটওয়ার্ক (সিএইচইআরএন) দ্বারা আয়োজিত এবং সিওএসটি অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা সমর্থিত "আন্ত:জাতিগোষ্ঠী সম্পর্ক: চীনা অভিবাসী এবং তাদের ইউরোপীয় স্বাগতিক সমাজ" কর্মশালা থেকে এই সিম্পোজিয়ামের ধারণাটি উত্থাপিত হয়েছিল;
দেখুন: https : //china-in-europe.net/ এবং https://www.cost.eu/

> নীরবতা থেকে সক্রিয়তা : ফ্রান্সে চীনারা

ইয়া-হান চুয়াং, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডেমোগ্রাফিক স্টাডিজ (আইএনইডি), ফ্রান্স; **ইমিলি ট্রান**, হংকং ব্যাপ্টিস্ট বিশ্ববিদ্যালয় এবং **হেলেন লে বাইল**, সিএনআরএস, সিইআরআই-সাইন্স পো প্যারিস, ফ্রান্স

ফরাসী বংশোদ্ভুত এশীয়রা প্যারিসে এশিয়ান বিরোধী জাতিগত অবিচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে।
ক্রেডিট: ক্যামিলি মিলের্যান্ড।

অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ যেমন, যুক্তরাজ্য এবং নেদারল্যান্ডসের মতো ফ্রান্সে চীনা সম্প্রদায়ের ইতিহাস বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই বিদ্যমান। চীনাদের প্রাথমিক উপস্থিতি তিনটি প্রধান বিষয়ের সাথে সংযুক্ত ছিল। তা হলো : উপনিবেশ স্থাপন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় চীনা শ্রমিকদের নিয়োগ এবং আন্তঃযুদ্ধকালীন সময়ে ছাত্রদের বসবাস। সাম্প্রতিক অভিবাসনের ঢেউয়ে এই প্রাথমিক গতিশীলতার প্রভাব ছিল। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের পরে প্রাক্তন অভিবাসী নেটওয়ার্কগুলোর পুনরাবৃত্তির কারণে আজকাল ঝেজিয়াং প্রদেশের ওয়েঞ্জহু ফ্রান্সে চীনা অভিবাসী এবং তাদের বংশধরদের উৎপত্তির মূলস্থান। উপরন্তু, ফরাসি উপনিবেশের অন্যতম উত্তরাধিকার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে আগত বিদেশি চীনারা–যারা ১৯৭০ এবং ১৯৮০–এর দশকে কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, এবং লাওস থেকে শরণার্থী হিসাবে আসেন। শতাব্দীর শুরু থেকে ফ্রান্সে জাতিগত চীনা জনগোষ্ঠীর গঠন এদের উৎপত্তির স্থান, অভিবাসন রুট, এবং শ্রেণির দিক বিবেচনায় আরো বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে। ফ্রান্স উত্তর চীন থেকে বিপুল সংখ্যক অভিবাসীদের জন্য গন্তব্য হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে; ১৯৯০ -এর দশকে একটি পরিকল্পিত অর্থনীতি থেকে বাজার অর্থনীতিতে রূপান্তরের কারণে ব্যাপক কর্মী ছাঁটাইয়ের কবলে পড়া স্থানসমূহ। সাধারণভাবে বলতে গেলে, ছাত্র ভিসা ইউরোপীয় ইউনিয়নে প্রবেশের প্রাথমিক বৈধ পথ হিসেবে রয়ে গেছে। ফ্রান্সে, মরোক্কোর পরে বিদেশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে দ্বিতীয় (৯%) অবস্থানে রয়েছে চীনা বিদেশি অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা।

ফ্রান্সের অন্যতম বৃহত্তম চীনা অভিবাসী জনসংখ্যা রয়েছে ইউরোপে (আনুমানিক প্রায় ৪০০,০০০ চীনা অভিবাসী ও বংশধর, যদিও ফ্রান্সের কোনোও সরকারী জাতিগত পরিসংখ্যান নেই); আবাসিক বিদেশিদের মধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন (পিআরসি)-এর নাগরিকরা পঞ্চম বৃহত্তম দল। তারা শুধু শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক অবস্থার (ধনী বিনিয়োগকারী, বহুজাতিক ব্যবসায়ী, পেশাদার, ছাত্র, উদ্যোক্তা এবং শ্রমিক) ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যময় নয় বরং তারা প্রজন্ম, গতিশীলতা এবং ফরাসি সমাজে অংশগ্রহণের মাত্রার দিক থেকেও বৈচিত্র্যময়। এই বৈচিত্র্যের বিরুদ্ধে কিছু যৌথ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে জাতিগত চীনা এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীন (প্রধানত ওয়েনঝু) থেকে আসা অভিবাসীদের মধ্যে অভিবাসী উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও অতি সম্প্রতি নিরাপত্তা ইস্যু এবং দৈনন্দিন বর্ণবাদের নিন্দা জানানোর জন্য সম্মিলিত কর্মকাণ্ডের উত্থান।

বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত কর্মকাণ্ড :

প্যারিস ও তার শহরতলীতে চীনা সম্প্রদায় চুরি এবং ক্ষুদ্র অপরাধের শিকার হয়েছে। চীনা ব্যবসা এবং বিলাসবহুল বিবাহ ভোজসহ বিভিন্ন উদ্‌যাপনের প্রতি মনোযোগের কারণে চীনারা শুধু ধনী বলেই বিবেচিত হয় না; লাঞ্চনা ও ডাকাতির পর পুলিশের সাহায্য নিতে তাদের অনিচ্ছার কারণে তারা বহুজাতিক আর্থ--সামাজিকভাবে বঞ্চিত পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে আরো অসুরক্ষিতও বটে। অনথিভুক্ত অভিবাসী এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য ফরাসি রাজনীতির প্রতি অনিশ্চিত মর্যাদা এবং উদাসীনতা ঐতিহাসিকভাবে তাদের সংগঠিত করতে অনিচ্ছুক করে তুলেছিল।

>>

যাই হোক, গত এক দশকে ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তা উদ্বেগ এবং ঘটনার মধ্যে প্যারিসের চীনা সম্প্রদায়–যারা একসময় নীরব বা এমনকি, 'আদর্শ সংখ্যালঘু', পরিশ্রমী এবং কম প্রোফাইলধারী হিসেবে পরিচিত ছিল। তারা পুলিশের সুরক্ষার দাবিতে কমপক্ষে পাঁচটি বিশাল বিক্ষোভের আয়োজন করেছে। কখনো কখনো তাদেরকে 'বিদেশের নাগরিকদের সুরক্ষা' দেওয়ার ভিত্তিতে চীনা দূতাবাস দ্বারা সমর্থন দেওয়া হয়েছে। ২০১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে চীনা সরকারের অগ্রাধিকার হচ্ছে, যেখানেই তার নাগরিকদের স্বার্থ ঝুঁকির মধ্যে আছে; সেখানেই তার ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে। সম্মিলিত কর্মকাণ্ডের পাঁচটি দৃষ্টান্ত তাদের সংগঠিত করার নমুনায় ছিল। তা হলো : তিনটি ছিল রাস্তায় ব্যাপক বিক্ষোভ; একটি ছিল উদ্যোক্তাদের একটি সমিতি– যা একটি (ব্যর্থ) চাপ সৃষ্টিকারী দলে পরিণত হয়; এবং শেষটি ছিল রাস্তায় দাঙ্গা এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশের সমন্বয়। এই জনসমাগম সাধারণত একটি নির্দিষ্ট এলাকায় চীনা বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তার অভাব তুলে ধরার জন্য অনুষ্ঠিত হয় এবং সর্বজনীন কিছু দাবি করে। দাবিগুলো হলো : এলাকায় টহলদারি পুলিশের সংখ্যা বাড়ানো; আইন ভঙ্গকারীদের শাস্তি জোরদার করা; এবং ক্ষতিগ্রস্থ চীনাদের জন্য পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করার প্রক্রিয়াটি সহজতর করা।

২০১৬ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসের শহরতলীতে এক চীনা শ্রমিকের হত্যাকাণ্ডের পর রাস্তায় বিক্ষোভ একটি 'টার্নিং পয়েন্ট' হিসেবে চিহ্নিত হয়–যেখানে দ্বিতীয় প্রজন্ম আরো সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। ফরাসি-বংশোদ্ভূত জাতিগত চীনারা কাঠামোগত বর্ণবাদের উপর জোর দেওয়ার দাবি পুনর্গঠন করে–যেটি তাদের নিজেদের বা অন্যান্য এশিয়ানদের লক্ষ্য করে সহিংসতার সৃষ্টি করে। যদিও চীনা সক্রিয়তা এবং প্যান-এশিয়ান সামাজিক আন্দোলন উত্তর আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ায় দীর্ঘ সময় ধরে অধ্যয়ন করা হয়েছে। এটি ইউরোপে একটি নতুন গবেষণা কেন্দ্র। ফরাসিদের ক্ষেত্রে ফরাসি চীনা দ্বারা চালু করা তিনটি প্রধান কর্মকাণ্ডের কথা তুলে ধরা যেতে পারে। এর সবগুলো বাঁধাধরা প্রতিনিধিত্ব ও স্বীকৃতি অনুসন্ধান সম্পর্কিত। যথা, (১) সমষ্টিগত স্মৃতি সংগ্রহ ও সঞ্চালন করা ; (২) টার্গেট করা সহিংসতার বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়া; এবং (৩) এশিয়ানদের বাঁধাধরা প্রতিনিধিত্ব উন্মুক্ত করতে প্রতিনিধিত্বের আংশিক পরিবর্তরে সাংস্কৃতিক সক্রিয়তা।

স্থানীয় বংশোদ্ভূত ফরাসি চীনাদের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড বুঝতে ২০০০ খ্রিস্টাব্দে ফিরে যাওয়া প্রয়োজন। যখন অনলাইন সামাজিক নেটওয়ার্কিং ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে সমষ্টিগত অভিজ্ঞতায় রূপান্তরের জন্য একটি স্থান প্রদান করে। বিশেষ করে; সাধারণ ক্ষুদ্র অগ্রাসন এবং বর্ণবাদী অপমানের গোপন অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অনেক কিছু জানানো হয়েছে। ফরাসি চীনারা ফোরাম এবং আলোচনা গ্রুপ তৈরি করতে শুরু করে বিশেষ করে; ফেসবুকে ও পরে উইচ্যাট এবং টুইটারে–যেখানে তারা প্রধানত ফরাসি ভাষায় কখনো কখনো চীনা বা অন্যান্য এশিয়ার ভাষার সাথে মিশ্রিত ভাষায় তাদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে।

২০১৬ খ্রিস্টাব্দের পর যে 'সাংস্কৃতিক সক্রিয়তা' গড়ে উঠেছে তা মূলত অনলাইন সরঞ্জাম যেমন ছোট ভিডিও, ব্লগ, ইউটিউব চ্যানেল, ওয়েব সিরিজ এবং পডকাস্ট (Podcast) ব্যবহার করে গড়ে উঠেছিল–যা শৈল্পিক এবং মিডিয়া ক্ষেত্র থেকে ফরাসি বংশোদ্ভূত এশিয়ানদের মধ্যে সাক্ষাতের নতুন সুযোগ প্রদান করে। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে অনেকে একটি সম্মিলিত পরিচয় নির্মাণ এবং ফ্রান্সে এশিয়া বিরোধী বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সমর্থন করতে অবদান রেখেছেন। কেউ কেউ অন্যান্য সংখ্যালঘুদের দাবির সাথে তাদের কর্মকাণ্ডের সেতুবন্ধন করার চেষ্টা করে (যেমন, গ্রেস লি'র পডকাস্ট, Kiffe ta race, বিখ্যাত আফ্রো-নারীবাদী রোখায়া ডায়ালো রচিত অথবা 'ব্যাক লাইভস ম্যাটার' বিক্ষোভে এশিয়ান ফরাসিদের অংশগ্রহণ) আন্তঃজাতিগত উত্তেজনা নিষ্ক্রিয় করার চেষ্টা করছে। লিঙ্গ-বিষয়ক অন্যান্য জাতিগত বিষয় যেমন, এশিয়ার নারীদের যৌনদ্দীপ্তকরণ (erotization) এবং সেই সাথে এশিয়ান পুরুষদের যৌন নিস্তেজকরণ (desexualization) রচনা করা।

২০২০ খ্রিস্টাব্দে কোভিড-১৯ চীনকে একটি আন্তর্জাতিক গণ-কূটনৈতিক প্রচারণা মঞ্চস্থ করার এক অনন্য সুযোগ প্রদান করে। বিদেশি চীনাদের সমর্থনকে একত্রিত করে তারা যেটাকে 'আসল চীনের কাহিনি' বলে অভিহিত করে। পিআরসি (PRC) সাম্প্রতিক কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে এশিয়া বিরোধী বর্ণবাদের বিরুদ্ধে চীনা জাতিগত কর্মকাণ্ডের ঢেউকে কাজে লাগাতে চায় কিনা তা এখনো দেখার বিষয়। আরো কৌতূহলজনক হবে যে, প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রজন্মের জাতিগত চীনারা মাতৃভূমির বহুজাতিক প্রসার এবং একত্রীকরণ প্রচেষ্টার প্রতি কীভাবে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে তা তুলনা করা। ■

সরাসরি যোগাযোগ করতে:
ইয়া-হান চুয়াং <ya-han.chuang@ined.fr>
এমিলি ট্রান <emilietran@hkbu.edu.hk>
হ্যালেন লে জামা <helene.lebail@sciencespo.fr>

> ইউরোপে চীনা শিক্ষার্থীরা

স্টিগ থেগারসেন, আহারুস বিশ্ববিদ্যালয়, ডেনমার্ক

ইউরোপের একটি ক্যাম্পাসে চীনা শিক্ষার্থী।
ক্রেডিট: ক্রিয়েটিভ কমন্স

১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে দেং শিয়াও পিং ঘোষণা করেছিল যে, দেশের বৈজ্ঞানিক বিভক্তির অবসান ঘটিয়ে এবং আধুনিকীকরণকে গতিশীল করতে চীন প্রতি বছর ৩০০০ থেকে ৪০০০ শিক্ষার্থী বিদেশে পাঠাবে। সেই সময় তাঁর এই পরিকল্পনাকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী মনে হয়েছিল কিন্তু যে তীব্র ঢেউ তিনি শুরু করেছিলেন তা তিনি কদাচিৎ ভাবেই কল্পনা করতে পেরেছিলেন। চীন এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক অস্থায়ী শিক্ষার্থীর উৎস। ইউনেসকোর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রায় এক মিলিয়ন চীনা শিক্ষার্থী বিদেশে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি আছে। তাদের টিউশন ফি অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ের অন্যতম উৎস এবং তারা সাড়া পৃথিবীতে চীনাদের উপস্থিতির একটা উল্লেখযোগ্য অংশ।

এই ব্যাপক শিক্ষার্থী ইউরোপে অভিবাসনের ফলে ইউরোপের দেশগুলো তাদের নিজেদের অংশ গ্রহন করছে। যুক্তরাজ্য বিশ্বের অন্যদের তুলনায় সবচেয়ে বেশি ১০,৭০০০ এর অধিক গ্রহণ করে যা শুধু যুক্তরাষ্ট্র এবং অস্ট্রেলিয়া করে থাকে। এটা বিবেচনা করে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, ইংরেজি চীনা শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি আধিপত্যকারী বিদেশী ভাষা। অন্যান্য বড় ইউরোপের দেশসমূহের উপরের সারির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থী আকর্ষণ করে। যেমন, জার্মানি ৩০,০০০ এর অধিক শিক্ষার্থী, ফ্রান্স প্রায় ২৪,০০০ শিক্ষার্থী এবং ইতালি ১৫,০০০ এর বেশি শিক্ষার্থী গ্রহণ করে। এমনকি; ছোট ইউরোপের দেশসমূহ যেমন; সুইডেন, আয়রল্যান্ড, হাঙ্গেরি এবং সুইজ্যারল্যান্ড প্রত্যেকে বর্তমানে ২০০০ এর কাছাকাছি চাইনিজ শিক্ষার্থী গ্রহণ করছে। ইউরোপের দেশসমূহের সরকার কর্তৃক বৃত্তি, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় অল্প টিউশন ফি এবং শেনজেন ভিসায় বেশ কয়েকটি দেশে ভ্রমণের সুযোগ এই সবকিছুই যে সব দেশের মাতৃভাষা ইংরেজি না সেই সব দেশে শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করতে ভূমিকা পালন করছে। অনেকে আবার ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয় বিশেষত; ফ্রান্স এবং ইতালির আকর্ষণীয় জীবনধারাসহ রোমান্টিক স্থান হিসাবে দেখেন।

সাম্প্রতিক দশকগুলোতে শিক্ষার্থীদের পরিবর্তনশীল জীবনধারা :

১৯৭৮, খ্রিস্টাব্দে মাও-পরবর্তী যুগে; যখন প্রথম শিক্ষার্থীরা ইউরোপে এসেছিল; তখন থেকে অনেক কিছুই পরিবর্তন হয়েছে। প্রথমত; এটি শুরু হয়েছিল একটি কৌশলগত পরিকল্পনা হিসাবে যা চীনা সরকার সর্তকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতো কিন্তু বর্তমানে তা প্রাথমিকভাবে শিক্ষাথীদের ইচ্ছার উপর এবং তাদের পরিবারের উপর নির্ভর করে। সেখানে শতকরা নব্বই ভাগ চীনা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীই হচ্ছে স্ব-অর্থায়িত। এটি আন্তর্জাতিক শিক্ষার জন্য একটি বৃহৎ বাণিজ্যিক বাজার তৈরি করেছে যেখানে অনেক বিষয়ই শিক্ষার্থীদের তাদের লক্ষ্য নির্ধারণে প্রভাবিত করছে। যেমন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ও খ্যাতি, টিউশন ফি এর পরিমাণ ও জীবনযাপনের ব্যয়, আয়োজক দেশের অনুদান প্রাপ্তির সম্ভাব্যতা, সামাজিক নিরাপত্তার একটি কাল্পনিক মাত্রা এবং অয়োজক দেশের সাধারণ খ্যাতি এই সবকিছুই শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য নির্ধারণে ভূমিকা পালন করছে। এর সাথে চীনা বেসরকারি শিক্ষা বিষয়ক এজেন্টরা শিক্ষার্থীদের এবং তাদের পরিবারকে কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এবং প্রায় সময়ই জটিল ভর্তি বিষয়ক ও ভিসা আবেদন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে পরামর্শ দিয়ে একটা লাভজনক ব্যবসা তৈরি করেছে।

দ্বিতীয়ত; বিদেশে পড়াশোনা করা এখন আর চীনা শিক্ষার্থীদের শীর্ষ অগ্রাধিকার নয়। প্রায় ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর উন্নত বিশ্বে সহজ নাগরিকত্ব পাওয়াই ছিল তাদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য কিন্তু বর্তমানে অনেকে এটিকে চীনের নিজেস্ব শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করাকেই আকর্ষণীয় বলে মনে করেন। বিদেশি ডিগ্রির সামাজিক মর্যাদা ব্যাপকভাবে নেমে এসেছে; যদি না এটি শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সুপরিচিত ব্র্যান্ড এর নাম না হয় এবং বিদেশি 'ডিপ্লোমা মিল' ও নিম্নমানের প্রোগ্রামগুলো সম্পর্কে চীনা মিডিয়া রিপোর্ট গুলো বহুলাংশে প্রকাশিত না হয়। তবে চীনা উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাটি অনেক স্তরে বিন্যস্ত; যেখানে জাতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা দ্বারা ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা হয় যাকে অত্যন্ত ভীতিকর 'কলেজ প্রবেশিকা পরীক্ষা' বলা হয় চীনা ভাষায় যাকে 'গাওকাও' বলে। সুতরাং দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের চীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার পরিবর্তে (যা কেবল অল্প দিনের ক্যারিয়ারের সম্ভবনা তৈরি করে) অনেক মধ্যেবিত্ত শিক্ষার্থী এবং তাদের পরিবার এখনও বিদেশে শিক্ষার সুযোগ খুঁজছে।

>>

তৃতীয়ত; প্রথমদিকে শিক্ষার্থীরা বিদেশে পড়াশোনাকে আধিক স্থায়ী অভিবাসনের একটি স্বাভাবিক সূচনা হিসাবে দেখতো কিন্তু বর্তমানে এটি প্রায়শই ঘরোয়া ক্যারিয়ারের একটি পদক্ষেপ হিসাবে দেখা হয়। ১৯৮০-এর দশকে বিশেষত; ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের জুনে গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনের প্রভাবে কিছু বিদেশি ডিপ্লোমাধারী চীনা যুবক দেশে ফেরার বিষয়টি বিবেচনা করেছিল। একবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে কর্মসংস্থান সঙ্কুকোচন; চীনে বেতন এবং ক্যারিয়ারের সুযোগ বৃদ্ধি এবং চীনা সরকারের কিছু নীতির কারণে এটি নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে যা গ্রেজুয়েশনের পরে দেশে ফিরে আসতে উৎসাহিত করছে। জাতীয় উন্নয়নকে গতিশীল করতে চীনা সরকার এখন পযর্ন্ত যে সকল গ্রেজুয়েট দেশে ফিরে আসছে তাদের উপর নির্ভর করলেও কাদের বিদেশে পড়াশোনা করা উচিত সেই সম্পর্কে চীনা সরকার কোনো বিস্তারিত পরিকল্পনা করেনি।

সর্বশেষ, চীনা অভিবাসী শিক্ষার্থীরা এখনো আগের চেয়ে যথেষ্ট কম বয়সী। আন্ডার-গ্রাজুয়েটে স্নাতক এর চেয়েও বেশি এবং এমনকি অনেক পরিবার তাদের সন্তানদের মাধ্যমিক পর্যায়েই বিদেশে পাঠাচ্ছে যাতে করে তারা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার জন্য সাংস্কৃতিক ও একাডেমিকভাবে প্রস্তুত হয়।

চীনা অভিবাসী শিক্ষার্থীদের উপর প্রাথমিক গবেষণার বেশিরভাগ অংশই পশ্চিমা শিক্ষকদের কাছে যেসব সমস্যা মনে হয়েছিল তা নিয়ে দৃষ্টিপাত করেছিল যেখানে পশ্চিমা শিক্ষকেরা অভিযোগ করেছিল যে, চীনা শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে খুব চুপচাপ, জাতিগত গণ্ডির মধ্যে একসাথে লেগে থাকে এবং লাভজনক ও কার্যকরী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিক্ষাকে দেখে। নিঃসন্দেহে এই সমস্যাগুলো এখনোও অনুভূত হয়; তবে, বর্তমান গবেষণাটি শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতাকে আরোও বিস্তৃতভাবে দেখায়। চীনা সমাজের ক্রমবর্ধমান পৃথকীকরণ অবস্থার বিপরীতে, এটি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, শিক্ষার্থীরা বিদেশে তাদের পড়াশোনাকে 'পরিচয় পরিবর্তনের এবং রূপান্তরের একটি আবেগময় যাত্রা হিসাবে দেখছে'; ব্যক্তিগত পরিপক্কতার মাধ্যমে তাদের এই জীবন পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা শুধু পেশাদারভাবেই নয় বরং সমসাময়িক বিশ্বের স্বাভাবিক নাগরিক হিসাবে তাদের দিগন্তকে আরোও প্রশস্ত করবে এবং তাদের আরও দক্ষ করে তুলবে। তাদের পশ্চাত্য সমসাময়িকদের মতো তরুণ চাইনিজরা পড়াশোনাকে এই দীর্ঘ যাত্রার সাথে একত্রিত করে বিদেশি সংস্কৃতিতে আরোও স্থিতিশীলতা অর্জন এবং বিদেশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে টিকে থাকা ও উন্নতি করার জন্য তাদের নিজেস্ব দক্ষতা যাচাই করতে পারে। এর অর্থ হলো অনেক শিক্ষার্থী এখনোও 'কঠোর ' বিজ্ঞান এবং ব্যবসায়িক পড়াশোনার দিকে মনোনিবেশ করে। আমরা এখনো আরো বেশি শিক্ষার্থী 'নরম' সামাজিক বিজ্ঞান এবং মানবিক ে প্রোগ্রাম গুলোতে প্রবেশ করতে দেখছি। কারণ, তারা ভালো করেই জানে যে, তারা চীনা এবং ইউরোপীয় চাকরির বাজারে সুরক্ষিত অবস্থানের নেতৃত্ব দেয় না।

অনেক অভিবাসী শিক্ষার্থী ইউরোপে চীনাদের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করেছে; তবে, শিক্ষার্থীরা কীভাবে ইউরোপে চীনা কমিউনিটির সাথে পারস্পরিক যোগাযোগ করে সে সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে আমরা খুব কমই জানি। একটি ফরাসি সমীক্ষা দেখা যায় যে, শিক্ষার্থীরা যখন নিজেদের মধ্যে শক্তিশালী সহ-জাতিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল; তখন প্রতিষ্ঠিত চীনা সম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগ খুব সীমিত ছিল। তবে, যুক্তরাজ্যের শহরের একটি গবেষণায় দেখা যায় যে, ইউরোপে চীনা কমিউনিটির আরোও উন্নতি করতে চীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সম্ভব্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং তাদের মধ্যে অধিক পারস্পরিক যোগাযোগও দেখানো হয়।

ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে ভর্তি হওয়া চীনা শিক্ষার্থীর সংখ্যা কয়েক দশক ধরে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে; তবে, সাম্প্রতি দু'টি প্রবণতা ভবিষ্যতকে কম অনুমানযোগ্য করে তুলেছে। ২০২০ খ্রিস্টাব্দের মহামারীর কারণে অধিকাংশ শিক্ষা বিনিময় সাময়িকভাবে বন্ধ আছে এবং সম্ভবত ২০২১ খ্রিস্টাব্দে এটিই থাকবে, যেহেতু চীনারা দীর্ঘ সময় ধরে ইউরোপকে ভাইরাসের হটস্পট হিসাবে দেখবে।

এরসাথে পশ্চিমা এবং চীনের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্কের ফলে ইউরোপে চীন সম্পর্কে আরোও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দেখা দিয়েছে এবং যা চীনা শিক্ষার্থীদের সম্ভব্য নিরাপত্তা ঝুকি হিসাবে ধারণা করা হচ্ছে। এইভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির কারণে ভবিষ্যতে ইউরোপ এবং চীনের মধ্যে শিক্ষাগত অভিবাসনের উপর খারাপ প্রভাব পরতে পারে। ■

সরাসরি যোগাযোগ করতে:
স্টিগ থেগারসেন <stig.thogersen@cas.au.dk>

> বুদাপেস্টে ‘গোল্ডেনভিসা’ ধারী চীনা অভিবাসী

ফ্যানি বেক, সেন্ট্রাল ইউরোপিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়, হাঙ্গেরি, **এস্জেটার কেনিহর**, এস্টভিস লোর্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়, হাঙ্গেরি, এবং **লিন্ডা জাবো**, পেরিফেরিয়া নীতি ও গবেষণা কেন্দ্র, হাঙ্গেরি

বিশ্বব্যাপি পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে চীনের অবস্থান পরিবর্তন এবং তার সামাজিক কাঠামোর পুনর্গঠনের সাথে সাথে বর্ধমান সংখ্যক শহুরে মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত পরিবার বিশ্বের নির্বাচিত কয়েকটি দেশে চলে যাচ্ছে। জরিপগুলো ইঙ্গিত দেয় যে, এই ‘ধনীদের প্রস্থান বা দেশ ত্যাগ’ অধিকতর মাত্রায় আহরণের জন্য; আকাঙ্ক্ষার চেয়ে বস্তুবাদ-উত্তর উদ্বেগ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। তারা আবাস এবং নাগরিকত্ব বিক্রি করে বিদেশি মূলধন আকর্ষণ করতে দেশগুলো দ্বারা চালু করা ‘গোল্ডেনভিসা’ কার্যক্রমগুলোর জন্য একটি উদীয়মান বাজার গঠন করে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে চীনের এই ‘গোল্ডেনভিসা অভিবাসী’ অনেকে পূর্ব এবং মধ্য ইউরোপীয় দেশগুলোকে সমর্থন দিতে শুরু করেছে – যেখানে কম খরচে অভিবাসন প্রকল্পগুলোর সাথে সরকারগুলো তাদের স্বাগত জানানোর জন্য আগ্রহী ছিল।

> হাঙ্গেরির ‘গোল্ডেনভিসা’ কার্যক্রম

হাঙ্গেরির ‘গোল্ডেনভিসা’ কার্যক্রমটির অন্যতম স্বাগত প্রস্তাব ছিল যে, এই নতুন উদীয়মান বাজারকে পূরণ করার জন্য। হাঙ্গেরি ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন ব্যয়বহুল পরিকল্পনা সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছিল যখন ২০১৩ থেকে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই কার্যক্রমটি চলমান ছিল এবং এর সব অংশগুলোই এর পদ্ধতির সরলতা এবং গতিশীলতার দিক থেকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল । এটির প্রয়োজনীয়তার অভাবে পাঁচ বছরের মেয়াদী রাষ্ট্রীয় বন্ড কেনার বাইরে প্রায় ২৫০,০০০ ইউরো (পরবর্তী সময়ে ৩০০,০০০ ইউরো) এবং ১৯৯,০০০ এর বেশি আবেদনকারী যার মধ্যে ৮১% চীন থেকে আবাসনের কমিশন ফি গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে। ‘নিষ্পত্তি না করে অভিবাসন’ এর জন্য বিশেষভাবে নকশা করা সত্ত্বেও কার্যক্রমটি বাস্তবে অভিবাসনের চেয়ে ইইউর অভ্যন্তরে গতিশীলতা বৃদ্ধিতে আগ্রহী ব্যবসায়ীদের প্রলুব্ধ করার পরিবর্তে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এমন পরিবার গুলোকে আকৃষ্ট করেছিল – যা কার্যকরভাবে বিদেশে যাওয়ার এই সুযোগটি অর্জন করেছিল। তারা বিনিয়োগকে একটি সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহার করেছিল বিশেষত; অ-অর্থনৈতিক লক্ষ্যে অনুসরণ করার জন্য এবং পূর্ণ বিকশিত শিশুদের লালনপালনের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ।

হাঙ্গেরিতে অবস্থানরত চীনা ‘গোল্ডেন ভিসা’ অভিবাসীরা হ'লো মেট্রোপলিটন চীনের (মূলত বেইজিং, সাংহাই বা গুয়াংজু থেকে আসা) মধ্যবিত্ত পরিবার যারা চীন থেকে আসা আয় বা রেমিট্যান্সের উপর নির্ভর করে চলেছে। ক্ষুদ্র-ব্যবসায়ীদের মতো না এসে, অর্থনৈতিক সঞ্চারের উদ্দেশ্যে যারা ১৯৯০ এর দশকের গোড়ার দিকে বেশিরভাগ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় চীন থেকে হাঙ্গেরিতে এসেছিলেন, এই পরিবারগুলো দরকষাকষিতে স্বল্প মূল্যে পরিবেশগতভাবে সবুজ, সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ, এবং বর্ণগতভাবে সাদা শহুরে পরিবেশকে নির্ভরযোগ্য ‘ইউরোপ’ হিসাবে কল্পনা করা একটি স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে হাঙ্গেরিতে পাড়ি জমান।

এই পরিবারগুলোর চীন ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত এবং তাদের হাঙ্গেরিকে বেঁছে নেয়াটি চীনের "এক সন্তান নীতির" অধীনে সংস্কার-যুগের ঐতিহাসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক শৈশব নির্মাণে বিশ্বস্ত ছিল। ১৯৭০ এর দশকের শেষের দিকে সরকার যখন পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম চালু করেছিল, তখন একটি যুক্তি ছিল যে জনসংখ্যার

চীনা শিক্ষার্থীদের জন্য হাঙ্গেরীয় "গোল্ডেন ভিসা" প্রোগ্রামের প্রচার।
ক্রেডিট: ক্রিয়েটিভ কমন্স

পরিমাণ হ্রাসের ‘গুণগতমানকে’ উন্নত করবে।

গুণগতমান এইভাবে মধ্যবিত্ত পিতামাতার জন্য স্থির হয়ে উঠে যাদের উপর তাদের একমাত্র সন্তানের গুণমানটি সর্বোচ্চ সম্ভাব্য পরিমাণে উন্নতি সাধন করার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছিল। সরকারী বক্তৃতা অনুসারে, কোনো ব্যক্তির শারীরিক, নৈতিক ও শিক্ষাগতমান কেবল ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা নয়, পরিবেশগত প্রভাবেরও একটি পরিণতি স্বরূপ; তবে, মধ্যবিত্ত পিতামাতার এই জাতীয় পরিবেশের প্রত্যাশা মেট্রোপলিটন চীন পূরণ করতে পারে কিনা সে বিষয়টিকে ছাড়িয়ে যায়।

> কমিশনের মাধ্যমে ইউরোপীয় আবাসন

এই আলোকে, হাঙ্গেরি মধ্যবিত্ত চীনা অভিবাসীদের কাছে একটি আদর্শ গন্তব্য হিসাবে বিবেচিত; যেখানে শারীরিক, সামাজিক এবং শিক্ষাগত পরিবেশটি সন্তুষ্টজনক এবং জীবনযাত্রার ব্যয় সাশ্রয়ী। বেশিরভাগ চীনা ‘গোল্ডেনভিসা’ অভিবাসীদের লক্ষ্য হলো একটি সু-অবস্থিত, উপযুক্ত রিয়েল এস্টেটের সন্ধান করা – যা একটি ভাল বিনিয়োগ হওয়া ছাড়াও পরিবারের জন্য একটি আবাসস্থলে পরিণত হতে পারে। আদর্শ গৃহের ঘটনাটি ‘চূড়ান্ততা এবং স্থিতিস্থাপকতা’ অর্থে সংযুক্ত থাকে এবং গৃহ মালিকানার ধারণার সাথে আবদ্ধ হয়। রাজধানী শহর, বুদাপেস্টে– বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চীনা মেগাসিটির তুলনায় বা সমসাময়িক পুঁজিবাদের বৈশ্বিক বা গেটওয়ে শহরগুলোর তুলনায় উত্তরাধিকার সূত্রে গৃহের মালিক হওয়ার সম্ভাবনা হাঙ্গেরিতে বসবাসরত চীনা অভিবাসীদের স্বল্প মূলধন ব্যয়ের মাধ্যমে উন্নত মানের জীবন প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেয়।

হাউজিং মার্কেটের সাধারণ উত্থান সত্ত্বেও, চীনা বিদেশি পৃথক বিনিয়োগকারীদের বৃহত্তম গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত হাঙ্গেরিয়ান ‘গোল্ডেনভিসা’ কার্যক্রম চালু হওয়ার পর থেকে গত বছর পর্যন্ত বিদেশিদের দ্বারা বুদাপেস্টের আবাসন সম্পত্তি অধিগ্রহণে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

>>

‘হাঙ্গেরির ‘গোল্ডেন ভিসা’ কার্যক্রম চালু হওয়ার পর থেকে গত বছর পর্যন্ত বিদেশিদের দ্বারা বুদাপেস্টের আবাসন সম্পত্তি অধিগ্রহণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল ...’

চীনা বাসিন্দাদের মধ্যে যারা বুদাপেস্টের রিয়েল এস্টেটের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল তারা শুধু ‘গোল্ডেনভিসা’ অভিবাসী ছিলনা। বেশ কয়েকটি ছোট-বড় ব্যবসায়ী আবাসন বিনিয়োগের দিকেও ঝুঁকেছিলেন। আমাদের গবেষণা থেকে জানা যায় যে, শহর কেন্দ্রটি উভয় দলের কাছেই জনপ্রিয় ছিল। যেমন, ছোট-বড় ব্যবসায়ীরা চাইনিজ পাইকারি ও খুচরা বাজারের নিকটবর্তী স্থানে বা কীট-পাশের উপশহরসমূহের আরোও সাশ্রয়ী মূল্যের জায়গাগুলোতে ব্যপকহারে কেনার প্রবণতা পোষণ করছিল । ‘গোল্ডেনভিসা’ অভিবাসীরা ব্যয়বহুল বুদা পাশের পার্বত্য ও সবুজ অঞ্চলে এবং বুদাপেস্ট মহানগরীর বিচ্ছিন্ন বাড়িগুলোতে নতুন আবাসন উন্নয়নে আরোও আগ্রহ দেখায়।

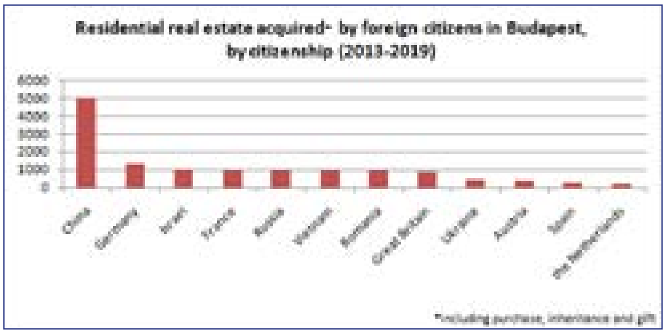

যদি ‘গোল্ডেনভিসা’ অভিবাসীদের একটি সংখ্যা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ও স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে সম্পত্তি কেনার ব্যবস্থা করে এবং যখন আবাসন পছন্দের বিষয়টি আসে; তখন তারা মূলত আশেপাশের অ্যাপার্টমেন্টগুলোতে সন্ধান করতো যেখানে স্কুল এবং আবাসের গুণগতমান উচ্চতর ছিল। গুণগতমানের বিমূর্ত ধারণাগুলো মহাকাশে চিত্রাঙ্কিত করা হয়েছে এবং প্রতিবেশী ও বিদ্যালয়ের বর্ণগত (রোমা বা অভিবাসী শিশুদের উপস্থিতি সম্পর্কে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং শ্রেণি গঠনতন্ত্রের একটি আদর্শ ছেদ হিসাবে নির্ধারিত করা হয়েছে– যা নির্বাচিত মহাজাগতিকতার আকারে রূপ নিয়েছে। পাশ্চাত্য জীবনধারার প্রতি আকৃষ্ট কিন্তু মুসলমান এবং কৃষ্ণাঙ্গদের উপস্থিতিতে ভীত হয়ে অনেক নতুন আগত চীনা ব্যক্তি নিজেরা অভিবাসী হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান হাঙ্গেরিয়ান সরকারের চূড়ান্ত অভিবাসী বিরোধী দক্ষিণ পন্থী জনগোষ্ঠীর প্রতি ঝুঁকছেন। অনেক নতুন আগতরা হাঙ্গেরি সম্পর্কে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর তুলনায় তাদের প্রতি অনেক বেশি স্বাগত জানানোর ধারণার উপর জোর দিয়েছিলেন এবং কাছাকাছি থেকে বৈষম্য নেই এমন অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। বিস্ময়করভাবে, একই কথোপকথ নকারীরা সরকারের নির্বাচনী অভিবাসন নীতির প্রশংসা করেছেন– যার ফলে তুলনামূলকভাবে কয়েকজন শরণার্থী এবং মুসলমান অথবা আফ্রিকান অভিবাসীরা তাদের সুরক্ষাবোধে অবদান রাখে।

হাঙ্গেরিয়ান আবাস এবং নাগরিকত্বের মর্যাদার বিধানটি পশ্চিম ইউরোপের বাইরের অর্থনৈতিক সংস্থান প্রবেশের জন্য নীতিগত সরঞ্জাম হিসাবে ‘গোল্ডেনভিসা’ কর্মসূচি বা আন্তঃরাষ্ট্রীয় কূটনীতির অংশ হিসাবে বিশেষ চ্যানেলের মাধ্যমে কৌশলগতভাবে ব্যবহৃত হয়। উভয়ই ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক অভিজাতদের অর্থনৈতিক স্বার্থকে কার্যকর করে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের পর্যায়ে কিছু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লাভ অর্জনে সহায়তা করে। ট্রান্স এ্যাটল্যান্টিক পাওয়ার ব্লকের বাইরে ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক শক্তির নাগরিক হিসাবে, চীনা ‘গোল্ডেনভিসা’ অভিবাসীরা এই প্রক্রিয়ার সুবিধাভোগী হতে পারে। হাস্যকরভাবে, তারা বুদাপেস্টের বাড়িতে থাকার অনুভূতি অর্জন করতে পারে এবং এই বিতর্কিত রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ইউরোপের অন্তর্ভূক্ত থাকার অনুভূতি অর্জন করতে পারে।

সরাসরি যোগাযোগ করতে:
ফ্যানি বেক <beck_fanni@phd.ceu.edu>
এস্পটার কেইনিহর <nyihar.eszter0302@gmail.com>
লিন্ডা জাজা <szabo.linda@periferiakozpont.hu>

> ইতালিতে চীনারা :

ব্যবসা এবং পরিচয়

টিং দেং, জনসংখ্যা অধ্যয়ন এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ব্রাউন ইউনিভার্সিটি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

মিলানের চিনাটাউনে একটি মেলবক্সে বিছানা ভাড়া নেওয়ার জন্য চাইনিজ ছোট বিজ্ঞাপনগুলি। ক্রেডিট: টিং দেং।

ইউয়ানের জন্ম ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে বোলোগনা শহরে। তিনি তৃতীয় প্রজন্মের চীনা যার পরিবার ১৯৩০ সালে ইতালিতে প্রথম এসেছিল। ইতালির মাটিতে পা রাখা তাঁর প্রথম আত্মীয় ছিল দাদার ভাই- যে একই গ্রামের অন্য কয়েকজন অবিবাহিত পুরুষের সাথে ইতালি গিয়েছিল বৈদেশিক ব্যবসায় তাদের ভাগ্য পরীক্ষার জন্য। সে সময় অন্য অনেক চীনা লোকের মতো তিনিও গ্রামাঞ্চলের এক ইতালিয়ান মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন; যদিও নানা জাতির মধ্যে বিবাহকে তৎকালীন ফ্যাসীবাদী শাসন নিরুৎসাহিত করেছিল। ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় অধিকাংশ চীনাদের মতো ইউয়ানের বড় চাচাও চীনে আর ফেরত যাননি বরং তাঁর ইতালিয়ান স্ত্রীর সাথে মিলে তাঁদের এবং চামড়ার থলে উৎপাদরকারী নিজস্ব কারিগরী কারখানা পরিচালনা জন্য ইতালিতেই অবস্থান করেছিলেন। তাঁদের বেশ কয়েকজন সন্তান ছিল কিন্তু ইউয়ানের মতে, তাদের কেউই চীনা আত্মীয়দের সাথে –যারা পরবর্তীতে ইতালিতে পাড়ি জমিয়ে আর কোনো যোগাযোগ রাখেনি। চীনের দক্ষিণ পূর্ব উপকূলের ওয়েনজু অঞ্চলে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের জন্মগত গ্রামে রেখে, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ইউয়ানের দাদা ইতালিতে গিয়েছিলেন এবং তিনি তার ভাইয়ের জন্য পারিবারিক চামড়ার ব্যবসায় কাজ করেছিলেন। ইউয়ানের বাবা এবং তাঁর ভাই বোনেরা ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে তাদের বাবার সাথে ইতালিতে একত্রিত হয়েছিল। ইউয়ানের বাবা একটি চাইনিজ রেঁস্তোরা খুলেছিলেন ও তার মা এবং বোনও এতে যোগ দিয়েছিলেন। রেঁস্তোরাটি এমন একটি পাড়ায় অবস্থিত যেখানে (বোলোগনা শহরে) চীনা জনগোষ্ঠীর ঘনবসতি রয়েছে। ইউয়ানের পিতার ভাইবোনেরা সকলেই তাদের নিজস্ব উৎপাদন কর্মশালা বা রেঁস্তোরায় ব্যাবসা শুরু করেছিল। অভিবাসনের ঐতিহ্যবাহী 'সুতার টান দেশান্তর' (chain migration) রীতি অনুসরণ করে ইউয়ানের পরিবার তাদের আত্মীয়স্বজনদেরকে এক এক করে ইতালিতে নিয়ে এসেছিল তাদের ব্যবসার কাজ করানোর জন্য; যতোদিন না তারা নিজেদের ব্যবসায়িক উদ্যোগ শুরু করেছিল।

সম্ভবত; কোনো অয়েনজু অভিবাসী এটা প্রত্যাশা করেনি যে, তাদের থেকে শুরু হওয়া এই 'সুতার টান দেশান্তর' ইতালি ও ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোতে হাজার হাজার অদক্ষ চীনা শ্রমিক নিয়ে আসবে। এই চীনা অভিবাসীরা ইউরোপে দ্রুত ধনী হতে চেয়েছিল; যেহেতু চীন নিজেকে পুঁজিবাদী বিশ্বে উন্মুক্ত করেছে। ১৯৮০ দশকের মাঝ থেকে ২০০৮ খ্রিস্টাব্দের বৈশ্বিক মন্দা পর্যন্ত চীনা অভিবাসীরা ইতালিয়ান শ্রম বাজারের সাথে মিশে যায়–যা বৈশ্বিক পোশাক শিল্পে ইতালীয় ব্রান্ডের জন্য সস্তা এবং সহজলভ্য শ্রমকে প্রয়োজনীয় করে তুলেছিল।

উৎপাদনশীল কারখানাগুলো চীনা রেষ্টুরেন্ট মিলে প্রধান দু'টি ব্যবসায়িক ক্ষেত্র তৈরি করেছিল–যা এই প্রজন্মের চীন ব্যবসায়ী এবং তাদের পরিবারকে সম্পদ অর্জনে সক্ষম করেছিল। ১৯৯০ এর দশকে যখন চীন বিশ্বব্যাপি উৎপাদক ও রপ্তানিকারক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলো; তখন ইতালিতে নতুন চীন আগতদের জন্য আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য এবং তৎ-সম্পর্কিত পাইকারি ব্যবসাগুলো অর্থনৈতিক সাফল্যের একটি নতুন

>>

পথ হয়ে উঠেছিল। নতুন সহস্রাব্দ যখন চীনের বিপুল দেশান্তর পর্যায়ক্রমে শেষের পথে; চীনের জাতিগত অর্থনীতি আরো ছোট ছোট খুচরা ও পরিসেবা শিল্পে প্রসারিত হয়েছে এবং আরো অনেক চীনা বিভিন্ন স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে 'ছোট প্রতিবেশী ব্যবসার' (small neighborhood businesses) দিকে ঝুঁকেছে–যার মধ্যে কফি বার, সস্তা ভোক্তা সামগ্রীর দোকান ও নাপিতের দোকান অন্তর্ভুক্ত। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইতালিতে ক্রমবর্ধমান চীনা অভিবাসীরাও বহুজাতীয় ব্যবসায়ের সাথে জড়িত হয়েছে। কেউ কেউ আবার চীনে বিনিয়োগ করছেন এবং অন্যরা দু'দেশের চীনা গ্রাহকদের জন্য ক্রমবর্ধমান ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য চীনের একটি সামাজিক ে যোগাযোগ মাধ্যম 'উইচ্যাট' ব্যবহার করছেন।

ইতালিতে চীনা জনগোষ্ঠীর আন্তঃশ্রেণিগত বৈচিত্র্য ও প্রজন্মগত পার্থক্য ক্রমবর্ধমানভাবে এবং দৃশ্যমানভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউয়ানদের প্রজন্মের চীনা–যারা ইতালিতে জন্মগ্রহণ করেছে বা কমপক্ষে ইতালিতে বেড়ে উঠেছে তারা তাদের প্রবীণ প্রজন্মের মতো সস্তা শ্রম বিক্রির উপর নির্ভর করে। ইতালীয় বংশোদ্ভূত চীনদের একটি ক্রমবর্ধমান সংখ্যক কলেজ শিক্ষা পেয়েছে এবং মূলধারার শ্রমবাজারেও যুক্ত হওয়ার লক্ষ্য স্থির করেছে। তবে, চীনা পরিচয় এবং জাতিগত সম্পদগুলো যেগুলো এখনো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুলধন–যার উপর তরুন প্রজন্মের চীনারা নির্ভর করে। কেউ আইনজীবী হিসেবে, কেউ ডাক্তার হিসেবে এবং অন্যান্য পেশায় চীনা সম্প্রদায়কে সেবা দিচ্ছে–যেখানে অন্যদেরকে নতুন চীনা রাষ্ট্র ও বেসরকারী উদ্যোগগুলোতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং যেগুলো চীনে পরিচালিত হচ্ছে। এখনো অন্যরা ইতালিয়ান বা অন্য বহুজাতীয় সংস্থাগুলোর হয়ে কাজ করতে চীনে চলে যাচ্ছে। হাস্যকরভাবে ইউয়ান এবং তার প্রজন্মের অনেক চীনা– যারা এমন পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন; যেখানে চীনা ভাষাকে শেখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হতো না বরং প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে ম্যান্ডারিন চাইনিজ শিখেছেন। ইউয়ান প্রজন্মের তরুণ পিতা-মাতারা চাইনিজ ভাষাকে তাদের বাচ্চাদের জন্যে শিক্ষামুলক প্রয়োজনীয়তা বলে মনে করেন।

ইতালিতে বসবাসরত চীনা– যাদের চীনে বসবাস করার সীমিত অভিজ্ঞতা থাকতে পারে তাদের কাছেও চীন এখন আর কেবল একটি দুর্গম কাল্পনিক জায়গা নয় বরং ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে চীন ইতালিতে চীনা জাতিগত অর্থনীতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে। 'চীনা' হওয়া জাতিগত মুলধনের একটি ধরন যাতে তারা আশা করে যে, বর্তমান ও ভবিষ্যত অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে তারা টিকে থাকতে পারে। তবে, চীন- ইতালিতে নৃতাত্তিক চীনাদের জন্য কেবল সম্পদের পরিমাণ নয়। যারা ইতালিকে একটি দেশ হিসেবে মুল্যায়ন করে–তাদের পক্ষে এটি ক্রমবর্ধমান মানবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। চীনের অর্থনৈতিক সাফল্যের সাথে তুলনা করে তারা ইতালির অর্থনৈতিক নিশ্চল অবস্থার কারণে ক্ষুব্ধ হয়েছে এবং ইউরোপের ক্রমবর্ধমান বহুসংস্কৃত বাস্তবতার সাথে বিস্তৃতভাবে বিভ্রান্ত হয়েছে। অনেকে দৈনন্দিন বৈষম্যকে যা তারা সম্মুখীন হয় তা 'বর্ণবাদ' হিসেবে সমালোচনা করে থাকে। অন্যান্য অভিবাসীরা এবং তাদের সাথে সাক্ষাৎ হওয়া ইতালিয়ানদের মূল্যায়ন করা মুল ধারার ছকের অন্তর্ভুক্ত– যেহেতু তারা দোকান ও 'বার' পরিচালনা করে। তারা প্রায়শই ইতালীয়দেরকে চীনাদের চেয়ে অলস, এলোমেলো ও পরিশ্রমী হিসেবে বিবেচনা করে থাকে।। ইতালিয়ানদের প্রশংসা করার সময়, ধরা যাক অবসর সময় এবং জীবনের সাধারণ উপভোগ আলিঙ্গনকে ইতালিতে বসবাসরত অনেক চীনা বিশ্বাস করে যে, এই গুণটি ইতালিকে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের দিকে পরিচালিত করেছে।

হংকং এর প্রত্যাবর্তন আইনকে ঘিরে প্রতিবাদ জিনজিয়াং এবং কোভিড ১৯ মহামারীসহ চীন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিতর্কিত ইস্যুতে পশ্চিমা বিভিন্ন গণমাধ্যমে চীনের বিরুদ্ধে যে, সমালোচনা ইতালিতে বসবাসরত চীনারা তাতে দৃঢ়ভাবে বেইজিং সরকারের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে; অর্থনৈতিক (ও ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক) শক্তি হিসাবে বিশ্বব্যাপি চীনের উত্থান শুধু ব্যবসায়িক সীমারেখায় ইতালিতে চীনা জাতিগত সম্প্রদায়কে প্রতিষ্ঠিত করবে না। পাশাপাশি একটি উদীয়মান অভিবাসী জাতীয়তাবাদের জন্মও দিয়েছে–যা ইতালিতে চীনাদের জাতিগত চেতনা পুনর্নির্মাণ করেছে। এই অর্থে, চীন ও ইতালি–যেখান থেকে ইউয়ানের দাদা-দাদী চলে গিয়েছিল এবং যাকে ইউয়ান নিজের দেশ হিসাবে বেছে নিয়েছিল [দুই দেশেই] প্রায় অবোধ্য বলে মনে হয়। ■

সরাসরি যোগাযোগ করতে:
টিং দেং <ting_deng@brown.edu>

> সার্বিয়ায় চীনাদের অবস্থার রদবদল

জেলেনা গ্রেডিচ, বেলগ্রেড বিশ্ববিদ্যালয়, সার্বিয়া

সার্বিয়ার রাজধানীতে একটি রেস্তোরাঁ চীনা পর্যটকদের আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। ক্রেডিট: জেলিনা গেডিও

গত এক দশক ধরে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন ও প্রজাতন্ত্রী সার্বিয়ার মধ্যে সম্পর্ক আরোও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে–যা অভিবাসী সম্প্রদায় এবং অভিবাসনের ধারায় পরিবর্তন আনছে। সার্বিয়ায় চীনারা একইসাথে অবাঞ্ছিত বহিরাগত ও অর্থনৈতিক সংকটে প্রয়োজনীয় হিসেবে বিবেচিত হতো; তবে, এ অবস্থার পরিবর্তন হয়ে বর্তমানে তাদের একটি জটিল দল হিসেবে দেখা হয়–যারা আকর্ষণীয় সুযোগ ও সাম্ভাব্য হুমকি উভয় হিসেবেই বিবেচিত।

> অভিবাসনের প্রথম তরঙ্গ :

চীনা অভিবাসীদের প্রথম বৃহত্তর দল ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে সার্বিয়ায় বসতি স্থাপন করে কিন্তু হাঙ্গেরির ভিসার আবশ্যিক শর্তাবলী যখন তাদের প্রতিকূলে পরিবর্তিত হয়; তখন তারা দক্ষিণ দিকে সরে যায়। তারা বেশিরভাগই চীনের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশ থেকে উদ্ভূত ব্যবসায়ী– যারা বহুজাতিক ব্যবসা পরিচালনা করতো এবং অপেক্ষাকৃত বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়ে বাস করতো। তারা এই অঞ্চল জুড়ে পণ্য বিতরণ অব্যাহত রেখেছে–যা এখন শুধু বুদাপেস্টের পরিবর্তে বেলগ্রেড থেকে করা হয়। এই উদ্যোক্তারা রূপান্তরিত অর্থনীতির সুযোগ সন্ধানে তাড়িত হয়েছে বলে মনে করা হয়–যেখানে তারা ভোগ্যপণ্যের দুষ্প্রাপ্যতার সুযোগ নিয়ে মুনাফা লাভ করেছিল। তাদের উপস্থিতি পূর্ব ইউরোপে চীনা অভিবাসনের ঐতিহাসিক প্রবণতার ধারাবাহিকতা এবং পাশাপাশি চীনের পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক অবস্থানের ফলাফল হিসেবে দেখা যেতে পারে। এটি ইউরোপে সার্বিয়ার অবস্থান বিবেচনার মাধ্যমেও বোঝা যেতে পারে। যদিও ইউরোপীয় ইউনিয়নের চেয়ে অপেক্ষাকৃত নমনীয় নিয়মের কারণে এটি চীনা ব্যবসায়ীদের জন্য একটি কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য ছিল কিন্তু অনেক অভিবাসী স্থায়ীভাবে এখানে থাকতে চায়নি। অধিকাংশ শিশুদের এখনোও চীনের স্কুলে পাঠানো হয়। তাই এখানে স্থানীয়ভাবে জন্ম নেওয়া চীনা জনসংখ্যা খুব একটা বেশি নেই। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যপদ প্রাপ্তিতে সার্বিয়ার অগ্রগতি কমে যাওয়ার সাথে সাথে অনেক চীনা মালিকানাধীন ব্যবসা বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, ইতালি, ক্রোয়েশিয়া, ইইউ-এর অন্যান্য দেশ এমনকি; দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকায় চলে যায়।

সার্বিয়ান জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রথম চীনা সম্প্রদায়ের অবস্থান বেশ কিছু গবেষণার বিষয়বস্তু হয়েছে। এই চীনা অভিবাসীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেতিবাচকভাবে দেখা হতো; কেননা তারা নিম্নমানের পণ্য বিক্রির সাথে যুক্ত ছিল। কিন্তু ১৯৯০-এর দশকে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার সময়ে যখন সরবরাহের ঘাটতি ছিল; তখন বিবিধ ধরনের পণ্য সরবরাহকারী হিসেবে সার্বিয়ানরা চীনাদের প্রশংসাই করতো। যাই হোক, একটি উত্তাল ঐতিহাসিক সময়–যা প্রত্যেকে কাটিয়ে উঠতে আগ্রহী ছিল, ঠিক তখনোই এ ধরনের যোগসূত্র তাদের প্রতিকূল অবস্থানের উন্নয়নে অবদান রেখেছিল।

> নতুন অভিবাসন এবং গতিশীলতা :

২০০৯ খ্রিস্টাব্দে চীন ও সার্বিয়া একটি কৌশলগত অংশীদারিত্ব গঠনের পর দুই দেশের পরস্পর সহযোগিতা দ্রুত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে। বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের অধীনে সার্বিয়ায় চীনা নির্মাণ প্রকল্প এবং বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে; সংস্কৃতি ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে ও অতি সম্প্রতি চীনা

>>

চিকিৎসকদের একটি দল 'চীনা মডেল' এর অনুরূপে সার্বিয়ায় কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবিলায় নেতৃত্ব দিয়েছে। তবে, এইসব পরিবর্তনগুলো ইতোমধ্যে সার্বিয়ায় বসবাসরত চীনা অভিবাসীদের অবস্থাকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেনি; কারণ, সার্বিয়ানরা এই উদ্যোক্তাদের প্রকৃত অর্থে চীনা [সার্বীয় ভাষায় নিবন্ধ]-এর সমার্থক হিসাবে দেখছেই না। অধিকন্তু, নতুন অভিবাসন এবং গতিশীলতার ধারায় সার্বিয়ায় চীনাদের এক ধরনের নতুন তরঙ্গের অবতারণা হয়েছে বরং এরাই সার্বিয়ানদের কাছে চীনের প্রতিবিম্ব হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে।

চীনা বিনিয়োগ প্রকল্পগুলো একটি নতুন অভিবাসন তরঙ্গ অবতারণা করেছে–যাতে স্থায়ী মেয়াদে অভিবাসীরা সার্বিয়ায় চলে আসে –যাদের মধ্যে রয়েছে ম্যানুয়াল শ্রমিক এবং মধ্য ও উচ্চ-ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মী। যাই হোক, যখন প্রকল্পগুলো অতিমাত্রায় প্রচারিত হচ্ছে; তখনোও এই নতুন চীনা সম্প্রদায়সমূহ লোকচক্ষুর আড়ালে বাস করছে এবং বেশিরভাগক্ষেত্রেই দূরবর্তী নির্মাণ ও উন্নয়ন সাইটের কাছাকাছি যেগুলো তাদের কর্মক্ষেত্র। এই প্রথমবারের মতো চীনা নির্মাণ শ্রমিকরা এ জাতীয় সংখ্যায় এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় চুক্তির আওতায় কোনোও ইউরোপীয় দেশে পাড়ি জমান–যার ফলে চায়না শ্রম যা ইউরোপে ক্যাটারিং ওয়ার্ক বা গার্মেন্টস ওয়ার্কশপের আকারে প্রায়শই অবৈধ এবং অদৃশ্যভাবে বিদ্যমান ছিলো; সেগুলোতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে।

২০১৭ খ্রিস্টাব্দে একটি দ্বিপাক্ষিক ভিসা মুক্ত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর অভিবাসন নয় বরং গতিশীলতার কারণেই সার্বিয়ায় চীনের দ্বিতীয় নতুন তরঙ্গ আসে। এর ফলে চীনা পর্যটক যারা প্রতিবেদন অনুযায়ী উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত–তাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যায় ও তারা এমন সংখ্যায় আসে যে পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে টহল দেওয়ার জন্য সার্বিয়ান এবং চীনা কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে যৌথ পুলিশ ইউনিট গঠন করতে হয়। সাইপ্রাস ও অন্যান্য পশ্চিম বলকান দেশগুলোর পাশাপাশি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে চীনা পর্যটক সংখ্যা সর্বোচ্চ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে সার্বিয়া ছিল অন্যতম। পর্যটনের এই বৃদ্ধি পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য ধারার অনুরূপ। তবে, এটি এখনোও অভিবাসীদের মধ্যবিত্ত জীবনযাত্রায় যুক্ত হয়নি। যেমন, হাঙ্গেরি বা পর্তুগাল সম্ভবত ইইউ-র বাইরে থাকায় সার্বিয়ায় এটি হয়েছে।

> সম্মিলিত ভবিষ্যতের দিকে :

এই সাম্প্রতিক অগ্রগতি সম্পর্কে এখনো কোনো বিস্তর গবেষণা হয়নি। তবুও, প্রচার মাধ্যমের পর্যালোচনা ও উপাখ্যানীয় প্রমাণগুলোর থেকে বোঝা যায় যে, সার্বিয়ান জনগোষ্ঠী এই দু'টি নতুন দলের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় দলটিকে স্বাগত জানানো হয়েছিল। ব্যবসায়িক মনোভাবের লোকেরা তুলনামূলক ধনী চীনাদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যক আগমনকে সুযোগ হিসাবে দেখেছিল এবং তাদের নির্দিষ্ট চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে পরিসেবাগুলো কম-বেশি সফলতার সাথে সমন্বয় বা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিল। সার্বিয়ার প্রতিটি প্রধান ভ্রমণ গন্তব্যে দেশের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক সুবিধা সুস্পষ্ট ছিল। অন্যদিকে, চীনা বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোতে যারা কাজ করছে তাদের মাঝে মাঝে সার্বিয়ার উচ্চ বেকারত্বের প্রেক্ষাপটে সম্ভাব্য হুমকি হিসাবে উল্লেখ করা হয়। তবে, একই সাথে, আন্তঃজাতিগত বন্ধুত্ব এবং স্থানীয় সম্প্রদায় ও চীনা শ্রমিকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধনের উদাহরণ সম্পর্কে স্বতন্ত্র গল্প রয়েছে। এই নতুন ধরনের চীনা অভিবাসীদের সাথে সম্পর্ক বিভিন্ন উপায়ে উন্নয়ন ঘটতে পারে এবং সেগুলোকে অদূর ভবিষ্যতে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

একবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে সার্বিয়ায় ইতোমধ্যে বসবাসরত চীনাদের ক্ষেত্রে, ভূ-রাজনীতি ও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের কথিত পরিবর্তন হলেও তাদের অবস্থান তেমন প্রভাবিত হয়নি। তবে, তারা নতুন সুযোগের সম্মুখীন হয়েছিল। নির্মাণ সাইটে চীনা খাদ্য ও পণ্যাদি সরবরাহের মাধ্যমে বা পর্যটন স্পটের নিকটে চীনা রেস্তোঁরা ও বুদবুদ চায়ের দোকান খোলার মাধ্যমে–কেউ কেউ এই দু'টি নতুন দলকে তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ হিসাবে দেখেছিলেন। কেউ কেউ তাদের অবস্থানকে 'স্থানীয়' হিসাবে ব্যবহার করেছিল এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কীভাবে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করবে বা সংস্থাগুলোকে কোথায় ট্যুর আয়োজন করবে সে বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছিল। প্রথম তরঙ্গের চীনারা হয়তো এই নতুন অভিবাসীদের তুলনায় নিম্ন আর্থ-সামাজিক শ্রেণির অন্তর্গত ছিল–তবে, তারা সন্দেহাতীতভাবে স্বল্পোন্নত চীন থেকে এসেছে। বর্তমানে তারা তাদের স্থানীয় জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন তরঙ্গে আগত চীনাদের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত হয়ে উঠছে। সময়ের সাথে সাথে সম্ভবত; তারা সার্বিয়ানদের আন্তঃসাংস্কৃতিক অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে–যার ফলে স্থানীয় জনগণের দৃষ্টিতে তাদের অবস্থানের পরিবর্তন হতে পারে। চীনা বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে গতিশীলতা এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে তাদের নিজ নিজ সম্পর্ক বিশ্ব রাজনৈতিক অর্থনীতিতে পরিবর্তনের গতিপথ প্রতিফলিত করে। অস্থিতিশীল উপাদানগুলো যেমন, জনতাবাদ ও জনস্বাস্থ্যের শক্তিশালী প্রভাবের ফলে নতুন অভিবাসন প্রবণতাগুলো বিদ্যমান সীমানা এবং ক্ষমতাবিন্যাসকে চ্যালেঞ্জ করে। এক্ষেত্রে প্রতিটি দলের অবস্থান পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করা হচ্ছে। সার্বিয়ায় চীনাদের সম্বন্ধে ধারণার ভিন্নতা, সার্বিয়া ও চীনের পরিবর্তনশীল ধারণা এবং অবস্থান বিবেচনা করে বলা যায়, তাদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে বিকশিত হতে পারে–যা অভিবাসীদের ভবিষ্যতের তরঙ্গের ভিত্তি গঠন করতে পারে। ■

সরাসরি যোগাযোগ করতে:
জেলেনা গ্লেডিচ <jelenagledic@gmail.com>

> চীনা অধিবাসী এবং কোভিড-১৯ মহামারী

মার্টিনা বোফুলিন, রিসার্চ সেন্টার অফ দি স্লোভেনিয়ান একাডেমি অফ সাইন্সেস এণ্ড আর্টস (জেডআরসি এসএজেডইউ) স্লোভেনিয়া

অস্ট্রিয়া এর ভিয়েনায় গ্রাফিটি। মার্চ ২০২০. ছবিটি তুলেছেন সেবাস্তজান জেমেক।

>মহামারী সম্পর্কিত বর্ণবাদ :

২০২০ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে সারস-কোভ-২ (কোভিড-১৯) এর প্রাদুর্ভাবে কিছু সময় পরেই চীনাদের বিরুদ্ধে কুসংস্কার, বর্ণবাদ এবং সহিংসতার ঘটনা নিয়ে বিশ্বব্যাপী সংবাদ বহুগুণে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। সাধারণ ব্যক্তিবর্গ ও কর্মকর্তাদের মধ্যে ভয় এবং বর্ণবাদ ছড়িয়ে যাওয়ার কারণে চাইনিজদের নিয়ে চিৎকার করা হচ্ছিল। তাদের আক্রমণ করা হচ্ছিল এবং তারা দেখছিল তাদের দোকান এবং রেষ্টুরেন্টগুলো ভাংচুর করা হচ্ছে।

এ আক্রমণগুলো দ্বারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ইউরোপে বসবাসরত চীন থেকে আসা ছোট উদ্যোক্তারাও ছিল যাদের ব্যবসা প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল, কেবল চীনা হওয়া কারণে – যাদের আইনিভাবে থাকার অধিকার, তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর নির্ভর করে। এই ছোট উদ্যোক্তাদের বেশির ভাগই ১৯৮০ দশকের শেষের দিকে এবং ১৯৯০ এর দশকের গোড়ার দিকে ঝ্যাজেং বা ফুজিয়ান প্রদেশেগুলো থেকে এবং চীনের নগর আঞ্চল এবং উত্তরপূর্ব দিক থেকে চীন ছেড়েছিল। কয়েক দশক ধরে চীনা অভিবাসীরা যে দেশগুলোতে তাঁরা বসবাস করছিল সেখানে ভালোভাবে মিশে যেতে পেরেছিল, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা পাইকারি আমদানি সংস্থাগুলো (বেশিরভাগ পূর্ব এবং মধ্য ইউরোপে), ছোট পোশাক ব্যবসায় (ইতালি এবং স্পেনে) এবং চীনা রেস্তোরাঁ পরিচালনা করে সম্মৃদ্ধ হয়েছিল। আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কের পাশাপাশি রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের সাথে তাদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে কটুকথা এবং কুসংস্কারের শিকার হওয়া সত্ত্বেও; তারা বেশিরভাগ সুরক্ষিত বোধ করেছিল এবং এ ধরনের বৈষম্যকে মেনে নিয়েছিল। ফলস্বরূপ, তাঁদের প্রায়ই 'অদৃশ্য' সংখ্যালঘু বলা হয়ে থাকে এবং এ বিষয়টি ইউরোপের বর্ণবাদ সম্পর্কিত আলোচনায় খুব কমই প্রকাশিত হয়েছিল।

ভাইরাসটি ইউরোপে পৌঁছে গেছে এই ঘোষণার মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরে; চাইনিজ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা দেখতে পাচ্ছিলেন যে, তাদের রেস্তারাঁগুলোতে বিক্রয় ও ক্রেতা আগমন হ্রাস পেয়েছিল এবং কিছু দোকান ভাঙচুর করা হয়েছিল (যেমন, ইতালি)। তাদেরকে বাসে বা ডাক্তারদের অফিসে শারীরিক দূরত্বের অভিজ্ঞতা মধ্যেদিয়ে যেতে হয়েছিল (জার্মানি, ইতালি, স্লোভেনিয়া) এবং তাঁরা উপহাস, আক্রমন ও মারধরের শিকার হয়েছিল (ইতালি, নেদারল্যান্ডস এবং মার্কিন যুক্তরাজ্যে), শুধু [সুরক্ষা] 'মুখোস' ব্যবহারের জন্য। এগুলোর পাশাপাশি যখন তারা নিজেদের সুরক্ষার চেষ্টা করছিল; তখন তাদের বিরুদ্ধে মুনাফার জন্য 'মুখোস' মজুদ করে রাখার অভিযোগ করা হয়েছিল (যেমন, স্লোভেনিয়া)। তদুপরি, কেবল চীনারা নয়; এশিয়ার সমস্ত জাতি-জনগোষ্ঠী ও ব্যক্তি–যারা সম্প্রতি এশিয়া ভ্রমণ করেছিলেন বা স্থায়ীভাবে এশিয়ায় বসবাস করেছিলেন তারা এই ধরনের আচরণের শিকার হয়েছিলেন।

>প্রতিরোধের কর্মকাণ্ড :

>>

বঞ্চিত করার এই গুরুতর কাজগুলো অনেক দেশে প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ইতালিতে মেসিমিলানো মার্তিগি জিয়াং; যিনি ছোটবেলায় ঝ্যাজেং থেকে চলে এসেছিলে এবং ফ্লোরেন্সের প্রধান পর্যটন এলাকাগুলোর সামনে একটি ব্যানার নিয়ে নিজের ছবিসহ সমাজিক যোগাযোগ মধ্যমে প্রচার শুরু করেছিলেন যে, 'আমি ভাইরাস নই, আমি একজন মানুষ। আপনারা বিদ্বেষ বন্ধ করুন।' সুইডেনের ে কোরিয়ান সুইডিশ শিল্পী লিসা উল-রিম জবলম মহামারীরর সময়ে এশিয়ানদের দ্বারা বঞ্চিত হওয়া সম্পর্কে একটি এক প্যানেল কমিক শেয়ার করেছিলেন–যখন ইতালীয় শিল্পী লাইকা রোমে এশিয়ানদের প্রতি মহামারী এবং বর্ণবাদের মধ্যে সম্পর্ককে তুলে ধরে স্ট্রিট আর্ট তৈরি করেছিলেন। কোভিড-১৯ বর্ণবাদ, ইউরোপের শ্বেতাঙ্গ ব্যতীত অন্যান্য মানুষদের প্রতি পদ্ধতিগত এবং ব্যক্তিগত বর্ণবাদের বিকশিত আলোচনার পাশপাশি এশিয়ান পটভূমি এবং এশিয়ান নবাগতদের জন্য ইউরোপের ক্রমবর্ধমান আন্দোলনে অবদান রেখেছিল।

>বঞ্চিত 'বাড়িফেরা' :

চায়নার বাইরে চীনা অভিবাসীদের প্রতি বর্ণবাদী মনোভাব অসংখ্য মিডিয়া রিপোর্ট এবং বিখ্যাত উইকিপিডিয়া পেজে প্রকাশিত হয়েছিল; তবে, চায়নায় ফেরার পর তারা যে নিপীড়নের শিকার হয়েছিল সে সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। ২০২০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে ভাইরাসটির নুতন কোনো স্থানীয় সংক্রমণ না হওয়ার ঘোষণার পরে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন বিদেশ থেকে 'আমদানিকৃত ঘটনা' এর উপর খুব ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ করেছিল। তারা দ্রুত সংক্রমণ রোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল; তখন চীনা দূতাবাস, ডায়াস্পোরা দেশের অভিবাসীদের প্রতিনিধিরা অভিবাসীদের চায়না ফিরে না যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলো। ভাইরাস প্রতিরোধের জন্য কঠোর পদক্ষেপের পাশাপাশি কার্যকরভাবে ও দ্রুততার সাথে ভাইরাস মোকাবেলা করার চীনের সামগ্রিক 'সাফল্যের বিবরণী' কার্যকর করার প্রভাগুলোকে বিদেশ থেকে চীন নাগরিকদের প্রত্যবর্তনের প্রবাহ হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছিল।

সরকার কর্তৃক শুরু করা 'আমদানিকৃত ঘটনাগুলোর' হুমকির বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক অদিবাসীরা প্রত্যবার্তনকারীদের 'যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফিরে যাও' বলে আহ্বান জানিয়েছেন এবং " 'দানবীয় শিশু'র মতো আচরণও 'জন্মভূমি উন্নত করার ক্ষেত্রে সাহায্য না করে বরং এর ক্ষতি করার জন্য দূর থেকে প্রথমে ছুটে আসা'র জন্য চীনাদের নিন্দা জানায়। যদিও শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের মূল ধারার গণমাধ্যমগুলো অভিবাসী চীনাদের তাদের মাতৃভূমিতে অবদানের উপর জোর দেওয়ার এবং অনলাইনে তাদের প্রতি ঘৃণাত্মক কথাবার্তাকে নিরুৎস-াহিত করে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেহেতু চার দশক আগে সংস্কাররের সূচনা থেকে অভিবাসী চীনারা রূপান্তরে প্রতীকী ভূমিকা পালন করে চীনের জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে; তাই অতীতে চীনা অধিবাসীদের দেশপ্রেমিক হিসেবে গণ্য করা হতো–যারা স্বদেশের আধুনিকায়নে ভূমিকা রেখেছিল।

তাদের বসতি স্থাপনের জায়গা ও তাদের জন্মস্থানে থেকে বঞ্চিত হওয়ার পরে অনেক চীনা অভিবাসী তাদের আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব এবং একই স্থানের স্বদেশী উপ-দলগুলোর সদস্যদের কাছে থেকে কোভিড-১৯ এর কারণে কলঙ্কের মুখোমুখি হয়েছিল। বিশেষত; ঝ্যাজেং প্রদেশের চিংচিয়ানের মতো চীনের ঐতিহ্যবাহী দেশত্যাগী ছোট ছোট উদ্যোক্তা–যারা বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন স্থান এবং পূর্ব-চীনের পার্বত্য অঞ্চলে সংযোগকারী আত্মীয় এবং বন্ধুদের সামাজিক নেটওয়াক গুলোতে দৃঢ়ভাবে জড়িত; তাদের মধ্যে এই কলঙ্কটি শক্তিশালী ছিল। এ জাতীয় একটি ঘটনা ডায়েস্পোরা মি-ডয়ায় বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছিল–যেখানে ইউরোপে চীনাদের মধ্যে প্রথম কোভিড-১৯ এর শিকার পরিবারগুলোর মধ্যে এক একটি পরিবারকে কেবল ভয়াবহ গুজবই নয় বরং অনেকক্ষেত্রে হুমকির শিকার হতে হয়েছিল। পরিবারের সদস্যরা অনুভব করেছিলেন যে, তারা সকল কিছু দায়িত্বের সাথে সম্পন্ন করার জন্য এবং ভাইরাসের বিস্তারকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তারা তাদের সাধ্যের মধ্যে সম্ভব সমস্ত কিছুকরেছেন কিন্তু এখনোও তাদের বিরুদ্ধে অভিবাসীদের জীবন ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে বিপদে ফেলে ে দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। বসবাসরত দেশে এই সংবাদটি কেবল প্রবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল তা নয় বরং তাৎক্ষণিকভাবে এটি জন্মস্থানে স্থানান্তরিত হয়েছিল– যা চিংচিয়ানে পিছনে ফেলে আসা পরিবারের ব্যক্তিদেরকে কলঙ্কে যুক্ত করেছিল।

এই মহামারীটি তুলে ধরেছে যে, কীভাবে বর্জন এবং পক্ষপাত এখনও চীনা অভিবাসীদের অভিজ্ঞতার অনেক বড় অংশ–যা বসবাসরত দেশগুলো ছাড়িয়ে বাস্তবে সমস্ত স্থান; এমনকি স্থানান্তরের প্রক্রিয়াতেও প্রভাব ফেলেছে। তদুপরি, একটি চীনে চাইনিজ অভিবাসীদের বঞ্চিত করার একটি নতুন বক্তৃতার উত্থানের দিকে ইঙ্গিত করেছে। আরোও সাধারণ পর্যায়ে, এটি অভিবাসীদের এবং সংক্রমণের সাথে সংযোগকারী কল্পনার অব্যাহত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে– যেগুলো গতিশীলতা সীমাবদ্ধ করতে আরোও সংকীর্ণভাবে সংজ্ঞায়িত করতে ব্যবহৃত হয় যে, কোনা স্থানান্তর অনুমোদিত বা স্বাগত কিংবা এর কোনোটিই নয়। ■

সরাসরি যোগাযোগ করতে:
মার্টিনা বোফুলিন <martina.bofulin@zrc-sazu.si>

১. https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/covid-19-crisis-triggers-eu-racism-against-asians-rights-agency-says

২. 'দানবীয় শিশু' শব্দটি মনোবিজ্ঞানী উ ঝিয়ংয়ের দা কান্ট্রি অফ জায়ান্ট বেবিস বই থেকে এসেছে–যেখানে তিনি তরুণ চীনাদের ব্যক্তিগত বিকাশের সমালোচনাা করছেন। এই শব্দটি চাহিদা সম্পন্ন এবং অহংকারী ব্যক্তিদের বর্ণনার জন্য অনলইনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

> চরম ডানপন্থার সময়

তুলনামূলক বিশ্লেষণের খোঁজে

ওয়ালডেন বেল্লো, নিউইয়র্ক স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়, বার্মিংহাম, যুক্তরাষ্ট্র

কোভিড-১৯ মহামারী বামপন্থার দিক থেকে আরোও প্রগতিশীল ধারার ধারণাগুলোর দিকে কীভাবে সমাজকে পুনর্গঠন করতে পারে সেসম্পর্কে একটি প্রসারণ ঘটিয়েছে। বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত ওয়েবিনারে মানুষকে পুনরায় জীবিত বিকল্পগুলোর এক চমকপ্রদ বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে–যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত আছে বামপন্থী কেইনসীয়বাদ, অবক্ষয়, অবনতি, ইকোনারীবাদ, খাদ্য সার্বভৌমত্ব, মুক্তিবাদী মার্কসবাদ এবং বুয়েন ভিভির বা 'ভালোভাবে বাঁচা'।

এর একমাত্র সমস্যা হলো, এই বিস্ময়কর ধারণাগুলোর সামান্য বা অনিশ্চিত রাজনৈতিক চিহ্ন রয়েছে–যা আধিপত্যবাদী উদার গণতন্ত্র ও নব্য-উদারতাবাদী অর্থনৈতিক প্যারাডাইমের দৃষ্টান্ত। এমনকি, আরোও গভীর সংকটে প্রবেশ করেছে এবং অর্থনীতিবিদ দানি রডরিক যাকে বলেছেন, 'ধীরে ধীরে মারা যাচ্ছে'। রাজনৈতিক আদর্শের বিপরীত দিকে রক্ষণশীল অথবা চরম ডানপন্থার কোনো দিকেই বাস্তবে কোনো নতুন উদ্ভাবনী ধারণা নেই এবং তাদের যে বিষয়টি আকর্ষণীয় তা হলো 'বি-বিশ্বায়ন' ও যা বামপন্থী মতার্দশ থেকে চুরি করা; তথাপি, চরম ডানপন্থার রাজনৈতিক গতি রয়েছে এবং কোভিড- ১৯ এর অস্থিতিশীল প্রভাব সম্ভবত বাস্তবে এই গতিবেগকে আরো ত্বরান্বিত করতে পারে।

গত বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বিশ্বব্যাপী চরম ডানপন্থার উত্থান হলো বিগত অর্ধ শতাব্দীর দু'টি বৃহত্তম বিস্ময়ের একটি: পূর্ব ইউরোপ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পতন।

২০১০ খ্রিস্টাব্দে হাঙ্গেরি ছাড়া বিশ্বব্যাপী অন্য কোনো রেজিমকে আমরা 'নব্য চরম ডানপন্থা' বলতে পারার কোনো ব্যবস্থা ছিল না । এখন আমরা দেখছি যে, সাতটি বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের মধ্যে চারটিতে ডানপন্থী ব্যক্তিরা ক্ষমতায় এসেছে। যথা: ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল ও ফিলিপাইন। এমনকি, তারা যেখানে ক্ষমতায় জোটের অংশ নন সেখানেও তাদের নির্বাচনী বাস্তবতা ও প্রভাবে তারা অনেক ক্ষেত্রে রাজনীতির ভর কেন্দ্রটিকে ডানপন্থার দিকে নিয়ে গেছে। যেমন : জার্মানি, ডেনমার্ক এবং ইতালি প্রভৃতি।

উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরু–উভয় ক্ষেত্রেই ডানপন্থী শাসনকর্তারা ক্ষমতায় এসেছেন। কিছু বৈশিষ্ট্য ভাগ করে নেওয়ার সময় বৈশ্বিক রাজনৈতিক অর্থনীতিতে এই জায়গাগুলোর সাথে সম্পর্কিত এই ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলোও রয়েছে; যাতে বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যেগুলো আলাদাভাবে বিবেচনা করা কার্যকর হয়। তবে, এটি কেবল এমনও পরামর্শ দেয় যে তা মূলত; বৈশ্বিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কেন্দ্র–যা এই শাসনকালের উৎস এবং গতিশীলতার বিষয়টিকে বিবৃত করে।

>গ্লোবাল উত্তরে চরম ডানপন্থা:

গ্লোবাল উত্তরে চরম-ডানপন্থী সরকার এবং ব্যক্তিত্বের পিছনের কারণ বা রহস্য কী? প্রথমত; ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চরম ডানপন্থা জনগণের জীবনযাত্রার উপর নব্য-উদারতাবাদের নীতিগুলোর নেতিবাচক প্রভাবের সুবিধা নিতে সক্ষম হয়েছিল। সামাজিক গণতন্ত্রী বা কেন্দ্রীয় বামরা নব্য-উদারতাবাদের নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োগে জড়িত ছিল। এটি তাদের ভিত্তির একটি বৃহৎ অংশকে অনুভূত করে যে, তারা আর সামাজিক গণতন্ত্রীদের উপর নির্ভর করতে পারে না। ডানপন্থী দলগুলো দ্বারা তাদের চুরির বাস্তবতাকে ঝুকিপূর্ণ করে তুলেছে–যা কেন্দ্রের দ্বারা চতুরতার সাথে নব্য-উদারতাবাদ নীতির কম্বলকে সমর্থন করেছে এবং কেন্দ্রীয় ডান এবং সুবিধাবাদীভাবে চেরি-বামপন্থী দলগুলো ঐতিহ্যগতভাবে 'কল্যাণমূলক' অবস্থান বেছে নিয়েছে।

দ্বিতীয়ত; ইউরোপে চরম ডানপন্থীরা গণতন্ত্র ইস্যুকে সামনে এনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিল এবং বলেছিল যে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের অনির্বাচিত টেকনোক্রেটিক নেতৃত্ব সদস্য দেশগুলোর গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত জাতীয় নেতাদের উপর চাপ দিচ্ছেন। সুতরাং ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে যখন তথাকথিত ত্রইকা গ্রীক জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া মিতব্যয়িতা কর্মসূচির পরিপ্রেক্ষিতে গ্রীক গণভোটের ফলাফলকে অগ্রাহ্য করেছিল; তখন ফ্রান্সের জাতীয় ফ্রন্টের নেতা মেরিন লে পেন, নিজেকে গণতান্ত্রিক হিসাবে ডেকে এনে ঘোষণা দিয়ে বলেছিলেন যে, "পছন্দটি হয় গণতন্ত্র বা ইউরো-একনায়কতন্ত্র।"

তৃতীয়ত; চরমপন্থী ডান দলগুলো সামান্য কার্যকর বিরোধীতাসহ অভিবাসী ইস্যু নিয়ে প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। তারা শুধু কেন্দ্রীয় ডান এবং কেন্দ্রীয় বামদেরকে অভিবাসন সম্পর্কে কোনো কার্যকর নীতি না থাকার জন্য দোষারোপ বা অভিযুক্ত করছে না বরং কেন্দ্রীয় ডানদিকেও কেন্দ্রীয় বামদিকে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন যে লক্ষ্যটিকে বর্ণনা করেছে তার সাথে জড়িত বলে ষড়যন্ত্র তত্ত্বকে এগিয়ে নিয়েছে। তারা তাদেরকে বর্ণনা করেছে এমন 'অভিবাসী দল' হিসেবে–যাদের উদ্দেশ্যে হলো ইউরোপীয় এবং আমেরিকান সমাজকে বিকৃত করা।

চরম ডানপন্থীদের কেন্দ্রীয় ইস্যু ও আন্দোলনের মূল বিষয় ছিল অভিবাসনের বিরোধীতা ও সংখ্যালঘুদের উপর সাদাদের আধিপত্য নিশ্চিত করা। এটি একটি বর্ণবাদী গড়নের মধ্যেই রয়েছে এবং তারা তাদের সুবিধাবাদী উকিলি অবস্থানের পক্ষে

>>

‘...রক্ষণশীল অথবা চরম ডানপন্থীদের কারোরই বাস্তবে কোনো নতুন উদ্ভাবনী ধারণা নেই, এবং ‘বি-বিশ্বায়ন’-এর মতো তাদের যেসব আকর্ষণীয় কর্মসূচি আছে, তা বামপন্থীদের থেকে বিনা অনুমতিতে চুরি করা। কিন্তু সত্য হল, রাজনীতির ভরকেন্দ্র এখন চরম ডানপন্থারই দিকে ...’

যে, তারা বিশ্বায়নবিরোধী, নব্য-উদারতাবিরোধী, এবং “গণতন্ত্রের পক্ষে”। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ফ্রান্সের মেরিন লে পেনের জাতীয় ফ্রন্ট (এফএন) এখন সম্পদ শুল্ক পুনরুদ্ধারের আহ্বান জানিয়েছে– যেখানে এটি কয়েক দশক আগেও নিজেই সমস্ত ধরনের প্রগতিশীল করের পক্ষে ছিল। অর্থনীতিবিদ টমাস পিকেট্টি যেমন উল্লেখ করেছেন, এটি পার্টির ভিন্নতর “সামাজিক মোড়” বা ধনী ব্যক্তিদের উপর উচ্চতর করের মাধ্যমে শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রতিরক্ষার অঙ্গ হিসাবে অংশ নেওয়া। হাঙ্গেরিতে ভিক্টর অরবানের ফিডেস পার্টি পারিবারিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করেছে এবং বেকারদের জন্য ভর্তুকিযুক্ত চাকরি ক্ষেত্র তৈরি করেছে। সমাজকল্যাণ রক্ষা ও প্রচার, চাকরির সংরক্ষণ এবং অর্থনীতিকে সুরক্ষিত করার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা করেছেন যা চরমপন্থা অধিকারের নেতারা বলছেন, যতক্ষণ সুবিধাভোগীরা কেবল “ডান” ত্বক ও “ডান” সংস্কৃতি এবং “ডান” জাতিগত কুলার মানুষ । অবশ্যই, এই অবস্থানটি স্পষ্টভাবে বলা না গেলেও তবে এটির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় যে বার্তাটি এসেছে এবং যতটুকু বলা যায়, এটি এখনো কার্যকর হয়েছে।

>গ্লোবাল দক্ষিণে চরম ডানপন্থা:

গ্লোবাল দক্ষিণের দিকে মনোযোগ দিলে, যদিও এটা অবশ্যই সত্যি যে, উত্তরে নব্য--উদারতাবাদী কাঠামোগত সংস্কার নীতি গণতন্ত্রের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের আরো বেশি করে ইতোমধ্যে অস্তিত্বশীল ভয়ানক অবনতি ঘটাতে ভূমিকা রেখেছে, ফিলিপাইন, ভারত এবং ব্রাজিলের মতো জায়গায় কী ঘটেছিল এবং ব্রাজিল ছিল এদিক থেকে আরোও মৌলিক: উদার গণতন্ত্রের একটি প্রত্যাখান। ফিলিপাইনে রডরিগো দুতার্তে, ভারতে নরেন্দ্র মোদি এবং ব্রাজিলের জাইর বোলসোনারো এই প্রত্যাখানকে প্রমাণ করেছেন। দুতার্তে হাজার হাজার বিচার বহির্ভূত বিচারিক হত্যাকাণ্ডের সভাপতিত্ব করার কারণে যথাযথ প্রক্রিয়া লঙ্গনের বিষয়ে মোদীর ধর্মনিরপেক্ষ ও বৈচিত্র্যময় ভারতের পতনে গর্বিত এবং বলসোনারো সামরিক স্বৈরশাসনের জন্য উজ্জীবিত হয়ে পড়েছিলেন– যা ২০ বছর ধরে ব্রাজিলকে শাসন করেছিল।

মূলত; তিনটি সমাজে উদারতাবাদী গণতন্ত্র থেকে নাগরিকদের বিচ্ছিন্নতার কারণটি হলো, উদার গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি এবং তার বাস্তবতার মধ্যে বিশাল ফারাক। ভারতীয় সংবিধান, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের ফিলিপাইনের সংবিধান ও ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের ব্রাজিলের সংবিধানের মধ্যে যে গৌরবান্বিত আদর্শ প্রকাশিত হয়েছিল এবং বাস্তবে ব্যাপক দারিদ্র্য, বৈষম্য, বি-ক্ষমতায়নের মধ্যে অদলবদল খুব শিগগিরই একটি জনপ্রিয় বিস্ফোরণ ঘটাতে বাধ্য হয়েছিল।

মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিভ্রান্তি বিবেচনায় না নিয়ে চরম ডানপন্থার ক্ষমতার উত্থান বোঝা যায় না। বিংশ শতাব্দীর শেষ ৩০ বছরে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ছিল বিশ্বব্যাপী দক্ষিণ জুড়ে সর্বত্র একনায়কতন্ত্রের অবক্ষয় ঘটার একটি মূল কারণ। যদিও গত দুই দশক ধরে উদার গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি প্রদান করতে ব্যর্থতা এবং তাদের জীবনযাত্রার মান অবনতির কারণে তারা ব্যাপকভাবে বিভ্রান্ত হয়েছে। তারা আরোও কঠোর রাজনৈতিক সমাধানের জন্য উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে এবং কেউ কেউ এমনকি নব্য-উদারতাবাদকে সমর্থনও করেছে। যদিও নব্য-উদারতাবাদের নীতিগুলো তাদের উপর পরস্পরবিরোধী প্রভাব ফেলেছে। এই নীতিগুলো মধ্যবিত্তের জন্য জীবনের পরিস্থিতিকে নেতিবাচক অবস্থানে ফেলেছিল। তবে, একই সাথে অন্যদেরকে সুবিধাও দিয়েছিল এবং এর পাশাপাশি নিম্ন-অর্থনৈতিক আয়ের কিছু সদস্যকে উপকৃতও করেছে–যাকে কেউ কেউ “উচ্চাকাঙ্ক্ষী মধ্যবিত্ত” বলে অভিহিত করেছে। অথচ আয়ের দিক থেকে তাদেরকে হয়তো মধ্যবিত্ত বলা যায় না, কিন্তু তাদের যেমন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল। উত্তরসূরীদের সাথে কথা বলে মোদী, দুতার্তে এবং বলসোনারো নব্য-উদারতাবাদের নীতি গ্রহণ করেছে এবং উত্তরের তাদের বিপরীত কিছু অংশীদাররা সুবিধাবাদী কারণে, তাদের থেকে নিজেকে দূরে রাখতে ব্যস্ত ছিল।

অপরাধের ভয় এবং তথাকথিত “বিপজ্জনক শ্রেণি” এর ধারণাটিও মধ্যবিত্তদের ডানপন্থার দিকে একত্রিত করার পিছনে একটি কারণ। এটি বিশেষত; তখন ঘটে যখন বৈষম্য এবং দারিদ্র্য এতোটাই ছড়িয়ে পড়ে যে, কিছু লোক মাদক ও অপরাধের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ব্রাজিল ও ফিলিপাইন উভয় দেশেই অপরাধ ও মাদকের মধ্যবিত্ত ভয় অবশ্যই নির্বাচনী বিদ্রোহের একটি মূল কারণ ছিল। দুতার্তের প্রতিভা হলো মাদক ও অপরাধকে তাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটের বাইরে নিয়ে যাওয়া এবং উৎপাদিত পণ্যের মোড়কের মতো তাদেরকে সমস্ত শ্রেণি ধনী, মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্রের মুখোমুখি মূল সমস্যার মধ্যে পরিণত করা।

দুর্নীতি বিরোধী অবস্থানের শক্তিশালী আবেদন রয়েছে যা কেবল মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছেই সীমাবদ্ধ নয়। নির্বাচনগুলোতে প্রচারের মাধ্যমে “ঝাঁকুনি ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া” চালিত করা হয়। তবে, এটা মনে হয় যে, দুর্নীতি বিরোধী প্ল্যাটফর্মে ক্ষমতায় আসা প্রতিটি দলই ক্ষমতার পাটাতনে দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে পড়ে–যাতে লোকেরা নির্বাচনী মহড়ায় খুব কৌতূহলী হয়ে ওঠে এবং ভারতের মোদী ও ফিলিপাইনে দুতার্তের মতো নেতাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তারা হয়তো তাদের অনেকগুলো পয়েন্টের সাথে একমত নাও হতে পারে এবং তারা এমনকি রাজনৈতিক অধিকার হিসেবে তাকে বিপদজনক হিসেবেও দেখতে পান; তবে, যারা একটি দুর্নীতিবিহীন ইমেজ তৈরি করতে সক্ষম (যদিও বাস্তবতা আলাদা হতে পারে)।

ব্রাজিলে বিপুল সংখ্যক ভোটার ওয়ার্কার্স পার্টি এবং তাদের কিছু নেতৃত্বকে সম্ভাব্য দুর্নীতির শাস্তি দেয়ার জন্য বলসোনারোর পক্ষে গিয়েছিলেন এবং যখন সকল দল ও পক্ষ দুর্নীতি চর্চায় জড়িত ছিল। লুলার দল ভোটারদের ক্ষোভের কারণ হয়েছিল সম্ভবত এ কারণেই রাষ্ট্রপতি পদ গ্রহণের আগে তিনি একটি পরিষ্কার রেকর্ড নিয়ে গর্ব করেছিলেন। অতপর; ক্ষমতা অর্জনের পরে এটিকে দুর্নীতিগ্রস্থ বলে দেখা গেছে। লুলা এবং তাঁর উত্তরসূরী দিলমা রুসেফের অধীনে আগের শাসনামলে দুর্নীতি অনেক বেশি ছিল। তবে, মনে হয় ভণ্ডামির মজুরি নির্দোষ অসাধুতার চেয়ে অনেক বেশি।

যেমন, শ্রমজীবী, কৃষক, শহর ও গ্রামের দরিদ্র, এবং শ্রমজীবী শ্রেণি তাদের অস্বীকার করা বোকামি হবে যে, দুতার্তে এবং মোদী তাদের মধ্যে ব্যাপক সমর্থন উপভোগ করেছেন। তবে এটি বলা যেতে পারে যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণির চেয়ে নিম্নবিত্তদের দ্বারা এই ব্যক্তিত্বদের দেওয়া সমর্থনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এন্টোনিও গ্রামসি থেকে ধার করে কেউ বলতে পারে যে, তাদের মধ্যে একটি “নিস্ক্রিয় ঐক্যমত্য” আছে। তবে, মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকেদের মধ্যে “সক্রিয় ঐক্যমত্য” বেশি–যা টেলিভিশন, ইন্টারনেট এবং সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত মতামতগুলোতে প্রকাশিত হয়। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা সর্বদা জনমত গঠনে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে এবং ভারত ও ফিলিপাইনে এই স্তরের একটি বৃহত্তর অংশ মোদী এবং দুতার্তেকে সমর্থন করেছে।

অবশেষে, কেউ এইসব চূড়ান্ত ডান ব্যক্তিত্বের অনন্য সাধারণ প্রতিভাকে বিবেচনা না করে এর সাফল্য উপলব্ধি করতে পারে না। মোদি এবং দুর্তাতে বিশেষত; ক্যারিশম্যাটিক ব্যক্তিত্ব–যারা যুক্তিযুক্ত ক্যালকুলাস শ্রেণি এবং পৃষ্ঠপোষকতার ভিত্তিতে মনে করে যে, তারা যা বলুক আর যাই করুক তা সমর্থন বা সহ্য করার জন্য অমিত

সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে বলে মনে হয়। উত্তরের চরম ডান ব্যক্তিত্বের কেউ-ই এই দুই ব্যক্তির বিশাল বোর্ড জুড়ে আবেদন উপভোগের কাছাকাছি আসতেও পারে না। যদিও, ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্ষেত্রে তাঁর দল ও সাধারণ জনগণের মধ্যে তাঁকে সহজাত দক্ষতা (ক্যারিশম্যাটিক নেতৃত্ব) মনে হয়েছে এবং বাস্তব তথ্যানুযায়ী আমেরিকাবাসী তাকে ২০২০ খ্রিস্টাব্দের ৭৪ মিলিয়ন ভোট দিয়েছে–যা বাস্তবে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের তুলনায় ১১ মিলিয়ন বেশি।

>উপসংহার:

গ্লোবাল উত্তর এবং গ্লোবাল দক্ষিণে চূড়ান্ত অধিকারের কালে বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে মিল থেকে যায়। এই প্রবন্ধটি তাদের মধ্যে বিপরীত প্রবণতাগুলোকে অনুসন্ধান করেছে। এই প্রবন্ধটির উদ্দেশ্যে হচ্ছে, এমন একটি সাধারণ বিষয় থেকে সামগ্রিক ব্যাখ্যায় পৌঁছানো যে, বর্তমান বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক সংমিশ্রণে কেন্দ্র ও বামপন্থী এবং তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ভরবেগ চিহ্নিত করা।

সরাসরি যোগাযোগ করতে:
ওয়ালডেন বেল্লো <waldenbello@yahoo.com>

> লাতিন আমেরিকার সমাজবিজ্ঞানের সর্বজনীন উদ্দেশ্য

এস্টেবান টোরেস, কর্ডোবা-কনিকিট জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, আর্জেন্টিনা

বৈশ্বিক সংলাপের এই বিভাগটিতে মূলত লাতিন আমেরিকার বিশিষ্ট লেখকদের তাত্ত্বিক উদ্ভাবন, বুদ্ধিবৃত্তিক লেখ্য--প্রমাণ এবং ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণসমূহের একটি ছোট নমুনা উপস্থাপন করা হয়। এসব লেখক ও সহকর্মীগণ মূলত লাতিন আমেরিকার সামাজিক বাস্তবতা এবং কিছু কিছুক্ষেত্রে পুরোবিশ্ব-সমাজকে সামগ্রিক ভাবে গবেষণার জন্য নতুন নতুন তাত্ত্বিক সরঞ্জাম তৈরিতে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন। নিজ নিজ জাতীয় পরিচয়কে অক্ষুন্ন রাখার পাশাপাশি এই বিভাগের লেখকগণ একটি সত্যিকার লাতিন আমেরিকান পরিচয়ও ধারণ করেছেন যার প্রমাণ তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তিক লেখনীতে রেখে যাচ্ছেন। অর্থাৎ এ লেখকগণ একদিকে আঞ্চলিক সমাজ এবং অন্যদিকে বিশ্বসমাজের ভবিষ্যতের প্রতি তাঁদের যে বুদ্ধিবৃত্তিক দায়বদ্ধতা তা-ই লালন করছেন। এ অতিথি লেখকদের বেশিরভাগই অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে সম-সাময়িক ভাবনা, একটি কাঠামোগত সংস্কার বা আরেকটু মোটাদাগে বলা যায় যে, বর্তমান বিশ্বে সমাজবিজ্ঞানের একটি বিপ্লব ঘটানোর অভিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছেন। যদিও অন্যান্য লেখকদের নিছক ধারণা গুলোর পুনরুৎপাদন হওয়ার সম্ভাবনায় এঁরা শঙ্কিত হন তথাপি এঁরা কেউ-ই তাঁদের সৃজনশীল ভাবনাগুলোর রাস টেনে ধরতে রাজি নন। এঁদের প্রত্যেকেই আঞ্চলিক ও বিশ্ব-সামাজিক বিজ্ঞানের বর্তমান অবস্থা, জ্ঞানের এই শাখাটি যেসব তাত্ত্বিক এবং রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জসমূহের মুখোমুখি হচ্ছে এবং সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া গুলোর সাথে সম্পর্কিত জ্ঞানকে কীভাবে ভবিষ্যতে আরোও বিকশিত করা যায় সে সম্পর্কে নিজ নিজ ভাবনা রয়েছে।

এই লেখকগণ তাঁদের নিখুঁত সৃজনশীল কাজ এবং প্রতিভা দ্বারা তাঁদের নিজ নিজ দেশ, অঞ্চল এবং ক্রমবর্ধমানভাবে পশ্চিমা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছেন। তবে, এঁদের সকলের মধ্যেই এক ধরনের অস্বাভাবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে; যদিও তাঁদের অভিষ্ট লক্ষ্য একেবারেই মহৎ। নতুন সামাজিক তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গবেষণা সম্পাদনের প্রতি এঁদের রয়েছে অবিচল প্রতিশ্রুতি। এই বিভাগের প্রত্যেক লেখকই তাত্ত্বিক জ্ঞানসৃষ্টি এবং সমাজতাত্ত্বিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে তাঁদের নিজ নিজ গবেষণায় নতুন নতুন বিষয়, বিভিন্ন ভাবনা এবং প্রশ্নবলী দ্বারা অনুপ্রাণিত হচ্ছেন। শুধু তাই নয়; এঁদের প্রত্যেকেরই ভাবাদর্শিক পরিচয় নৈতিকতার আদর্শিক মানদণ্ড এবং রাজনৈতিক অবস্থানগত ভিন্নতা রয়েছে। এতসব বৈচিত্র্যের একত্রিতকরণ এটাই নিশ্চিত করে যে, এই বিভাগের লেখকগণ সাম্প্রতিক বড়মাপের সমস্যাগুলো; যেগুলোর মধ্যে ঐতিহাসিক বাস্তবতাও নিহিত রয়েছে সেগুলোর স্থানিক পঠন--পাঠন থেকে তাঁদের নিজস্ব ব্যাখ্যা তৈরি করতে সক্ষম হচ্ছেন। এসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তাঁদেরকে নিজস্ব ব্যাখ্যামূলক সামাজিক তত্ত্ব বিনির্মাণে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং তাঁদের নিজস্ব জনগোষ্ঠীর তথ্য সম্ভারের প্রত্যাশার দিগন্ত তৈরি করছে।

যাই হোক, এই বিভাগের সমস্ত পার্থক্যই মূলত একটি সাধারণ উচ্চাকাঙ্ক্ষার জালে আবদ্ধ যা প্রতিটি পরিকল্পনাকে কাঠামোবদ্ধ করে। তবে বলা প্রয়োজন যে, এই ধরনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা লাতিন আমেরিকার সবচেয়ে আলোকিত ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত। এখানে প্রতিটি বুদ্ধিবৃত্তিক অভিগমন তৈরিতে যেকোনো আঞ্চলিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার নীতিকে যেমনি জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে; ঠিক তেমনি লাতিন আমেরিকার তাত্ত্বিক অধীনতার যেকোনো নীতিকেও প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এই বিভাগের প্রতিটি লেখকই মনে করেন যে, তাঁদের ল্যাটিন আমেরিকান পরিচয় এবং বুদ্ধিবৃত্তিক অভিগমনের একটি ইতিবাচক এবং স্বতন্ত্র্য মূল্য রয়েছে-যা বিশ্ব মঞ্চে স্বায়ত্তশাসনের উৎস। বিশ্ব-সমাজকে নিয়ে চিন্তাভাবনা ও কাজ করার ক্ষেত্রে এ ধরনের অবস্থান কোনো সীমাবদ্ধতা নয়। বরংএ ধরনের একটা পারস্পরিক বোঝাপড়া বা উপলব্ধি ছাড়া এখানে সংশ্লেষিত বুদ্ধিবৃত্তিক অভিগমন এবং ধারণাগুলোর সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যয়, দৃঢ়তা এবং মৌলিকত্ব ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। উল্লেখ্য যে, এই যে পারস্পরিক বোঝাপড়া এর রসদ এই অঞ্চলের আঞ্চলিক ইতিহাসের বিভিন্ন মুক্তি সংগ্রামের উত্তরাধিকার মধ্যে নিহিত।

আমি সর্বশেষ যে বিষয়টি উল্লেখ করতে চাই তা হলো, এই বিভাগে অন্তর্ভুক্ত লেখকদের সিংহভাগই হলো কনসেজো লাতিনোয়ামেরিকানো দে সিএনসিয়াস সোসিয়ালেস (সিএএলসিএসও) 'সামাজিকতত্ত্ব ও লাতিন আমেরিকার সামাজিক বাস্তবতা' বিষয়ক কার্যকরী কমিটির অংশ। আমরা এই বহুজাতিক সম্মিলিত স্থান তৈরি করেছি-যা প্রায় ৪০ জন গবেষককে একত্রিত করেছে। বর্তমানে আমি এস্টেবান টোরেস ও জোসে মরিসিও ডমিংগস এর সমন্বয়কের দায়িত্বে আছি। আমরা মূলত বর্তমানে লাতিন আমেরিকার সমাজবিজ্ঞান এবং সামাজিক বিজ্ঞানে নিজস্ব তাত্ত্বিক জ্ঞান সৃজনের যে ঘাটতি রয়েছে তা কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করছি। তবে, এই আকাঙ্ক্ষাকে আরোও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন দেশের এবং আঞ্চলিক ব্লকের মধ্যে বিশ্ব-সমাজবিজ্ঞানে সমতাবাদী তাত্ত্বিক সংলাপ স্থাপন করা অপরিহার্য। বৈশ্বিক সংলাপের সহ-সম্পাদক ক্লাউস ডুরের লাতিন আমেরিকান এই বিভাগটি তৈরির উদার আহ্বান জানাচ্ছেন। একে তিনি বিশ্ব নাগরিকায়নের নতুন চেতনার এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত এবং ঐতিহাসিক সময়ের জরুরি দাবি বলে মনে করেন। ■

সরাসরি যোগাযোগ করতে:
এস্তেবান টরেস <esteban.torres@unc.edu.ar>

> বিশ্ব-ঘরানা : সমাজবিজ্ঞানের একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি

এস্টেবান টোরেস, কর্ডোবা-কনিকিট জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, আর্জেন্টিনা

একুশ শতকের গোঁড়া থেকেই বিশ্ব সমাজব্যবস্থায় প্রধান সামাজিক রূপান্তরগুলো মূলত দু'টি ঘরানায় বিভক্ত হয়ে পড়ে –যা কিনা সমাজবিজ্ঞানের বিকাশকে শুরু থেকে অদ্যাবধি নিয়ন্ত্রণ করছে। এ দু'টি ঘরানা হচ্ছে : আধুনিক ঘরানা ও আধুনিকতা-বিরোধী উত্তর আধুনিক ঘরানা। এমতাবস্থায় সমাজবিজ্ঞানে সম্পূর্ণ একটি নতুন ঘরানার পরিবর্তন প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, 'বিশ্ব-ঘরানা' (World Paradigm) নামে একটি নতুন বিজ্ঞান মনস্ক, উত্তরাধুনিক ঘরানাকে তুলে ধরা।[1] এই বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা বিশ্ব-সমাজব্যবস্থা, বৈশ্বিক সমাজ পরিবর্তন এবং বিশ্ব-সমজাবিজ্ঞান সম্পর্কে একটি নতুন ধারণা বহন করে। আমি এখানে তার কিছু উপাদান পর্যালোচনা করছি।

>কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বিশ্ব-নাগরিকায়ন

ল্যাতিন আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানে যেসব মুখ্য পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে তা মূলত যুগপৎ ভাবে দু'টি সংকটের প্রতিক্রিয়া হিসাবে গণ্য করা যায় : (১) নব্য উদারনীতিবাদের ক্রমবর্ধমান সঙ্কট ও (২) সমাজবিজ্ঞান এবং ঐতিহাসিক সমাজ গুলোতে চিত্রিত 'সমাজ' সম্পর্কিত ধারণাটির বিকাশমান সংকট। প্রথম সংকটটি বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রগুলোর পুনঃকেন্দ্রীভূতকরণের কারণে তীব্রতর হয়েছে। অন্যদিকে, দ্বিতীয় সংকটটি নজিরহীন মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভুত হয়েছে। উপরোক্ত দু'টি সংকট ল্যাতিন আমেরিকার বাস্তবতায় আরোও গভীরতর হওয়ার পেছনে যে কারনগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে : এ রাষ্ট্রগুলোর পুনঃকেন্দ্রীভূতকরণ এবং নজিরহীন মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার পাশাপাশি ২০০৮ খ্রিস্টাব্দের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, ল্যাতিন আমেরিকার অঞ্চলগুলোর নীচে থেকে উপরে একত্রীকরণের শেষ তরঙ্গ (২০০৩-২০১৫) এবং বর্তমান কোভিড-১৯ অতিমারী পরিস্থিতি। নব্য-উদারনীতিবাদের সংকট যদি 'আধুনিকতা-বিরোধী উত্তরাধুনিকতা' ঘরানাকে নেতিবাচকভাবে এবং 'আধুনিক' ঘরানাকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে; তবে, 'সমাজের ধারণা' সম্পর্কিত সংকটটি এ দু'টি ঘরানাকেই নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করবে। যদিও তুলনামুলকভাবে 'আধুনিক' ঘরানার ক্ষেত্রে এর প্রভাব বেশি স্পষ্ট। এটি যে অভিনবত্ব উপস্থাপন করে এবং সামাজিক সংকল্পের জন্য এর সম্ভাব্যতা দেওয়া তা আমি পরবর্তীতে তুলে ধরবো।

কোভিড-১৯ অতিমারী মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো অতিদ্রুতগতির মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার জন্ম দেয়। এ প্রক্রিয়াটিতে কমপক্ষে তিনটি মুখ্য উপাদান রয়েছে: (১) সমন্বিত বিশ্ব সমাজব্যবস্থার একটি প্রাথমিক ধারণা–যা জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিমন্ডলের সামষ্টিক রূপকে প্রকাশ করে। (২) জাতীয় ও আঞ্চলিক ক্ষেত্রে বিদ্যমান অসমতার চিত্র এবং (৩) একটি স্বতঃলব্ধ জ্ঞান বা নিশ্চায়ক প্রমাণ–যাতে ধরে নেয়া হয় যে বিশ্ব সমাজব্যবস্থা শুধু আধুনিক বা আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

উপরে বর্ণিত বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াটি 'আধুনিক' ও 'উত্তরাধুনিক আধুনিকতা-বিরোধী' ঘরানাকে বর্ধিতরূপে গ্রহণ করেছে। দু'টি দৃষ্টিভঙ্গিই একই সূত্র থেকে উদ্ভুত এবং একই জ্ঞান তৈরি করছে–সমাজবিজ্ঞানের তথ্য সম্ভারের মূলে রয়েছে 'জাতীয় সমাজ'। কেবল একটি 'জাতীয় সমাজের' ধারণা নয় বরং প্রথম শিল্পবিপ্লবের শুরু থেকেই একটি নিজস্ব নির্দেশক ও নিয়ন্ত্রণমূলক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সাথে এর মতাদর্শগত প্রকরণ গুলো উত্তর গোলার্ধ থেকে ছড়িয়ে পড়ে। এর সবচেয়ে পরিমার্জিত সংস্করণ গুলোতে জাতীয় সমাজের ধারণাটি খুব স্পষ্ট এবং চিন্তামূলক সর্বজনীনতার মোড়কে আবৃত হয়েছে। যার আত্তীকরণ প্রান্তিক দেশগুলোর একাডেমির সদস্যগণকে তাঁদের ঐতিহাসিক সমাজ মুল্যায়ন করতে সহজতর করেছিল। 'আধুনিক' ও 'উত্তর আধুনিক' উভয় ঘরানার মধ্যে যে বিষয়গুলো রয়েছে তা হলো : বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতিগত, জ্ঞান বৈজ্ঞানিক এবং তাত্ত্বিক জাতীয়তাবাদসমূহ। বিশ্ব-সমাজবিজ্ঞানে বিশ্বায়নের সাম্প্রতিক পশ্চিমা তত্ত্বের বেশির ভাগই এই সীমাবদ্ধ কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ রয়েছে।

আধুনিক ও উত্তর আধুনিক আধুনিকতা-বিরোধী উভয় ঘরানার ক্রমবর্ধমান সীমাবদ্ধতা কেবল উল্লিখিত দু'টি সংকটের মধ্যেই নিহিত নয়। এটি ল্যাতিন আমেরিকা এবং আংশিকভাবে বিশ্বসমাজবিজ্ঞানে সমাজবিজ্ঞানের পুনর্গঠনের যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া তার মধ্যেও শক্তভাবে নিহিত রয়েছে যার–যাত্রা ১৯৮০ এর দশকে শুরু হয়েছে। এই পুনর্গঠনটি সমাজবিজ্ঞান এবং একাডেমি বহির্ভূত রাজনৈতিক অনুশীলনের মধ্যে যে বস্তুগত বিচ্ছিন্নতা রয়েছে এবং একই সাথে সমাজতাত্ত্বিক অনুশীলনের বৈজ্ঞানিক, সমালোচনামূলক এবং রাজনৈতিক চালিকা শক্তি গুলোর সাথে যে বুদ্ধিবৃত্তিক বিচ্ছিন্নতা রয়েছে তার সাথে সম্পর্কিত। এই বি-সংযোজন প্রক্রিয়া রাজনৈতিক সমাজকর্মীদের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদগুলোকে হ্রাস করার পাশাপাশি বিশ্বসমাজবিজ্ঞানের রাজনৈতিক গুরুত্ব এবং বুদ্ধিবৃত্তিক পচনকে আরোও গভীরতর করেছে।

>বিশ্ব-ঘরানার বৈজ্ঞানিক প্রকল্প

এই পরিস্থিতিতে প্রগতিশীল এবং বামপন্থী সমাজবিজ্ঞানীদেরকে তাঁদের আধুনিক কেন্দ্রকে পুনরুদ্ধার করতে এগিয়ে আসতে হবে এবং একই

>>

‘কোভিড-১৯ অতিমারি মানব-ইতিহাসে প্রথমবারের মতো অতিদ্রুতগতির মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক 'বিশ্ব-নাগরিক' হওয়ার প্রক্রিয়ার জন্ম দিচ্ছে ...’

সাথে একে একটি নতুন বিশ্ব-ঘরানার (World Paradigm) দিকেও ছাড়িয়ে দিতে হবে। বিশ্ব সমাজ ব্যবস্থার রূপান্তরের লক্ষ্যে বিশ্ব-ঘরানা স্থানীয় এবং বহু-স্থানিক সামাজিক- বৈজ্ঞানিক শক্তি হিসাবে সমাজবিজ্ঞানের একটি নব-ধারণা প্রবর্তন করছে। এই ঘরানাটি একটি নতুন ‘উত্তর আধুনিক’ বৈজ্ঞানিক কর্ম-পরিকল্পনা, বৈজ্ঞানিক-সমালোচনামূলক এবং সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব ও গবেষণার রাজনৈতিক নিউক্লিয়াসের মধ্যে একটি নতুন সংযোগ এবং সমাজতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক অনুশীলনের মধ্যে একটি নতুন মধ্যস্থতাকরণের দাবি রাখে। আমি বিশ্ব-ঘরানার প্রথম উপাদানটির উপর মনোনিবেশ করবো : এটি একটি বৈজ্ঞানিক প্রকল্প–যা কিনা বিশ্ব-নাগরিকায়নের নীতি, স্থানীয়করণের নীতি এবং ঐতিহাসিককরণের নীতির মধ্যাকার দ্বান্দ্বিকতা থেকে উদ্ভূত[২]। বিশ্ব--নাগরিকায়নের মূলনীতি অনুসারে সমাজের প্রথম স্তরটি পার্থিব, জাতীয় নয়। এটি হচ্ছে একটি বৈপ্লবিক প্রতিজ্ঞা–যা যতোটুকু সম্ভব ‘আধুনিক’ ও ‘উত্তর--আধুনিক আধুনিকতা-বিরোধী’ ঘরানার পারমাণবিক স্থানিক সমীকরণকে উল্টে দেয়। বিশ্ব-নাগরিকায়নের নীতি একটি উচ্চতর ইউনিট হিসাবে বিশ্ব সমাজ ব্যবস্থার ধারণার রূপরেখা দিচ্ছে যা তিনটি সিস্টেমিক স্তরের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি করা সম্ভব : (১) জাতীয়, আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক বলয় গুলোর মধ্যে সম্পর্ক–যা অবিচ্ছেদ্য এবং অপরিবর্তনীয় গোলক হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে; (২) কেন্দ্র-প্রান্ত মধ্যাকার সম্পর্ক এবং (৩) আধুনিক এবং গতানুগতিকের মধ্যাকার সম্পর্ক।

বিশ্ব-সমাজের তথ্য নিদের্শনা হিসাবে স্থানীয়করণের মূলনীতিটির স্থানিক স্বীকৃতি প্রয়োজন। বিশ্ব-ঘরানা অনুযায়ী, বিশ্ব-সমাজ হচ্ছে একটি অসম সামাজিক গঠন যা যুগপৎ ভাবে স্থানিক এবং বহু- স্থানিক। প্রতিটি স্থানীয়করণের মূলে রয়েছে উপরে উল্লিখিত তিনটি বলয়ের মধ্যাকার অপ্রতিসম মিথস্ক্রিয়ার একটি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ঘনীভবন বা সংশ্লেষণ। একইভাবে বিশ্ব সমাজব্যবস্থা কোনো একটি একক স্থানীয়করণের ফসল নয়। আবার, এটি উল্লিখিত সামাজিক গঠনের কিংবা বিশ্ব সামাজিক পরিবর্তনের সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিও হতে পারে না। এই কারণেই একটি বিশ্ব-সমাজবিজ্ঞান তৈরির লক্ষ্যে এই গ্রহের ঐতিহাসিকভাবে স্থানীয়করণে উৎপাদিত বিশ্ব-সমাজব্যবস্থার সমস্ত তত্ত্বগুলো একত্রিত করার সংলাপে আমাদের কাঠামোগত রূপান্তরের আন্দোলন এবং কর্মসূচি প্রয়োজন। ■

সরাসরি যোগাযোগ করতে:
এস্টেবান টোরেস <esteban.torres@unc.edu.ar>

১. এই প্রস্তাবের উপর বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, এস্টেবান টোরেস, লা গ্রান ট্রান্সফর্মেসিয়ান দে লা সোসলজিয়া [দ্যা গ্রেট ট্রান্সফরমেশন অফ সোসিওলোজি], কর্ডোবা-বুয়েনোস আইরেস: এফসিএস-ক্লাসসো , ২০২১ (প্রকাশনার জন্য পাণ্ডুলিপি জমা দেওয়া হয়েছে)

২. স্থান সংকুলান না হওয়ায় কারনে, এখানে আমি বিশেষভাবে প্রধান দুটি নীতিমালার উল্লেখ করব যেহেতু তারা সবচেয়ে বিঘ্ন সৃষ্ঠিকারী উপাদান।

> বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের সাথে বৈশ্বিক আধুনিকতার যোগসূত্র

জোসে মরিসিও ডোমিংয়েস, আই ই এস পি- ইউই আর জে, ব্রাজিল

লাতিন আমেরিকাতে রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানের প্রগাঢ় ঐতিহ্য রয়েছে। এটি সম্ভবত; লাতিন আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানের মূল-ধারা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যদিও একমাত্র নয় (সংস্কৃতিও গুরুত্বপূর্ণ; পাশাপাশি রাজনৈতিক অর্থনীতির কিছু পুরনো সূচক)। মূলত; পূর্বেকার অধিকতর সামাজিকতার ভিত্তিতে হাজির থাকা সমাজতত্ত্বের ধারণা বিপরীতে রাজনৈতিক বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খলাবদ্ধ উত্থান এবং উত্তর-আমেরিকান মুখাবয়ের ভেতরে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানের বিস্তৃতি এবং রূপান্তর ঘটেছিল। সে যাইহোক, রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টি তৈরি করেছিল সাধারন বিষয়াবলি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের জন্য, যদিও, সেটি পর্যাপ্ত ছিল না; যেমনটি আমরা দেখি, লাতিন আমেরিকার ক্ষেত্রে। একইভাবে, বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমলে নিয়ে আধুনিকতার অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে আলাপ চললেও, আঞ্চলিক পরিস্থিতির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের তা উঠে আসে নি।

>সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্বের অনুপস্থিতি

কুইজানো মার্ক্সের 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিজার্ভ আর্মি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, কেন লাতিন আমেরিকায় শ্রমিকের সংখ্যা এতো বেশি; যাকে তিনি প্রাসঙ্গিকভাবে 'মার্জিনাল পোল' বলছেন। এক পর্যায়ে কুইজানো বুঝতে পেরেছিলেন যে, সমস্যাটি সম্ভবত উনিশ শতকের ইউরোপেও উপস্থিত ছিল এবং দেশত্যাগ এটি সমাধান করেছে। তবে, তিনি এ আলোচনাটিকে আর লম্বা করলেন না,বরং এখানেই ইতি টানলেন (মার্ক্সের কিছু ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করাতো দুরের কথা)। জার্মানির জনতুষ্টিবাদ সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যেতে পারে, যেখানে আধুনিকীকরণ জনসাধারণকে সহজলভ্য করে তুলেছিল যেহেতু তাঁরা সুবিধাবাদী অভিজাতদের প্রভাব বিস্তার কারনে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহন করতে পারেনি। এটি ইউরোপ সম্পর্কে অরোও বলা যেতে পারে; তবে, জার্মানি (যারা ফ্যাসিবাদের কারণে ইতালি থেকে আর্জেন্টিনা চলে এসেছিলেন) নিজেকে আর্জেন্টিনার আলোচনায় সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য

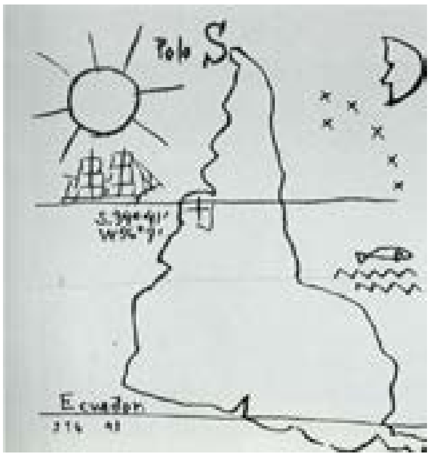

ছবিতে উরুগুয়ান-স্প্যানিশ শিল্পী জোয়াকান টরেস গার্সিয়া (১৯৪৩) এর কলম এবং কালিতে আঁকানো "আমেরিকা ইনভারটিডা"। বিপর্যস্ত লাতিন-আমেরিকান মহাদেশটি দক্ষিণ আমেরিকান শিল্পের দৃষ্টিতে আত্মবিশ্বাসের চিত্র।
ক্রেডিট: ক্রিয়েটিভ কমন্স

লেখকদের সাথেও তাঁর যুক্তি সামগ্রিকভাবে লাতিন আমেরিকার দিকে সরলীকীকরণের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। যদিও তারা সকলেই সেখানে থেমে গেছে। এ প্রসঙ্গে পাবলো গঞ্জেলিজ ক্যাসানোভা এবং রডলফো স্টেভেনহেগেন এর থিসিস উল্লেখযোগ্য আভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদের সাথে পরিচয় করাতে গিয়ে লেখকদ্বয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের উপর আধুনিক, উত্তর-সমকালীন রাষ্ট্রের দখলের দিকে ইঙ্গিত করে আধুনিক রাষ্ট্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করেছেন যা ক্রমাগত আরোও বেড়েই চলেছে। তাঁরা অবশ্য এখানেই উপসংহার টানেননি। ফ্লোরেস্তান ফার্নান্দিস এমনকি স্বীকার করেছিলেন যে, বিশেষজ্ঞ কর্মী, পুঁজি এবং অবিরাম চাপের জটিলতায় তত্ত্ব নিয়ে কাজ করতে পারেননি ।

লাতিন আমেরিকান সমাজবিজ্ঞান - প্রকৃতপক্ষে, সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাপ্রশাখাগুলোর তাত্ত্বিকতার চরম সংকটে ভুগছে। যদি এটি সত্য হয়; তবে সেটি সর্বব্যাপী ঘটনা হিসেবে আবির্ভুত হবে এবং এ ঘটনা প্রাক্তন বিধিনিষেধ দ্বারা অঞ্চলটিকে জটিল করবে। বিষয়টি আরো জটিলতর হবে এবং তত্ত্ব ও অভিজ্ঞতাগত বাস্তবতার সম্পর্কের বিষয়ে গবেষণা কৌশলটির সাথে আলোচনা করার পরে। তাহলে আমাদের কি সুস্পষ্ট বিষয়ে আলাপ সেরে সাধারণ বিষয় নিয়ে ভাবা উচিৎ? নাকি আমাদের সাধারণ তাত্ত্বিক সমস্যাগুলোর দিকে নজর দেওয়া উচিৎ- যা কিনা লাতিন আমেরিকাসহ উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের আধুনিকায়ন সম্পর্কিত সমস্যাগুলো নিয়ে ও চিন্তার উদ্রেক করবে? কয়েক দশক আগে; লিওপল্ডো জিয়া দেখেছিলেন যে, ইউরোপীয়রা এবং উত্তর আমেরিকানরা তাদের সর্বজনীনতার তত্ত্বকে দিয়ে বিশেষকে ব্যাখ্যা করতো; কিন্তু লাতিন আমেরিকানররা এই সর্বজনীনতার তত্ত্বকে অস্বীকার করায় তাদেরকে নির্ভর করতে হতো বিশেষের উপরে।

>রাজনৈতিক আধুনিকতার তত্ত্ব

অতীতে যদি এটি সত্য হয়ে থাকে, তবে বর্তমানের আলোচনায়ও এটি অত্যান্ত অপ্রাসঙ্গিক। যদিও আধুনিকতা এবং এর উদ্ভব সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে; তবে কেউই এখনো পশ্চিমাদের দেওয়া আধুনিকতা ও সর্বজনীনতার তত্ত্বে আস্থা রাখছে না। অনেকেই এখন আধুনিকতাকে বহু মাত্রিকভাবে দেখেন। কেউ কেউ একে বলেন উপনিবেশিক এবং তৎপরবর্তী উত্তর--আধুনিকতা; কেউ কেউ বলেন বিজারিত আধুনিকতা; অনেকে আবার বলেন বহুরূপী আধুনিকতা। তদুপরি, ল্যাতিন ল্যাতিন আমেরিকাসহ সর্বত্র জ্ঞান সঞ্চরণের প্রতি আগ্রহ বেড়েছে, বিশেষভাবে; তাত্ত্বিক জ্ঞানের- যা আমাদের তত্ত্বকে সর্বোচ্চ মানদণ্ড ধরে যেকোন বিষয়ের গভীরে যেতে বলে। এটি ল্যাতিন আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা এবং এশিয়ার ক্ষেত্রে ও সমানভাবে প্রযোজ্য। তাছাড়া আমাদের আলাপের বিষয়টি যেমন প্রসঙ্গের সাপেক্ষে হওয়া উচিৎ; ঠিক তেমনি সেটি বিশ্বব্যাপী ও হওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, আমাদেরকে বুঝতে হলে যেমন আমাদের জন্মস্থান এবং বেড়ে ওঠার স্থান আলাদা হলে ও দুটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটের অভিজ্ঞতাকে আমলে নিতে হয়; সামাজিক বিজ্ঞানের আলাপটি ও ঠিক এমনটিই হওয়া উচিৎ।

এই দৃষ্টিভঙ্গিই আমাকে সমাজবিজ্ঞানের পথে চলতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। লাতিন আমেরিকার চিন্তা

>>

কাঠামোর সাথে পরিচিত থাকায় এবং 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ নিয়ে জানাশোনা থাকায় আমি স্থির করেছিলাম যে, কাঠামো ও এজেন্সি এবং স্থায়িত্ব ও পরিবর্তন সম্পর্কিত পুরো বিতর্কটি পুনর্বার করা দরকার । শেষমেশ, আমি বিবর্তন ও ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গির সম্মিলিত নতুন ও সমষ্টিগত সাবজেক্টিভিটি এবং সৃজনশীলতার তত্ত্বে পৌঁছেছি। আমি আধুনিকতার মূল কল্পিত এবং প্রাতিষ্ঠানিক উপাদান-গুলোর বিষয়ে আমার জ্ঞানকে আরোও শানিত করেছিলাম এবং তারপরে লাতিন আমেরিকান বাস্তবতাকে পাঠ করে একে আধুনিকতার তৃতীয় পর্ব হিসাবে উপস্থাপন করেছি। পরবরতীতে, সর্বব্যপী আধুনিকতার আলোচনায় এটি আরো বিস্তৃত হয়েছিল- একক, ভিন্ন ভিন্ন এবং সংকর হিসেবে; যা কিনা সমগ্র পৃথিবীকে আছন্ন করে রেখেছে। অবশেষে, আমি আমার আগ্রহের জায়গাটিকে বাছাই করেছি - যেখানে আমাদের সভ্যতা এবং মুক্তির কৌশলগত দিকগুলো নিয়ে আলাপ হবেঃ যেটিকে আমি বলছি, আধুনিকতার রাজনৈতিক দিক। একই সময়ে, আমি স্থির করেছিলাম যে, এই সময়েই আমি মার্ক্সের প্রকাশের পদ্ধতি কে রাজনৈতিক ধারা বোঝার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবো। এটি সুগভীর অনুসন্ধান এবং বিভাগগুলোর একটি নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থপনার উপর নির্ভর করে রাজনৈতিক আধুনিকতা এবং এটির বিভিন্ন ধারা নিয়ে আলোকপাত করে।

এটি আমাকে, বৈশ্বিক ক্ষেত্রকে বিবেচনায় রেখে রাজনৈতিক আধুনিকতার একটি নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের দিকে ধাবিত করেছে; যেটি সমালোচনামূলক তত্ত্বকেও আমলে নিবে। আমি বিশ্বব্যপী ঐতিহাসিক উন্নয়নের ধারাকে আমার আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করেছি; কিন্তু যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে , এগুলোর বিভিন্ন নিয়মতান্ত্রিক বিশ্লেষণের পদ্ধতিসমূহকে ধরতে পারা। আমার বিশ্লেষণটি কল্পিত এবং প্রাতিষ্ঠানিক উভয় বিষয়টিকেই উন্মোচন করে; এমনকি, এর নেপথ্যের ক্রীড়ানক নিয়ে ও আলাপ করে। নাগরিক অধিকার, নাগরিকত্ব, আইন, রাষ্ট্র, স্বায়ত্তশাসন, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক সরকার (যার মধ্যে একটি কল্পনাযোগ্য রেডিকেল গণতন্ত্র), বস্তুগত--ভাবগত প্রত্যয়ের মধ্যকার সম্পর্ক নিরূপণ, পাশাপাশি উদারপন্থার বিস্তৃতি এবং সংকীর্ণ প্রেক্ষাপটকে আমলে নিয়ে আমি তাত্ত্বিক পদ্ধতির বিকাশ করে চলেছি। এমনকি সনাক্তকরণ, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা, রাষ্ট্রকে শক্তিশালীকরণ এবং নাগরিকদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিতকরনের মতো বিষয়গুলোও আমার আলোচনায় যুক্ত করেছি। তাছাড়া, আমি ইদানিং প্রকৃত সমাজতন্ত্রের স্বরূপ সন্ধান করেছি, যাকে আমি কর্তৃত্ববাদী সমষ্টিবাদ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছি; যা আধুনিকতার উপর ভর করে পরজীবী হিসেবে রয়েছে, সমাজতান্ত্রিক এবং সামাজিক গঠন হিসেবে নয়। সে যাইহোক, আধুনিকতার এই সাধারণ তাত্ত্বিক বোঝাপড়ার সাথে সম্পর্কিত কিছু উপাদান ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এবং আমি আশা করছি কয়েক বছরের মধ্যেই রাজনৈতিক আধুনিকতার চূড়ান্ত এবং আরোও সংহত তাত্ত্বিক বিবরণ উপস্থাপন করতে পারবো। এটি বিশ্বব্যাপী সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতিরই অংশবিশেষ; কিন্তু,এর কেন্দ্রবিন্দু লাতিন আমেরিকান পটভূমিতে; যা তবুও সর্বজনীন তাত্ত্বিক ও অক্ষবিজ্ঞান এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা দ্বারা নির্মিত। ■

সরাসরি যোগাযোগ করতে:
জোসে মরিসিও ডোমিংয়েস
<jmdomingues@iesp.uerj.br>

> তত্ত্বের ঐতিহাসিকীকরণ : লাতিন আমেরিকা জন্য একটি প্রস্তাব

ভিভিয়ান ব্রাচেট মার্কেজ, মেক্সিকো কলেজ, মেক্সিকো

১৮১০ এবং ১৮৬০ এর মধ্যে বেশিরভাগ আঞ্চলিক পরিবর্তন হয়ে আটটি রাজ্যের জন্ম হয়েছিল (নিকারাগুয়া, কোস্টা রিকা, এল সালভাদোর, ইকুয়েডর, ভেনিজুয়েলা, বলিভিয়া, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে) এবং মেক্সিকোর উত্তরের অঞ্চলগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হাতছাড়া হয়েছিল। ক্রেডিট: ক্রিয়েটিভ কমন্স

অতীতে কেন্দ্রীয় দেশগুলোতে (প্রান্তস্থ দেশগুলোর বিপরীতে অবস্থিত) প্রচলিত সামাজিক তত্ত্বগুলো ছিল স্থির প্রকৃতির। যেহেতু দ্বন্দ্ব বিশৃঙ্খলতার লক্ষণ এবং এই দেশগুলোতে বড়সড় কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না। তাই বলা যায়; সেখানে সামাজিক শৃঙ্খলা ছিল। এই সকল দেশে প্রচলিত সামাজিক তত্ত্বগুলো প্রকল্পিত-অবরোহী যুক্তির মাধ্যমে ধরে নিয়েছিলে যে, সেখানে একটি স্থিতিশীল সমাজব্যবস্থা বিরাজমান। এই কল্পনার উপর ভিত্তি করে তারা নিজেদের গায়ে একটি 'বৈজ্ঞানিক' খোলস চাপাতে চেয়েছিল। এমনকি, সমাজবিজ্ঞানের পিতৃপুরুষেরা যেমন শিল্প বিপবের ট্রমাজনিত পরিবর্তন গুলো অনুভব করছিলেন; ঠিক তেমনি এই অঞ্চলের তাত্ত্বিকরা তাদের তত্ত্বগুলোকে চিহ্নিত করেছে একটি প্রস্থান বিন্দু ও অন্য আরেকটি আগমনের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর মধ্যে পার্থক্য হিসেবে। এটি তারা করেছে একটি চলমান তত্ত্বগঠনের প্রক্রিয়ার মধ্যে। আমরা যদি বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে বলি তাহলে বলতে হয়-জেমিনশ্যাফট থেকে গেসেলশ্যাফট বা সম্প্রদায় থেকে সমাজ এর একটি চলমান ধারার মধ্যে তারা এটি করেছে।

এই সাধারণ মডেলের উপর ভিত্তি করে লাতিন আমেরিকার দেশগুলো অসম্পূর্ণ এবং অসমাপ্ত অবস্থায় উপস্থিত হয়েছে। তারা 'ঐতিহ্য' থেকে 'আধুনিকতা' বা 'অনুন্নত অবস্থা' (বা কম-উন্নত বা উন্নয়নশীল) থেকে কোথাও কোথাও 'উন্নত' অবস্থার কাছাকাছি চলে গেছে। এক্ষেত্রে দু'টির মধ্যের' ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটি ব্যাপকভাবে বর্ণিত হয়েছিল কিন্তু সামগ্রিকভাবে তার তাত্ত্বিকীকরণ হয়নি[1]। ফলশ্রুতিতে, যাই ঘটুক না কেন, বিশ্ববাজার শক্তির (অথবা সাম্রাজ্যবাদ বা উপনিবেশবাদ) কারণে ল্যাটিন আমেরিকা সবসময় অসম ও অসম্পূর্ণভাবে 'উন্নত' হয়েছে। এতে স্বাধীনতার পর থেকে দুই শতাব্দী ব্যাপি সামাজিক শৃঙ্খলা নির্মাণে জনগণ যে ভূমিকা নিয়েছিল তার প্রভাব সামান্যই পড়েছে।

>লাতিন আমেরিকায় সামাজিক শৃঙ্খলার ঐতিহাসিক নির্মাণ :

আমি একটি প্রস্তাব রাখতে চাই যে, লাতিন আমেরিকাকে একটি অঞ্চল হিসেবে গ্রহণ করলে খুব ভালোভাবে এর তাত্ত্বিক নির্মাণ সম্ভব। তবে, এটি তখনোই সম্ভব যদি আমরা এর ঐতিহাসিক অবস্থানকে মেনে নিয়ে এই পর্যায় থেকে শুরু করি যে, যেকোনো ভৌগোলিক বিন্যাসে সামাজিক শৃঙ্খলা গুরুতর জটিল, ঐতিহাসিকভাবে নির্মিত এবং অনির্ধারিত সামাজিক প্রক্রিয়ার ফল। সেকারণে লাতিন আমেরিকার সামাজিক শৃঙ্খলা বিশেষণের মূলপ্রশ্নটি ঐতিহাসিকভাবে নির্মিত প্রতিষ্ঠান গুলোর সাথে সম্পর্কিত। এছাড়াও আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন হলো: (১) কে কার সুবিধার জন্য কাজ করছে (ব্যক্তি, পিতৃতান্ত্রিক পরিবার, আদিবাসী সম্প্রদায় বা পুঁজিবাদী মুনাফাকে সর্বাধিক করার সুবিধা); (২) কোনো গতিশীল নীতি দ্বারা চালিত হচ্ছে (পদ্ধতিগত, যান্ত্রিক বা প্রতিনিধিভিত্তিক)। এই প্রশ্নগুলির উত্তর নির্ভর করছে লাতিন আমেরিকার উনিশটি দেশের পদ্ধতিগত তুলনাযোগ্য এবং একইভাবে অসম কেইস গুলোকে কোনো তাত্ত্বিক লেন্স দ্বারা দেখা হবে তার উপর।

এই ছোট নিবন্ধে আমার কাজ কীভাবে এই সকল প্রশ্নের দেওয়ার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে সংক্ষিপ্তভাবে তারই একটি রূপরেখো জানাতে পারি[2]। এই সাধারণ তত্ত্বটিকে নিম্নোক্তভাবে সংক্ষেপণ করা যায় : লাতিন আমেরিকাতে ঐতিহাসিকভাবে যা কিছু তৈরি হয়েছে সে গুলো হচ্ছে স্থান এবং কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ কতোগুলো সামাজিক শৃঙ্খলা। যেগুলো আবার কতগুলো মিশ্রিত ও প্রায়ই পরস্পরবিরোধী নিয়ম, নীতি এবং প্রতীকের সমন্বিতরূপ-যা পর্যায়ক্রমে আধিপত্যবাদী হয়ে উঠেছে অথবা ব্যাপকভাবে এর বিস্তার ও প্রয়োগকে কমিয়ে দেয়া হয়েছে। ভিন্নভাবে, আমরা আবার বলতে পারি, ভূ-রাজনৈতিক ও বাজার প্রতিযোগিতার একটি বহুল আলোচিত আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে বিদেশি রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর অনুপ্রবেশের মাধ্যমে এই সামাজিক প্রক্রিয়াটির বিশেষ ফলাফল গুলো পরিবর্তিতভাবে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও অ-প্রতিষ্ঠানিকরণ এবং পুনঃপ্রাতিষ্ঠানিকীকরণের শিকার হয়েছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায়, লাতিন আমেরিকার স্বাধীনতা-উত্তর ইতিহাস মূলত; বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যের পারস্পারিক দ্বন্দ্ব ও সহযোগিতার ইতিহাস। যেখানে এই সকল প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন সময়ে আধিপত্য পরম্পরায় তাদের সাথে গভীরভাবে জড়িত অভিজাত শ্রেণির অর্থ-সম্পদ ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এটি এমনভাবে চালিত হয়েছে যাতে নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠী তাদের প্রতিদিনের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো নিয়ে বিশেষ প্রতিক্রিয়া জানায় এবং এর পরিবর্তে, এই প্রক্রিয়াগুলোকে শক্তিশালী বা সংশোধিত করে। গ্রাফ-১ বিমূর্তভাবে এই ঐতিহাসিক বিকাশের চিত্র তুলে ধরছে। এই গ্রাফে মূলত; অভিজ্ঞতামূলক তথ্যাবলি সেইভাবে তুলে ধরা হয়েছে-যেভাবে সেগুলো এই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে

>>

ঘটেছে। এছাড়াও এখানে এই অঞ্চলে ঐতিহাসিকভাবে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ধরনের তুলনামুলক স্থিতিশীল সামাজিক শৃঙখলার বিষয়টিও মাথায় রাখা হয়েছে। এভাবে প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও সংস্থাগুলো নতুনভাবে তাদের জীবনকে আবিষ্কারের চেষ্টা করছে এবং তাদের জীবনের অভিজ্ঞতাগুলো বুঝতে চাইছে। অন্য জায়গার মতো লাতিন আমেরিকাতেও এই প্রচেষ্টাগুলো কখনো ঐকমত্যের বা সমতার ভিত্তিতে গৃহীত হয়নি। সেকারণে প্রগতিশীল পরিবর্তনের জন্য অনেক সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে বা ব্যর্থ হয়েছে।

বাস্তবতার নিরিখে এই সাধারণ প্রক্রিয়াটিকে বোঝার জন্য, এই গবেষণাটি বিভিন্ন সময়ে গড়ে উঠা রাষ্ট্রের সাথে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, শক্তিশালী সামাজিক দল, পুঁজিবাদী কর্পোরেশন এবং বিদেশি রাষ্ট্রের সম্পর্কের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। এই সম্পর্কগুলো গ্রাফ-১ এ বর্ণিত আছে। আধিপত্য বিস্ড়্রের জন্য রাষ্ট্রগুলো তাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উপর প্রভাব বিস্ড়্র করেতে চেয়েছে[৩], আর্থিক সচ্ছলতা অর্জন করতে চেয়েছে এবং তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে চেয়েছে। এগুলো করার মাধ্যমে, তারা যতটুকু সম্ভব তাদের জনগণের উপর ক্ষমতার বিস্তার ঘটিয়েছে; পুঞ্জীভূত মূলধন (Regimes of Accumulation) থেকে তাদের অংশটি আহরণ করেছে; এবং অধিক ক্ষমতাশালী বাইরের শক্তিকে বিশেষ সুবিধা দিয়েছে। স্পষ্টভাবে বললে, এই হচ্ছে অবস্থা যেখানে লাতিন আমেরিকার দেশগুলো অন্যদের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পালন করেছে। যদিও স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলে তারা ঋণগ্রস্থ ছিল এবং লাতিন আমেরিকার চার্চ লাতিফুন্ডিও[৪] বা সামরিক শক্তির তুলনায় তাদের শক্তি ও ক্ষমতা কম ছিল ও অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগতভাবে আরোও উন্নত দেশগুলোর ক্রমাগত হস্তক্ষেপ ও হুমকির মধ্যে তাদেরকে থাকতে হয়েছে কিন্তু তারপরেও তারা এসব করতে সক্ষম হয়েছে।

যদি আমরা এই দিক থেকে দেখি যে, ১৮১০[৫] খ্রিস্টাব্দ থেকে লাতিন আমরিকার রাষ্ট্রগুলো যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে এবং ১৫০০ এর দশক থেকে ইউরোপের মডেল রাষ্ট্রগুলো[৬] যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে তা স্পষ্টতই আলাদা। কিন্তু সময় বিবেচনায় না নিয়ে লাতিন আমেরিকাকে সবসময় ইউরোপের মডেল রাষ্ট্রগুলোর সাথে তুলনা করা হয়েছে। এই বিষয়টি মাথায় রাখলেই লাতিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলোতে সামাজিক শৃঙ্খলা কীভাবে তৈরি হয়েছে বা নষ্ট হয়েছে তাকে তাত্ত্বিকরূপ দেয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, ইউরোপ কেন্দ্রিকতাকে সর্বজনীন নীতি ধরলে চলবে না। তবে, ১৮১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে এখন পর্যন্ত রিও গ্র্যান্ডে[৭] থেকে টিয়েরা ডেল ফুয়েগোতে যে ঐতিহাসিক ধারা তৈরি হয়েছে, পরিবর্তন হয়েছে এবং থেমে গেছে সেই পরিবর্তিত নিদর্শনগুলো বিবেচনায় নিয়ে ইউরোপের সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

সরাসরি যোগাযোগ করতে:
ভিভিয়ান ব্রাচেট-মার্কেজ <brachet@colmex.mx>

১. নির্ভরতা এবং বিশ্বব্যবস্থা তাত্ত্বিকদের বাদে যেমন কার্ডোসো ও ফালেটোওয়ালারস্টেইন এবং অ্যারিঘি, পাশাপাশি বোসরপ এবং হিরশম্যান।
২. বর্তমানে বইটির কাজ চলছে। আশা করা যায় ২০২১ খ্রিস্টাব্দের জুলাইয়ের মধ্যে এটি শেষ হবে এবং ২০২২ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি এবং স্প্যানিশ ভাষায় প্রকাশিত হবে।
৩. রাষ্ট্র হচ্ছে এমন একটি সত্তা –যা একচেটিয়াভাবে সহিংসতার বৈধ উপায় হিসেবে তার রাজ্যগুলোর উপর কর্তৃত্ব চালায় এবং রাষ্ট্র সংক্রান্ড় ওয়েবারের এই ধারণাটি এখানে গৃহিত হয়েছে– যা সংজ্ঞাবহ নয় রবং ঐতিহাসিকভাবে সমস্যাপূর্ণ।
৪. লাতিফুন্ডিও হচ্ছে একটি স্প্যানিশ শব্দ যা বৃহৎ জমি সংক্রান্ড় সম্পত্তিকে বোঝায়।
৫. ১৮১০ সালে বুয়েন আয়ার্স ও মেক্সিকোয় স্বাধীনতা যুদ্ধ শুর্ হয়।
৬. তুলনা শুধু করা হয়েছে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স বা প্র্শিয়ার মধ্যে বাকি ২৪ টি ইউরোপীয় দেশের মধ্যে করা হয়নি।
৭. ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মেক্সিকোর অর্ধেকেরও বেশি অঞ্চলকে একীভূত করলে রিও গ্র্যান্ড সর্বাধিক উত্তরের সীমান্ড়ে পরিণত হয়।

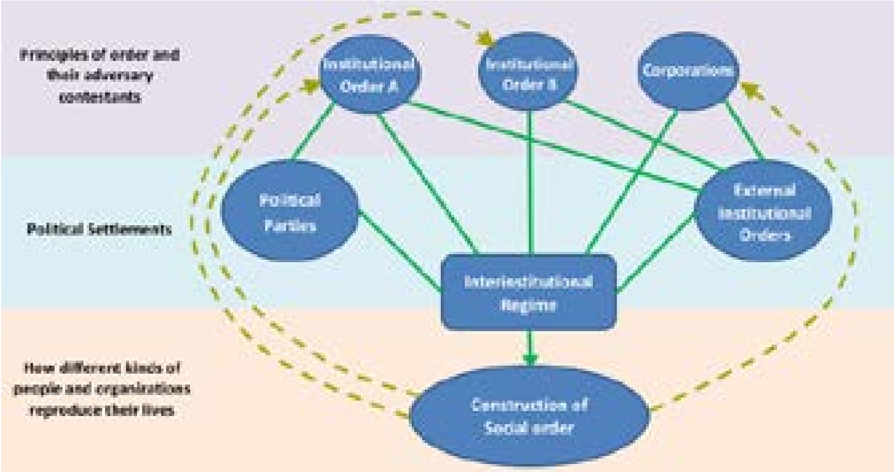

গ্রাফ ১. ক্রেডিট: ভিভিয়ান ব্রাচেট-মার্কেজ।

> আন্ত:নির্ভরতার পুনর্বিবেচনা

সরজিও কস্তা, ফ্রি ইউনিভার্সিটি অফ বার্লিন, জার্মানি

মার্চা দাস মারগারিডাস, ব্রাজিলের মহিলা পল্লী কর্মীদের বিক্ষোভ, আগস্ট ২০১৮
ক্রেডিট: রেনাটা সি মোতা, এফইউ বার্লিন।

> চাপের মুখে সমাজবিজ্ঞান :

সমাজবিজ্ঞানের যাত্রালগ্ন থেকেই প্রতিনিয়ত এটা প্রমাণ করতে হয়েছে যে, সমাজবিজ্ঞানের ফলাফল গুলো অনেক বেশি প্রয়োজনীয় এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্যান্য সমজাতীয় শাখা থেকে আলাদা। সমাজবিজ্ঞান নিজেকে সামাজিক প্রক্রিয়া গুলো পরীক্ষা করার সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে অন্যান্য শাখা থেকে আলাদা করে তোলে। কারণ, সমাজবিজ্ঞান যেকোনো ঘটনার উৎস এবং ব্যক্তিরা কীভাবে এই ঘটনার সাথে সম্পর্কিত তাও বিবেচনা করে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক রূপান্তর এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের বিকাশের ফলে, বর্তমানের সমাজের কাঠামো এবং অর্থব্যবস্থার মধ্যে যোগসূত্র গুলো পর্যাপ্তভাবে উপলব্ধি করতে সমাজবিজ্ঞানের সক্ষমতা বর্তমানে ক্রমশ চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। সে বিষয়ে আমি ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে ক্যাম্পাস প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত ‘পোস্টকলোনিয়ালিটি-ডিকোলোনিয়ালিটি-ব্ল্যাক ক্রিটিক : জয়েন্টস এন্ড ফিশারস’ (Postcoloniality-Decoloniality-Black Critique : Joints and Fissures) শীর্ষক ভলিউমে আলোচনা করেছি।

প্রথমত; সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, অর্থনৈতিক কাঠামো অধ্যয়নের উপর গুরুত্ব হ্রাস করা অথবা সামাজিক প্রক্রিয়া (সংস্কৃতিবাদ) কে বোঝার জন্য কেবল মাত্র সংকেতিক মাত্রার উপর নির্ভর করা। উভয় ক্ষেত্রেই সমাজবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় বিষয় হলো সমাজ-অন্তর্নিহিত কাঠামোর মর্মার্থ এবং উপস্থাপনার মধ্যে মিথষ্ক্রিয়া -যা বর্তমানে হারিয়ে গেছে; যা জার্মান সমাজবিজ্ঞানী হ্যানস-জর্জ সোফনার এবং কার্ল লিচব্লাউ যথাযথভাবে যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন। অর্থনীতিকীকরণ ও সাংস্কৃতিকীকরণের মধ্যকার যোগসূত্রকে ছিন্ন করার ফলে সমাজবিজ্ঞান সমসাময়িক বিশ্বকে বিশ্লেষণ করতে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়-যা বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সমাজবিজ্ঞানীদের কল্পিত আধুনিক সমাজের আদর্শের সাথে কেবল মাত্র সামান্য মিল রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানে আধুনিকতা এমন একটি বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ–যার বিন্যাস নিরাপদ সীমানা এবং স্থিতিশীল পরিচয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন, পাশ্চাত্য ও অ-পাশ্চাত্য; মহিলা ও পুরুষ; দেশি ও বিদেশি; আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী; এবং জার্মানও তুর্কি।

দ্বিতীয়ত; রূপান্তরগুলোর সামাজিক-জীবন এবং সামাজিক প্রক্রিয়া বিশ্বায়নের সাথে সংযুক্ত। এখনোও সমাজবিজ্ঞানে বিশ্ব সমাজকে উপলব্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতিগুলোর অভাব রয়েছে, কারন বিশ্ব সামাজ কেবল মাত্র জাতীয় সমাজের সমষ্ঠী নয়। তাছাড়া, আধুনিকতা কেবল মাত্র পাশ্চাত্য শক্তির দ্বারা গঠিত নয়, যা এই শাখার জন্য সমস্যা তৈরি করে। সমাজবিজ্ঞানে আধুনিকতার ধারণার সাথে পশ্চিমা আধিপত্য অন্তর্ভুক্ত–যা উত্তর-উপনিবেশবাদী তাত্ত্বিকরা ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছেন। তবুও; এই দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন বিষয় ,উদাহরণস্বরূপবলা যায়, বলিউড, হলিউড এবং টেলিনোভ্যালাসের মধ্যকার সংযোগের ফলে একবিংশ শতাব্দীর রোমান্টিকতা অথবা ল্যাটিন আমেরিকাও চীনের পরিধি হয়ে উঠতে পাওে, কল্পনা করতে ও বুঝতে পারে না। সমাজবিজ্ঞান অধিকাংশ সময়ে বৈশ্বিক সামাজিক প্রক্রিয়াকে জানার জন্য তাদের জাতীয় সমাজবিজ্ঞান দ্বারা বাকি অজানা বিশ্বকে জানতে চেয়েছে। এভাবে, সমাজকে বিশ্বসমাজ দ্বারা প্রতিস্থাপন এবং বিশ্বায়নের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ করা হয়। এই নতুন ধারণা গুলো কঠোরভাবে তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলো বজায় রাখে; যদিও এটি একটি নতুন মাপকাঠি। এই ফলাফলগুলোও প্রকৃত ফলাফল থেকে অনেক দূরে ছিল এবং জাতীয় সীমানা ছাড়িয়ে এর কাঠামো এবং অর্থ গুলোর মর্মার্থ উপলব্ধি করতেও অক্ষম ছিল।

তৃতীয়ত; বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে আন্তঃনির্ভরতা। মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পূর্ণাঙ্গ বিকাশের প্রাক্কালে, সমাজ বিজ্ঞানে মানব সমাজকে কেবল মাত্র পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে নিয়ে একটি সামষ্টিক সমাজ হিসাবে বিবেচনা করতো। এটি মানবতাবাদের বাইরে গবেষণার ক্ষেত্রে তিন দশকের জ্ঞানতাত্ত্বিক অগ্রগতির

>>

বিরোধিতা করে–যা উদ্ভিদও প্রাণির প্রফুল্লতা এবং নিদর্শন গুলোসহ মানব ও অ-মানবের মধ্যে পরস্পরের নির্ভরতার জালকে তুলে ধরেছে। কারণ, এটি তাদের পরিবেশ থেকে পৃথক সমাজ গুলোর বিশ্লেষণ করে এবং সম্পর্কের জালগুলোকে উপেক্ষা করে– যে গুলো মানব ও অন্যান্য জীবনের রূপগুলোকে সংযোগহীনভাবে সংযুক্ত করে (যেমন, আমাদের মানবদেহের মধ্যে অনেক ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া থাকে এবং উদ্ভিদ ও প্রাণি আমাদের মাঝে প্রতিনিয়ত 'অন্তর্নির্মিত' এবং মিথস্ক্রিয়া করে)। সমাজবিজ্ঞান বিভিন্ন প্রজাতির আন্তঃনির্ভরতার সাথে জড়িত অত্যাবশ্যক (এবং অবশ্যই প্রাণঘাতী!) প্রক্রিয়া গুলো ধরতে সক্ষম নয়; এটি বর্তমান কোভিড-১৯ মহামারীতে বিশেষত; স্পষ্ট হয়ে উঠেছে–যা ক্যাথারিন প্রাইস ২০২০ খ্রিস্টাব্দে পোস্টডিজিটাল সায়েন্স অ্যান্ড এডুকেশন জার্নালে প্রকাশিত তাঁর 'When Species and Data Meet' – নামক প্রবন্ধে তা তুলে ধরেছেন।

>ল্যাটিন আমেরিকার অবদান :

ল্যাটিন আমেরিকার সমাজতাত্ত্বিক ঐতিহ্য এবং সেখানে বিকশিত বিভিন্ন চিন্তার ধারার গুণগত অবদান এবং প্রতিচ্ছবি রয়েছে–যা সমাজবিজ্ঞানের এই চ্যালেঞ্জ গুলো কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করতে পারে। কাঠামো, সামাজিক অর্থ এবং উপস্থাপন গুলোর মধ্যে সংযোগ সম্পর্কে গবেষণা অন্তত ১৯৫০ –এর দশক থেকে লাতিন আমেরিকার সমাজবিজ্ঞানে উপস্থিত রয়েছে। রোডলফো স্টেনহেগেন, ফ্লোরস্তান ফার্নান্দেস এবং হেলিয়েট সাফিয়োটির মনো-সমাজ বিজ্ঞানীরা গবেষণা করেছিলেন যে, বহু বছর আগে আন্তঃসামাজিক শ্রেণি (intersectionality) শব্দটি সামাজিক বিজ্ঞানের শব্দভাণ্ডারে প্রবেশ করেছিল–যা কীভাবে জাতিসত্তা ও শ্রেণি; বর্ণ ও শ্রেণি; এবং লিঙ্গ ও শ্রেণি একত্রিত হয়ে সামাজিক কাঠামোর অবস্থান প্রকাশ করার পাশাপাশি নিজদের স্ব-প্রতিনিধিত্ব এবং কর্মের রূপগুলো প্রকাশ করে। আর্জেন্টিনার সমাজবিজ্ঞানী এলিজাবেথ জেলিন ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে Global Entangled Inequalities. Conceptual Debates and Evidence from Latin America শীর্ষক প্রবন্ধটি রাউটলেজ থেকে প্রকাশ করেন–যেখানে তিনি এই বিতর্কগুলো পুনর্গঠন এবং আধুনিকায়ন করেছেন।

সামাজিক প্রক্রিয়া এবং সামাজিক জীবনে বিশ্বায়নের প্রভাব আলোচণা করতে গিয়ে নির্ভরতা তাত্ত্বিকরা এবং তাদের উত্তরসূরিরা বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক কাঠামোর সাথে সামাজিকতার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং পাশাপাশি উপনিবেশবাদ এবং দাস সমাজ ব্যবস্থা থেকে সমসাময়িক অর্থ পুঁজিবাদ সমাজ ব্যবস্থা পর্যন্ত তাদের ঐতিহাসিক গঠনতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন, যেগুলো আমি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে 'Current Sociology'-তে প্রকাশিত The research on modernity in Latin America: Lineages and dilemmas শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা করেছি।

এমনকি; সমাজবিজ্ঞানের আন্তঃনির্ভরতা বিশ্লেষন করা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জের, কারণ ল্যাটিন আমেরিকা মূলত তাদের ঐতিহ্যের সাথে সংযুক্ত ধারণাগুলো কে অধিক গুরুত্বদেয়। এর মধ্যে কিছু ধারনা ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিকভাবে প্রচারিত, যেমন; এমেরিন্ডিয়ান দৃশ্যবাদ (Amerindian perspectivism) –যা বিশিষ্ঠ নৃবিজ্ঞানী এডুয়ার্ডো ভিভিরোস দে কাস্ত্রোর সাহিত্যে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, এবং 'সুস্থ থাকি আন্দোলন' (buen vivir) –যা মূলত আন্দিয়ান অঞ্চলে বিকশিত হয়েছে। চিন্তার এই স্রোতে মানুষ এবং অ-মানুষের মধ্যে আন্তঃনির্ভরতা গুলো মূলত বর্ণনামূলক-বিশ্লেষণাত্মক স্তরে এবং গ্রহণগত নৈতিকতার আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচিত হয়।

এই ঐতিহ্য এবং নিদর্শনগুলো স্পষ্টতই বিভিন্ন সম্ভাবনার প্রস্তাব দেয়। তবে, ল্যাটিন আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানে আলোচিত বিভিন্ন স্তরের আন্তঃনির্ভরতা অধ্যয়নের জন্য অনুশাসন হিসাবে সমাজবিজ্ঞান পুনর্নির্মাণে প্রাসঙ্গিক ভূমিকা যে পালন করবে তা নিশ্চিত করে না। এই পুনর্গঠনে অংশ নিতে ল্যাটিন আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানের অবশ্যই এই ঐতিহ্যগুলো পুনরায় দেখতে হবে এবং তাদের সমসাময়িক তাত্ত্বিক বিতর্কের শব্দভাণ্ডারে অনুবাদ করতে হবে। একাডেমিক ও নন-একাডেমিক জ্ঞানের উদ্ভাবক দক্ষিণ ও উত্তরাঞ্চলীয় সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে সমান্তরাল সহযোগিতা এবং সহযোগিতার নতুন ধারা তৈরি করাও প্রয়োজনীয়। এই জোট গুলোর উপর সমসাময়িক সমাজবিজ্ঞানের পুনর্গঠন করতে ল্যাটিন আমেরিকার অবদানের গুণমান এবং বিশালতা নির্ভর করে।

সরাসরি যোগাযোগ করতে:
সরজিও কস্তা <sergio.costa@fu-berlin.de>

> উপেক্ষার যুগ: সংকট সিস্টেম তত্ত্ব

আলদো মাসকারেনো, সেন্টার ফর পাবলিক স্টাডিজ, চিলি

ক্রেডিট: লি লিন আনস্প্ল্যাশ।

বিগত পাঁচ বছরে আমার গবেষণার উল্লেখযোগ্য দিক ছিল জটিল সামাজিক সংকটের একটি সিস্টেম তত্ত্বের রূপরেখা প্রণয়ন করা। ফরাসি বিপ্লবের সময় হতেই সংকটের ধারণাটির সাথে আষ্টে-পিষ্ঠে যুক্ত ছিল সমালোচনা, ক্রিটিক্যাল তত্ত্ব, সংকট ও সমালোচনার পার্থক্যকে তাত্ত্বিক এবং রাজনৈতিক অনুশীলনের একক হিসেবে গ্রহণ করেছে। বস্তুত; সিস্টেম তত্ত্ব কৌশলের সাথে সংকটের ধারণাটিকে এড়িয়ে গিয়েছে। লুহম্যান মনে করেন যে, সংকট হলো আধুনিক সমাজের আত্মস্বীকৃত নেতিবাচক রূপ–যা সাম্প্রতিক কালে ক্রিটিক্যাল সিস্টেম তত্ত্বের বাস্তব রূপ লাভের সম্ভাবনার পূর্ব পর্যন্ত সংকট কৌশল সিস্টেম ও পরিবেশের মূল্যবান ফলাফল হিসেবে অপ্রকাশিত ছিল। তবে, জটিল সামাজিক সমস্যাগুলো একবিংশ শতাব্দীর স্বাক্ষর স্বরূপ।

>আধুনিক সমাজের অন্ধকার দিক:

আধুনিক সমাজের অন্ধকার দিকটি বিগত দুই দশকে পুর্ববতী দশক গুলো থেকে নির্দিষ্ট নাটকীয়তাসহ গুণগতভাবে থেকে ভিন্ন সুরে নিজেকে প্রকাশ করেছে। প্রথাগতভাবে যেটা আমরা সংকট হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছি; সেগুলো অপ্রত্যাশিতভাবে সামাজিক বিবর্তনে বলিষ্ঠতা, প্রসারতা ও পর্যায়ক্রমতা পেয়েছে। সেই সময় আমরা অতীব জটিল সামাজিক সংকটের শিকার হয়েছিলাম– যা আমাদেরকে নাটকীয়ভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আধুনিক সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্বব্যাপী পারস্পারিকভাবে সংযুক্ত ও বহু স্তরায়িত সমস্যায় জর্জরিত এবং অপ্রত্যাশিত ফল রুখতে ব্যর্থ। এটা দুর্বোধ্য নয় যে, বিশ্বের অন্য কোথাও ঘটে যাওয়া ঘটনার জন্য বৈশ্বিক আধুনিকায়ন এমনভাবে সারাবিশ্বের মানবসমাজকে আন্দোলিত করে যে, তারা অসহযোগী এবং অসহিষ্ণুহতে বাধ্য হয়।একারণে আমি উপরোক্ত সংগঠনগুলোকে ‘উপেক্ষার যুগ’ হিসেবে অভিহিত করেছি।

বিশ্বযুদ্ধের শতাব্দীর গোধুলি লগ্নে, ইউরোপীয় গণহত্যা (the Holocaust) এবং মানবাধিকারের উত্থান কে কেন্দ্র করে যে আশা, চেরনোবিল ছিল এই নতুন নেটওর্য়াক ভিত্তিক ও উত্তর স্থানিক যুগের প্রথম বিস্ময়কর নিদর্শন । অতঃপর, সেই উত্তাল উপেক্ষার যুগের সূচনা ঘটলো। প্রথমত; আমরা একটি বিস্তৃত ও স্ব-সুরক্ষিত আধুনিকতার প্রতীকী পতন দেখে শিহরিত হয়েছি– যেখানে সাধারণ উড়োজাহাজ গুলো গণ ধ্বংসযজ্ঞের প্রতীক হিসেবে সম্পূর্নভাবে নিচিহ্ন করে দেয় সেই আধুনিকতা। টুইন টাওয়ারের পতন ছিল উপেক্ষার যুগের সাদর অভ্যর্থনা। গত বিশ বছরেও কেবল নতুন শতাব্দীর শৈশবাবস্থায় লন্ডন, মাদ্রিদ, নিস, প্যারিস, বোস্টনে বেশ কয়েকবার হামলা ও মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, এশিয়া লাতিন আমেরিকায় গণহত্যা এবং মানবাধিকালজ্ঞনের ঘটনা দেখে আমরা বিস্মিত ও হতবাক হয়েছি! সেখানে লুকিয়ে থাকার কোনো জায়গা ছিল না। কেবল স্বগৃহই অপেক্ষাকৃত সুরক্ষিত জায়গা বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দের আর্থিক সংকট, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান পরিণতি, ধর্মীয় মৌলবাদের সম্প্রসারণ এবং ভিন্ন মতাদর্শিক, ভয়ানকভাবে বিদেশাতঙ্কের জনপ্রিয়তা, আমাদের শিখেয়েছিল যে, এমনকি স্বগৃহ ও উপেক্ষার অতি সহজ লক্ষ্যবস্তু হতে পারে।

২০০৮ খ্রিস্টাব্দের অর্থনৈতিক মন্দা ছিল অবিচ্ছিন্ন উপেক্ষার যুগের ব্যবস্থাপনার একটি স্পষ্ট বিপর্যয়; অতি মাত্রায় আন্তঃসংযোগ ও অত্যাধিক কাঠামোগত সমজাতীয়তা বিশ্বকে আরোও সংকীর্ণ করেছে এবং বেশি করে বহুমাত্রিক অস্থায়ী আদর্শিক উদ্বেগের প্রতি মনোযোগী হতে বাধ্য করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে জলবায়ুগত অবস্থার আকস্মিক এবং পরিবেশ বিপর্যয়কারী পরিবর্তন মহাশূন্যে পৃথিবীর আন্তঃসংযোগ অবস্থার প্রমাণ করেছে, পরিবেশবান্ধব টেকসই উন্নয়নের জন্যআন্তর্জাতিক চুক্তিনামা কি শুধু ইতিবাচক রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তির নিদর্শন নাকি সেগুলো কেবল এক ধরনের আদর্শগত মান-নির্ধারণী যৌথ সিদ্ধান্ত–এ বিষয়ে ক্রমাগত প্রশ্ন উঠেছে। অন্যদিকে; ধর্মীয় মৌলবাদের আঞ্চলিক ও সার্বিক বিস্তৃতি এবং পশ্চিমা জীবন ধারার কেন্দ্র গুলোর সাথে তাদের সম্পৃক্তি প্রথাগত সীমান্ত নিয়ন্ত্রণের অক্ষমতাকে দৃশ্যমান করেছে। তারা বিশেষত; পরিণামবাদী হতাশ তরুণদের লক্ষ্য করে প্রেরণামূলক বক্তৃতার মাধ্যমে মানবাধিকারের সামান্য লজ্ঘনের ভিত্তিতে সামনে অগ্রসর হচ্ছে। সস্তা জনপ্রিয়তা, শাভেজ-মাদুরো শাসনামলের মূলধারার বামপন্থী অভিজ্ঞতা থেকে ডানপন্থী ধারার লে পেন, ট্রাম্প এবং বলসোনারো জাতীয়তাবাদী, বিদেশাতঙ্কক বিতর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য অবিচ্ছিন্ন উপেক্ষার যুগের আদর্শিক লজ্ঘনকে কাজে লাগিয়ে বহিঃর্বিশ্বের চাপ ও অন্যায় দাবি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার চেষ্ঠা করেছে।

>সমালোচনামূলক রূপান্তর তত্ত্ব :

সম্ভবত একবিংশ শতাব্দীর ভবিষ্যত ঐতিহাসিকগণ ২০১১ খ্রিস্টাব্দ আধুনিক আদর্শিক চেতনার প্রথম

>>

‘বৈশ্বিক আধুনিকতা দুনিয়ার সর্বত্র হতাশা আর বিস্মৃতির অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হচ্ছে; অন্যত্র ঘটছে এমন কাজের ফল ভোগ করছে মানুষ। আমি এটাকে ‘উপেক্ষার যুগ’ হিসেবে অভিহিত করি।’

প্রতিক্রিয়া হিসেবে পর্যবেক্ষণ করবে। এই সন্ধিক্ষণের পূর্বে অবশ্যই সতর্কতা সংকেত ছিল। যেমন, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশে কালার রেভল্যুশন (প্রতীকী রঙিন বিপ্লব), ২০০০ খ্রিস্টাব্দের যুগোস্লাভিয়ায় শুরু হয়ে এবং ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে পারস্য উপদ্বীপে সৃষ্ট দাঙ্গা যার মধ্যে অন্যতম। কিন্তু ২০১১ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বব্যাপী উপেক্ষার বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলনের শক্তিশালী ঢেউ দেখে; ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলন, ইন্ডিগানডোস বিক্ষোভ (স্পেন), মধ্য ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার দাঙ্গা এবং অবশ্যই আরববসন্ত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ার অবনমিত প্রকাশ ছিল। বিগত বছরগুলোতে মধ্যপ্রাচ্য থেকে ইউরোপে, মধ্য আমেরিকা থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ক্রমাগত অভিগমণ এবং হাইতি ও ভেনিজুয়েলার ধসে পড়া রাজ্য গুলো থেকে লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে প্রস্থান ছিল এই আদর্শিক পদক্ষেপের প্রধান কারণ। এক কথায়, মানুষ শুধু বেঁচে থাকার মধ্যেই নয় বরং আদর্শিক প্রত্যাশাগুলির পূর্ণতায় ও অনুপ্রেরণা খুঁজে পায়– যার প্রতিশ্রুতি সর্ব প্রথম আধুনিকতাই দিয়েছিল এবং পরেও তা উপেক্ষা করেছে।

এই জাতীয় জটিল ঘটনার মুখোমুখি হয়ে আমার কাছে মনে হয়েছে যে, অন্যান্য তত্ত্বের তুলনায় সামাজিক সিস্টেম তত্ত্বের কিছু সুবিধা রয়েছে। প্রথমত; এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত বিশ্বব্যবস্থার বিকাশের উপর জোর দেয়–যার নিয়ন্ত্রণ প্রায়শই মানব সম্ভাবনা ও জাতীয় নিয়ন্ত্রণকে অতিক্রম করবে। দ্বিতীয়ত; তত্ত্বটি আমাদের দেখায় যে, স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রবল পারস্পারিক নির্ভরতার জন্ম দেয় ও স্বায়ত্তশাসন এবং পারস্পারিক নির্ভরতার সংমিশ্রণ থেকে আমরা কর্মের চেয়ে বরং বেশি দ্বন্দ্ব ও অসঙ্গতি প্রত্যাশা করতে পারি। তৃতীয়ত; তত্ত্বটি এটা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, সিস্টেম গুলো আন্তঃদেশীয় ভাবে কর্ম সম্পাদন করে– যাতে তাদের নির্বুদ্ধিতা ও দূরবর্তী অঞ্চলকে অবহেলার কারণে সমগ্র অঞ্চলের পতন ঘটতে পারে এবং চতুর্থত হলো, সিস্টেম তত্ত্ব আমাদের এটা সতর্ক করে দিয়েছে যে, যেকোনো উপায়ে সমাধানোপযোগী সকল অসঙ্গতির চেয়ে আজকের সময়ের প্রকাণ্ড জটিলতা ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার মধ্যেই আমাদেরকে স্ব-বিরোধী অবস্থানে বেঁচে থাকতে হবে।

আমার গবেষণায় আমি গত দশক গুলোর জটিল সামাজিক ব্যবস্থার সংকট গুলোর মুখোমুখি হওয়ার জন্য একটি উপায় উপস্থাপন করি–যা তাদের বলিষ্ঠতা, প্রসারতা এবং পর্যায়বৃত্তির কারণ গুলো উন্মোচন করতে পারে। এটা করার জন্য আমি সংকটের ধারণাটির বদলে সমালোচনামূলোক রূপান্তরকে বেছে নিয়েছি–যা পাশাপাশি জটিলতা তত্ত্বের পরীক্ষামূলক গবেষণার জন্য সাম্প্রতিক কিছু উন্নয়নের ঘটনা (বাস্তুসংস্থান, পদার্থবিদ্যা, নকশাতত্ত্ব) সংগ্রহ করেছি– যা সাধারণত সমাজবিজ্ঞানে অজানা। পদ্ধতিগত কাঠামোর মধ্যে একটি আংশিক তত্ত্বের নকশার মাধ্যমে-যেমন, সমালোচনামূলোক রূপান্তর তত্ত্ব- আমি এক নতুন ধরনের জটিল প্রপঞ্চের জবাব দিই: উপেক্ষার যুগের পুনরাবৃত্তি এবং নিয়ন্ত্রণের অসাধ্য সংকট। ■

সরাসরি যোগাযোগ করতে:
আলদো মাসকারেনো <amascareno@cepchile.cl>

> ল্যাটিন আমেরিকার নব্য উদারবাদ বিষয়ে গবেষণামূলক অনুসন্ধান[১]

ভেরোনিকা গ্যাগো, ইউনিভার্সিটি অব বুয়েন্স আয়ার্স-ইউএনএসএএম-সিওএনআইসিইটি, আর্জেন্টিনা

আমার লেখা বই Neoliberalism from Below: Baroque Economies and Popular Pragmatics[২] তে যে বিষয়গুলো অনুসন্ধান করা হয়েছে, তা হলো; নব্য উদারবাদের ধারণাকে বর্ণনা করার চেষ্টা, আমাদের অঞ্চলের সাথে এটার ঐতিহাসিক সম্পর্ক নির্ণয়, নব্য উদারবাদ নিয়ে তাত্ত্বিক বিতর্কগুলোকে আরো সুনিপুণভাবে তুলে ধরা, এবং লড়াই/সংঘাতের উপর ভিত্তি করে নব্য উদারবাদের বুৎপত্তিগত পরিবর্তনগুলো চিহ্নিত করা। আমার এ আলোচনার উদ্দেশ্য হলো – নব্য উদারবাদকে কেবল বাজার ব্যবস্থার সমার্থক এবং রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিপরীত ধারণা হিসেবে যে তথ াকথিত ব্যাখ্যা প্রচলিত তার বিরুদ্ধে যুক্তি তুলে ধরা। এছাড়া, নব্য উদারবাদ নিয়ে পক্ষ-বিপক্ষে আলোচনার মাধ্যমে ল্যাটিন আমেরিকাতে উত্তর-নব্য উদারবাদের চিত্র কেমন সে বিষয়টিও এ বইটি তে আলোকপাত করা হয়েছে।

>নিম্নস্তরে নব্য উদারবাদের চিত্র

সমাজের উচু স্তর থেকে আগত কাঠামোগত পরিকল্পনার কর্মপন্থা হিসেবে নব্য উদারবাদের যে তথাকথিত সংজ্ঞায়ন বা সংজ্ঞার্থ; আমার লেখায় এ ধারণার বাইরে গিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি, 'নিম্নস্তরে নব্য উদারবাদের চিত্র' বিষয়ক যে সূত্রটি আমি প্রস্তাব করেছি সেটি ব্যাখ্যার জন্য নব্য উদারবাদের কারনে সৃষ্ট মালিকানাভিত্তিক অধিকারচ্যুতির ঘটনাকে প্রতিরোধ করা এবং নব্য উদারবাদ পুনর্গঠনের জন্য অন্যতম চেষ্টাগুলোকে শনাক্ত করা প্রয়োজন। এর আলোকে নব্য উদারবাদ নিয়ে ধরা বাধা পঠন-পাঠন এবং বিশ্লেষণ যেগুলো নব্য উদারবাদকে সমাজের নিম্ন স্তরের মানুষের আত্ম--প্রকাশের নিশ্চিত পরাজয় হিসেবে বোঝাতে চায় - সেগুলো নিয়ে আমার আপত্তি তুলে ধরেছি।

অপরপক্ষে, আমি নব্য উদারবাদ নিয়ে পক্ষ-বিপক্ষের বহুমাত্রিক আলোচনায় আগ্রহী যেখানে নব্য উদারবাদকে রাজনৈতিক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে দেখার চেয়ে আরো গভীর যুক্তি-তর্ক দিয়ে বোঝার প্রয়াস রয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় , নিম্ন স্তরে নব্য উদারবাদের স্বরূপ ও কার্যক্রম নিয়ে আমি গবেষণা করেছি যেখানে 'বারোক অর্থনৈতিক পদ্ধতি'র কথা উল্লেখ করেছি। মূলত কর্ম সম্পাদনের সময় ও নিয়ম মাফিক যুক্তি, অনুন্নত জায়গায় উৎপাদন কার্যক্রম এবং সাধারণ জনগণের দ্বারা গৃহীত উদ্যোগসমূহ এ বিষয়গুলোতে বৈচিত্র্যময়তার উপস্থিতি বোঝাতে 'বারোক অর্থনৈতিক পদ্ধতি' নামক পরিভাষাটি ব্যবহার করা হয়। আমি মনে করি, জনপ্রিয় অর্থনৈতিক কার্যক্রমগুলোকে সংঘর্ষের ক্ষেত্র হিসেবে রাজনৈতিক নির্মাণের যে প্রক্রিয়া সেটি নামকরণের একটা উপায় হলো 'বারোক অর্থনৈতিক পদ্ধতি'। সংঘর্ষ ক্ষেত্র বলার কারণ হলো - এরকম অর্থনৈতিক পরিবেশের মধ্যে 'নব্য উদারবাদী ন্যায়সঙ্গত কার্যক্রম' (পিউর মার্কেন্টাইল ক্যালকুলাসের একটি অনুমিত রীতি) কে যথাযথভাবে ব্যবহার ও প্রয়োগ করা হয়, আবার কখনো এগুলোকে নির্মূল করে দেয়া হয়, রূপান্তরিত করা হয় এবং পুনরায় চালু করা হয়। এবং এসকল কর্মকাণ্ডগুলো তাঁরাই করে যাদের কে নব্য উদারবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা কেবল ক্ষতিগ্রস্থ বা শোষিত মনে করা হয়।

নব্য উদারবাদের অন্তর্নিহিত কোন্দল বা এর বিরুদ্ধে লড়াই যেটাই হোক না কেন এগুলো মূলত; মানুষকে তাঁর মালিকানাভিত্তিক অধিকার চ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াই এবং ঐ ধরনের আর্থিক সংগঠন বা কাঠামোর বিরুদ্ধে লড়াই যারা মালিকানাভিত্তিক অধিকার চ্যুতির বিরুদ্ধে এক ধরনের ব্যক্তিগত পর্যায়ের সমাধান হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার পাশাপাশি নতুন উপায়ে আর্থিক নিপীড়নের একটি পন্থা হিসেবেও সমাজে জায়গা করে নেয়। এধরনের চর্চাগুলো নব্য উদারবাদী অবস্থার ব্যাখ্যাকরণ ও যথাযথ ধারণা তৈরির ক্ষেত্রে মানা-না মানার যে দ্বন্দ্ব সেটিকে আরো বৈচিত্র্যময় এবং দুর্বোধ্য করে তুলেছে।

যদি আমরা মেনে নেয় যে নব্য উদারবাদ শুধু লড়াই--সংগ্রামের সেই সব নির্দিষ্ট ধাপেই রূপ পরিবর্তন করে যেগুলো মূলত নব্য উদারবাদের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মাত্রাকে আরো বাড়িয়ে দেয়; সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো, আমরা কীভাবে নব্য উদারবাদের দৃঢ়তা ও পুনর্গঠনের রূপগুলো শনাক্ত করবো এবং কীভাবে এ ধরনের ধারনাকে লালন করবো যে জীবন ও মূলধনের সমতার মাধ্যমে নব্য উদারবাদ যেকোনো দ্বান্দিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারে? আরো সহজ ভাষায় বলতে গেলে- নব্য উদারবাদ কোন ধরনের দ্বান্দিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারে এবং কোন ধরনের দ্বন্দ্বের মুখে এটি নতুন রুপ ধারণ করে?

>নব্য উদারবাদের প্রতি নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

আমার সাম্প্রতিক গবেষণাকর্ম গুলোতে নব্য উদারবাদের প্রতি নারীবাদী পঠন-পাঠন নিয়ে বিশদভাবে আলোকপাত করেছি। এর মধ্যে সাম্প্রতিক প্রকাশিত দু'টি বই উল্লেখযোগ্য: একটির নাম A Feminist Reading of Debt (সহ-লেখক, লুসি ক্যাভালেরো)[৩] এবং অপরটি নাম La Potencia Feminista[৪]। নব্য উদারবাদ বিষয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা সমসাময়িক নারীবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট হয়ে উঠেছে এবং এটি নারীবাদের বৈশ্বিক রূপলাভের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠেছে। নারীবাদের এরকম বৈশ্বিক রূপলাভের পেছনে কারণ হলো, প্রথমত; নব্য উদারবাদের যে দ্বান্দিক বিষয় গুলো অতীতে স্পষ্টভাবে বোধগম্য ছিল না সে গুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শনাক্ত করা এবং দ্বান্দিক বিষয়গুলোর মধ্যকার সম্পর্ক নিরূপণের অন্যতম ব্যাখ্যাযোগ্য উপাদান হলো এর নারীবাদী বিশ্লেষণ। দ্বিতীয়ত; নব্য উদারবাদ যেভাবে দ্বান্দিক অবস্থাকে বোঝাতে চায় বা যেভাবে বহু-সংস্কৃতিবাদ অথবা নিচু স্তরের অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে দ্বন্দ্ব-সংঘাতগুলোকে দমিয়ে রাখতে চায়; নারীবাদী বিশ্লেষণে তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে সেগুলোকে চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব। সর্বশেষ, বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে নারীবাদের স্বগৌরব জনপ্রিয়তার বিরুদ্ধে যে রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়াগুলো লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিশেষত; ল্যাটিন আমেরিকাতে নব্য উদারবাদ বিষয়ক নারীবাদী বিশ্লেষণ তার উচিৎ জবাব দিতে সক্ষম হয়েছে।

>>

‘পুরুষতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যকার সম্পর্ক এমনভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, যা প্রজনন শ্রমের উপর আরো বৃহত্তর বৈশ্বিক নির্ভরশীলতা প্রকাশ করে। নব্য উদারবাদ কেন এ ধারায় পরিবর্তিত হচ্ছে?’

এ পরিপ্রেক্ষিতটি নব্য উদারবাদের সাংঘর্ষিক বিষয়গুলো নিয়ে পাঠের একটি কাঠামো দাঁড় করেছে যেখানে কাঠামোগত পুনর্গঠনের বিভিন্ন কর্মসূচিগুলো বিবেচনা করা হয়েছে। এছাড়া, কাঠামোগত পুনর্গঠনের বিভিন্ন কর্মসূচির ফলে নিচু স্তরের মানুষগুলো অনিশ্চয়তায় জীবনযাপন করলেও অধিকারচ্যুত অবস্থার মধ্যেই নিজেদের উন্নতির জন্য লড়াই করে। এ মানুষগুলো নিজেদের উন্নতিকল্পে যে উৎপাদন কার্যক্রম চালায়; তার মধ্যেই কীভাবে শোষণ-নিপীড়নের বীজ তৈরি হয় সেটিও নব্য উদারবাদের সাংঘর্ষিক বিষয় নিয়ে পাঠের একটি অন্যতম দিক।

আমি সহিংসতার চারটি দিক নিয়ে কাজ করি: এক. শ্রম বাজারে সুবিধাজনক কর্মাবস্থান থেকে বঞ্চিত হওয়া, পরিবারের প্রধান অর্থ উপার্জনকারীর সংকটকালীন অবস্থার মধ্যে থাকা এবং তৎপরবর্তী কর্তৃত্ব হারানোর ফলে গৃহে অভ্যন্তরীণ সহিংসতা; দুই. অন্যান্য সম্পদের সরবরাহকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে অবৈধভাবে বিস্তৃত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে গড়ে ওঠা আশেপাশের অর্থনৈতিক খাতগুলোর কর্তৃত্ব ধরে রাখার কৌশল হিসেবে নতুন নতুন সহিংসতা সংগঠিত করার ধরন; তিন. আন্ত:দেশিয় সংস্থা দ্বারা সাধারণ জমি ও সম্পদের মালিকানা অধিকার হরণ ও লুটপাট, এবং এর পরিণতিস্বরূপ অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলোর অধিকার হরণ ও বিকশিত হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা বিশ্লেষণ; এবং চার. সামাজিক জীবনকে আর্থিকীকরণ করা যার মূল মন্ত্র, বিশেষত ঋণ দাতাদের মাধ্যমে, সে সকল শোষণ-বঞ্চনা এবং শোষণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে লাভ অর্জনের বিভিন্ন ধরন নির্ধারণ ও সম্পর্ক নির্ণয়।

নব্য উদারবাদের সাম্রাজ্যবাদী দিক (যে ধারণাটি ইউরো-আটলান্টিক অঞ্চলের পরিপ্রেক্ষিতে কখনোই নেতিবাচকভাবে দেখা হয় না) বোঝার পাশাপাশি এর সাথে সম্পর্কিত সহিংসতার মূল উৎস খোঁজার জন্য নব্য উদারবাদ ও নিষ্কাশনবাদ ধারণা দু’টিকে একসাথে বিশ্লেষণ করা আবশ্যক।

নারীবাদী বিশেষজ্ঞদের অনেকে মনে করেন, পুরুষতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যকার সম্পর্ক ধীরে ধীরে একটি ধারণার উৎপত্তি ঘটিয়েছে যে মজুরিবিহীন গার্হস্থ্য বা সাংসারিক কাজের উপর বৈশ্বিক নির্ভরশীলতা অনেক বেশি। এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জাগে - কেন এভাবে নব্য উদারবাদ পরিবর্তিত হচ্ছে?

>আর্থিক নিষ্কাশনবাদ

সাম্প্রতিক আমি দেখার চেষ্টা করেছি যে উৎপাদন ও প্রজনন সংক্রান্ত কাজ কে পুনর্গঠনের জন্য কীভাবে অর্থায়ন কার্যক্রম অভিনব সব উপায় অবলম্বন করেছে। কিন্তু ল্যাটিন আমেরিকার গার্হস্থ্য অর্থনীতি, মজুরিবিহীন অর্থনীতি এবং ঐতিহাসিক ভাবে স্বীকৃত অনুৎপাদনশীল অর্থনীতি থেকে ঋণ কার্যক্রম কীভাবে আর্থিক লাভ তুলে আনতে পারে - এটি বোঝার জন্য, নিংড়িয়ে আর্থিক লাভ তুলে আনার পাশাপাশি অসম্পূর্ণ জেন্ডার ম্যান্ডেটগুলোর নৈতিক স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠার প্রধান মাধ্যম আর্থিক সংগঠনগুলো সেটি আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে। এটি উৎপাদন ও প্রজনন সংক্রান্ত কাজের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের একটি অন্যতম দিক। আমরা ব্যাখ্যা করেছি (গ্যাগো ও ক্যাভালেরো ২০২০) জেন্ডার ম্যান্ডেটগুলোর সুযোগ নিয়ে কীভাবে এই ঋণ ব্যবস্থা দৈনন্দিন প্রজনন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখেছে এবং নারীবাদী চর্চার সুযোগ নিয়ে নারী, লেসবিয়ান, ও তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক মুক্তির প্রতিও আগ্রহ তৈরি করছে। আর্থিক ব্যাপারগুলো মূলত কারিগরি জটিলতার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়, দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব ফেলে এবং দৈনন্দিন প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। তাই আর্থিক ব্যাপার কে বুঝতে হবে পুঁজির নিষ্কাশনক্ষম যুক্তি দিয়ে যাকে আমরা ‘আর্থিক নিষ্কাশনবাদ’ বলি।

আমি যেমনটি বুঝেছি যে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর মাধ্যমে আরো কিছু বিষয় উঠে এসেছে। যেমন, বহুল পরিচিত আদিবাসী, ভিন্নমতাবলম্বী, অস্বাভাবিক এবং কালোর পাশাপাশি আরো অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ও এলাকার ভিত্তিতে বর্তমানে নারীবাদী আন্দোলনগুলো পরিচালিত হয়। নব্য উদারবাদের বার বার নতুন নতুন রূপে হাজির হওয়ার যে ক্ষমতা (আর্থিকীকরণের অসীম কল্পনা) তৈরি হয়েছে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর অন্যতম উপাদান হলো এসকল নারীবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে তৈরি হওয়া সামষ্টিক পরাধীনহীনতা। ■

সরাসরি যোগাযোগ করতে:
ভেরানিকা গাগো <verogago76@gmail.com>

১. ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন লিজ ম্যাসন-ডিজি।

২. মূল গ্রন্থটি ২০১৪ খৃষ্টাব্দে Tinta Limón কর্তৃক আর্জেন্টিনায় প্রথম প্রকাশ পায় এবং পরবর্তীতে ২০১৫ খৃষ্টাব্দে Traficantes de Sueños-এর মাধ্যমে স্পেন-এ প্রকাশিত হয় ; ২০১৭ খৃষ্টাব্দে Duke University Press কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রে (অনুবাদক: Liz Mason-Deese); ২০১৮ খৃষ্টাব্দে Autodeterminación Editorial কর্তৃক বলিভিয়ায়; Editora Elefante (অনুবাদক: Igor Peres) কর্তৃক ব্রাজিলে এবং ২০২০ খৃষ্টাব্দে Raisons d'Agir (অনুবাদক: Mila Ivanovic) কর্তৃক অন্যান্য প্রবন্ধের সাথে সংক্ষিপ্ত আকারে ফ্রান্সে প্রকাশিত হয়।

৩. Rosa Luxemburg Foundation কর্তৃক ২০১৯ খৃষ্টাব্দে আর্জেন্টিনায় প্রকাশ; Ombre Corte (অনুবাদক: Nicolás Martino) কর্তৃক ২০২০ সালে ইতালিতে প্রকাশ; এবং Pluto Press (অনুবাদক: Liz Mason-Deese) কর্তৃক ২০২১ খৃষ্টাব্দে ইংরেজিতে প্রকাশ পায়।

৪. Tinta Limón কর্তৃক ২০১৮ খৃষ্টাব্দে আর্জেন্টিনায় প্রকাশ; Editora Elefante (অনুবাদক Igor Peres) কর্তৃক ২০২০ খৃষ্টাব্দে ব্রাজিলে প্রকাশ; La Siniestra কর্তৃক পেরুতে প্রকাশ; Pez en el Árbol কর্তৃক মেক্সিকোতে প্রকাশ; এবং Feminist International নামে Verso (অনুবাদক Liz Mason--Deese) কর্তৃক ২০২০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজিতে প্রকাশ পায়।

> একটি লিবারেল-উত্তর নীতিমালার দিকে

কারম্যান ইলিজারবে, পেরু পন্টিফিয়া ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়, পেরু

মার্চা দে লস কুয়েট্রো সুয়েসচ নামে পরিচিত এই সমাবেশটি আলবার্তো ফুজিমোরির ক্ষমতায় থাকার শেষ সময়কে চিহ্নিত করেছিল। ২০০০ সালে হাজার হাজার লোক পেরুর রাস্তায় জমায়েত করে নির্বাচনে জালিয়াতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল এজন্য এটি গণতন্ত্রের জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ক্রেডিট: ক্রিয়েটিভ কমন্স

একবিংশ শতাব্দীতে এখন পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা বা প্রপঞ্চ হচ্ছে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের উদার উপলব্ধির অবক্ষয় এবং পতন; খুব সম্ভবত অস্ত যাওয়া। যদিও রাজনৈতিক দলগুলোর বৈধতার সংকট একটি বহুবিস্তৃত ঘটনা এবং এতেই এর সীমাবদ্ধতা নয়। সম্ভবত; অপরিবর্তনীয়ভাবে কার্যকর রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিনিধিত্বের ধারণা সংকটাপন্ন। বিবেচ্য যে, প্রতিনিধিত্বের ধারণা সকল সমসাময়িক গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক নকশাকে উদ্বুদ্ধ করে এবং আধুনিক রাষ্ট্রের প্রাচীনতম ধারণার সাথে এর প্রণয়ন সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং অন্তত থমাস হবস-এর সময়কালের পর থেকে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং বহাল রাখার ধারণাটি আমরা গ্রহণ করেছি। আধুনিক গণতন্ত্রের উন্নয়নে মৌলিকত্ব লাভ করেছে প্রতিনিধিত্বের বানোয়াট কাহিনি (আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যারা আপাতদৃষ্টিতে অনুপস্থিত, বাচন আর ভোটাধিকার প্রয়োগ তাদের উপস্থিতি জানান দেয়)। আমি আগেই যুক্তি দেখিয়েছিলাম যে, এই কল্পকাহিনি দুর্বল হয়ে গেছে এবং প্রতিনিধিত্বের ধারণাটিই কেবল প্রভাবিত হয়েছে (শুধু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এবং পদ্ধতির কারণেই এটা হয়নি)।

>প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনীতির পতন নিয়ে গবেষণার আলোচ্যসূচি :

মধ্যস্থতায় প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক রূপান্তরের বিচ্ছিন্নতার প্রতিক্রিয়ায় শাসক ও শাসিত জনগণের মধ্যে সুস্পষ্ট বিরোধের আলোকে রাজনৈতিক দল এবং তাদের এজেন্ডা গুলোকে উপেক্ষা করে রাজনৈতিক স্ব-প্রতিনিধিত্ব গড়ে ওঠে। শুধু তাই নয়; প্রাতিষ্ঠানিক চ্যানেলগুলোও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে গড়ে উঠে। যাই হোক, রাজনীতির ক্ষেত্রগুলো এখনো পরিত্যক্ত হয়ে উঠেনি। নিজেকে একটি সাংবিধানিক ক্ষমতার রূপান্তর করতে সক্ষম সমাজের পুনঃরাজনীতিকরণ এবং জনপ্রিয় সার্বভৌমত্বের পুনরুত্থান আমরা প্রত্যক্ষ করেছি–যা মধ্যম মেয়াদ থেকে কয়েক দশক পর্যন্ত চলতে পারে। যেমনটা চিলির ঘটনাটি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছে। এ প্রেক্ষাপটে বহুলপ্রচলিত সার্বভৌমত্বের একাধিকত্বকে রাজনৈতিক উপলব্ধি এবং সমসাময়িক বিনির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের লক্ষণ হিসেবে দেখা যেতে পারে। সুতরাং কিছু প্রশ্ন দেখা দেয়, যখন মধ্যস্থতা ব্যর্থ হয় ও প্রতিনিধিত্বের কার্যকারিতা আগের মতো থাকে না; এমনকি যখন প্রতিনিধিত্বের ধারণা ভেঙ্গে যায় তখন কি ঘটে সংযুক্ত দুটি বিষয়ে মনোনিবেশ প্রদান করবে?

১. রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের বৈধ প্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতি বা পতনের কারণে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন;

২. স্ব-প্রতিনিধিত্ব গঠনের উত্থান এবং রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগমূলক রাজনৈতিক বিষয়ের আবির্ভাব।

গবেষণার প্রথম লাইন প্রসঙ্গে, আমি গণতন্ত্রের সঙ্গে সাংঘর্ষিক উদীয়মান রূপগুলো অধ্যয়ন করতে আগ্রহী। সাম্প্রতিক সময়ে, সেসব দেশে এবং অঞ্চলে স্বৈরাচারী, ফ্যাসিবাদী এমনকি সর্বগ্রাসী সরকারের (পুনঃ) উত্থান লক্ষণীয়ভাবে দৃশ্যমান হয়েছে; যেখানে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র বিরূপ পরিবেশে বিকশিত

>>

(ব্রাজিল ও ল্যাটিন আমেরিকার একটি প্রতীকী ঘটনা) এবং নির্ভরযোগ্য গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের দেশ এবং অঞ্চলেও এর ব্যতিক্রম নয় (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর গোলার্ধে একটি প্রতীকী ঘটনা)। একইভাবে শুধু পেরু, কলম্বিয়া অথবা চিলের মতো দেশেই নয়; বলিভিয়া ও ইকুয়েডরের মতো দেশেও সাধারণত প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নিশ্চিত করার জন্য আধুনিক এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টার দ্বারা দুর্বল জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনকারী সরকারবিরোধী চর্চা গড়ে ওঠে। একই সঙ্গে, নির্বাচনের গণতন্ত্র বিরোধী সরকারের নির্বাচিত হওয়া এবং গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতায় এর পরিণতি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন? আজ কোন ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক রীতি এবং পন্থা স্বৈরাচারী শাসন নিশ্চিত করে? স্বৈরাচারী আধিপত্যের প্রেক্ষাপটে ধারণাগুলোর সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের জন্য ধারণাগত এবং তাত্ত্বিক ভিত্তি কী? গবেষণার দ্বিতীয় লাইন প্রসঙ্গে আমি গ্রহণযোগ্য সার্বভৌমত্বের ধারণার পুনঃআবির্ভাব কীভাবে রূপ নেয় তা খতিয়ে দেখতে আগ্রহী। ধারাবাহিকভাবে আমরা উত্তর এবং দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিম জুড়ে দৃশ্যমান সামাজিক প্রভাবের সঙ্গে অর্থনৈতিক সংকট প্রতিক্রিয়ার ব্যাপক সামাজিক সংহতির শক্তি প্রত্যক্ষ করেছি; এমনকি রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার অভাবেও।

মতবিরোধ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশের জন্য প্রতিষ্ঠিত চ্যানেলগুলোর বহির্ভুত এরূপ সর্বজনস্বীকৃতি এক বিশাল নির্জীবতায় আত্মপ্রকাশ করে এবং পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক শক্তি এবং প্রকল্পগুলোর পুনঃসূচনা করার জন্য একটি দ্বার উন্মোচন করে। জননন্দিত পুনরুত্থানের এই রূপগুলোর বৈশিষ্ট্য কী? এসব কি রাজনৈতিক বিষয়সমূহের গঠনতন্ত্রের নতুন রূপ? রাজনীতির গণতান্ত্রিকীকরণের জন্য এটি কী ধরনের সম্ভাবনার সূচনা করে? কী উপায় এটি গণতন্ত্রবিরোধী রাজনীতির আত্মপ্রকাশে ভূমিকা রাখতে পারে?

>উদারনৈতিক নীতিমালার সীমা অতিক্রান্তে সংক্রান্ত বিষয়াবলি :

পরের বছরগুলোতে আমার গবেষণার কর্মসূচিগুলো হলো :রাষ্ট্র-সমাজের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার গতিশীলতা বোঝা;
সামাজিক চুক্তি নবায়নকরণের সম্ভাব্য রূপগুলোতে মনোযোগ দেওয়া এবং
উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক তত্ত্বের দ্বারা উন্নত হেজিমনিক ধারাণাগত কাঠামোর বাইরে যাওয়া।

বিষয় ভিত্তিক ভাবে নতুন ধরনের সামাজিক--রাজনৈতিক অভিব্যক্তি এবং অংশগ্রহণের সম্ভাবনা ভালোভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য সামাজিক আন্দোলন তত্ত্বের বাইরে গণতান্ত্রিক এবং গণতন্ত্রীকরণ তত্ত্বের সমালোচনাও অন্তর্ভূক্ত। সামগ্রিকভাবে, এই কাজের মধ্যে থাকবে রাজনৈতিক পরিবর্তনের চলমান প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরো পর্যাপ্ত পঠন ও উপলব্ধির জন্য একটি উদারনৈতিক ব্যাকরণের বাইরে নতুন শ্রেণি এবং পন্থার উন্নয়ন সাধন।

সরাসরি যোগাযোগ করতে:
কারম্যান ইলিজারবে <cilizarbe@pucp.pe>

> লাতিন আমেরিকায় অসমতার মানদণ্ড,অসমতার স্বরূপ ও অভিজাত শ্রেণি

মারিয়ানা হেরেদিয়া, সান মার্টিন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, কনিসেট, আর্জেন্টিনা

বিংশ শতাব্দীর আর্জেন্টিনা অভিজাত

> ক্রমবর্ধমান উদ্বিগ্নতা ও একটি বিবর্ণ বিতর্ক :

যেহেতু দারিদ্র্যের হার স্থির বা আরোও বৃদ্ধি পেয়েছে, বড় বড় সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়েছে এবং নতুন রাজনৈতিক নেতৃত্ব গুলো প্রাতিষ্ঠানিক চাপ সৃষ্টি করার জন্য আবির্ভূত হয়েছে; ফলে অভিজাতরা পুনরায় শিক্ষাবিদ এবং জনসাধারণের আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছেন। কারণ হিসেবে কেউ কেউ কর্পোরেট লোভকে দোষ দেন। আবার কেউ কেউ রাজনৈতিক অদক্ষতাকেও দায়ী করেন। এই অভিজাতরা এখন ভিন্ন মতের লক্ষ্যকেন্দ্র; এমনকি তারা উল্লেখিত সমালোচনার বিরোধীও।

অভিজাতদের নিয়ে কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা উক্ত সমালোচনা ঢেউয়ের সাথে সংযুক্ত নেই। শামুস খান তাঁর পুঁথিগতবিদ্যা চর্চার ধারাতে এই তর্ক-বিতর্ক গুলোর 'বিবর্ণ' প্রকৃতি সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। অভিজাতদের কাছে নবায়িত পদ্ধতির প্রথম বাঁধা হলো বিভিন্ন ধারা থেকে বহুবিধ পরিভাষা বা শব্দের ব্যবহার। যেমন, অভিজাত, উচ্চবিত্ত, শাসক শ্রেণি, বুর্জোয়া, ধনী ও সুবিধা প্রাপ্ত শ্রেণি প্রভৃতি সমার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়। যেহেতু শব্দগুলো একই ধারণাকে বোঝায়। দ্বিতীয় বাঁধা হলো সামাজিক বিজ্ঞান ও এর পদ্ধতিগত ধারার মধ্যে বিভেদ। অভিজাতদের গবেষণা বিশ্লেষণে অনেক পণ্ডিত ও গবেষক সেই সকল বৈশিষ্ট্যে জোর দিয়েছেন; যেগুলো অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে অভিজাতদের সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত ছিল। এগুলো হলো: ধনী ও ক্ষমতাশালীদের মধ্যে উচ্চাভিলাষ ও সঙ্কোচের অভাব; তাদের সন্তানেরা সম্পদের উত্তরাধিকার কিন্তু তাদের 'গুণাবলী' অর্জন করেনি এবং মনোনীত দলের মধ্যে বিভ্রান্তি রয়েছে সংক্ষেপে বলা যায় যে, নজিরহীন বৈষম্যের মুখে একই বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ও অভিজাত এবং সাধারণ লোকের মধ্যে বৈসাদৃশ্য রয়েছে। কাজ ও কর্মীদের ইতিহাস--সংবেদনশীল হওয়ার প্রবণতা রয়েছে। এরাই মূলত বড় ধরনের রূপান্তরের নেতৃত্ব দেন অথবা ন্যূনতম এই রূপান্তর তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। যা হোক, মূলধন, ক্ষমতা ও এর প্রবক্তাদের পুনরুৎপাদনকে পরিবর্তন করা অভেদ্য বলে মনে করা হয়।

>লাতিন আমেরিকার বাস্তবতা :

লাতিন আমেরিকাতে বিকশিত সামাজিক তত্ত্বসমূহ অসমতা মানদণ্ডের গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে অঞ্চলটির অসমতার জন্য অভিজাত ও সাধারণ জনগণের মধ্যে বন্ধনের স্বরূপ অনুসন্ধান করতে সূক্ষ্মদৃষ্টি আরোপ করে। লাতিন আমেরিকার বাস্তবতা সমালোচনামূলক তত্ত্বকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি ফেলেছে। ঔপনিবেশিক কাল/ আমল থেকে এই অঞ্চলটি অধীনস্ত স্বভাবের কারণে কৌশলগত সম্পদসমূহ বিদেশি বা ইউরোপীয় বংশধরদের হাতে রয়েছে। জাতীয় মানদণ্ডটি কখনোই লাতিন আমেরিকার সামাজিক স্তরবিন্যাস বোঝার পক্ষে যথেষ্ট নয়। একইভাবে এই অঞ্চলের বেশিরভাগ দেশই উদ্বৃত্ত শ্রমের মূল্য হিসেবে কাঁচামাল রপ্তানির উপর নির্ভর করে।

শক্তিশালী বিদেশি প্রভাবের মুখে লাতিন আমেরিকান অভিজাতরা তাদের সময়ের চ্যালেঞ্জ গুলোর সাথে হালকা ভাবে খাপ খাইযে নিয়েছিল। প্রথমে; তথাকথিত শাসকদের কথা আসে। যারা দেশিয় অঞ্চলগুলোতে নব্য-ঔপনিবেশিক আদেশ জারি করেছেন; আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে পদমূলেএনেছেন, ইউরোপীয় গুপ্তচরদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেছে এবং এমন রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল–যা জনগণের অংগ্রহণে বাঁধা দেয়। পরবর্তীতে বড় দেশগুলোতে একটি জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির উত্থান ঘটে – যা প্রায়শই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও সামরিক শাসনের সমর্থনে বুর্জোয়া শ্রেণি নগর এবং শিল্পোন্নতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল; বিপুল সংখ্যাক শ্রমিক নিয়োগ দিতো এবং দেশিয় উৎপাদন ও ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য নীতি-নির্ধারণ করতো। বিদ্যমান মতবাদের সাথে তাল মিলিয়ে বিত্তবানদের অতি সাম্প্রতিক ধারণাটিতে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাত্ত্বিক পাইকেটি ও অক্সফাম গভীরতর বৈষম্যগুলো উল্লেখ করেছেন এবং আয় বিতরণের অভিনব পদ্ধতি হিসেবে করের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন অথচ অন্যান্য তাত্ত্বিকরা জোর দিয়ে বলেন যে, বর্তমান পুঁজিবাদের

>>

আবর্তনের মধ্যে পুঁজির ধর্মই হলো অধিক তরল হওয়া ও স্থানীয় অঞ্চলের সীমার বাইরে ছড়িয়ে যাওয়া। যাই হোক, লাতিন আমেরিকায় তথ্য-উপাত্ত বিশেষভাবে নির্ভরযোগ্য নয় এবং 'ধনীদের' মধ্যে ব্যাপক ভিন্নতা রয়েছে-) যা ধন-সম্পদের সমালোচনার ভিত্তিতে অতি মাত্রায় অসন্তুষ্ট তত্ত্ব প্রদান করে। ধনীরা বিবিধ দলে বিভক্ত। যেমন, পুরানো বনাম নব্য ধনী, তরল বনাম স্থাবর সম্পদ, সম্পদ নির্ভরতা বনাম শ্রম নির্ভরতা, এই অঞ্চলের অধিবাসী বনাম যারা বিদেশে ভাগ্য জুটেছেন এমন অধিবাসী। অতএব, উদ্দেশ্য যদি অসমতা হ্রাস করা হয়; তবুও এল সালভাদোর ও ফ্রান্সের মতো দেশেও একই পদ্ধতির প্রয়োগ করা যায় না। লাতিন আমেরিকান সম্পদের একটি বড় অংশ লাতিন আমেরিকানদের হাতে নেই। এমনকি, এই সম্পদ তার দেশিয় সীমানার মধ্যেও স্থির নেই।

>'ধনী' ধারণার দারিদ্র্য কাটিয়ে উঠা :

লাতিন আমেরিকান অভিজাতদের উপর আরোও নির্ভুল দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তিনটি অপরিহার্য উপাদান দেখানো হয়েছে। যেমন, অসমতাকে সুনির্দিষ্টকরণ, অভিজাতদের বিদ্যমান সম্পদ ও সুবিধাসমূহের প্রয়োগ মাত্রা ও প্রকারভেদ।

প্রকৃতি ও সমাজকে প্রভাবিত করে এরকম বৃহত্তর বিনিয়োগ প্রকল্পগুলো আরম্ভ করা (বা থামানো)- যা সর্বাধিক অর্থনৈতিক বৈষম্যের সাথে জড়িত। বর্তমানে এ অঞ্চলের প্রভাবশালী বৃহৎ প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী ও বড় আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এই অসমতাগুলোকে বৈশ্বিক মাত্রা দিচ্ছে। যেমন, পুঁজি ক্রমবর্ধিতভাবে তরল ও অ-ব্যক্তিগতকরণ হচ্ছে; পুঁজিপতিরা এখন উৎপাদন সামগ্রীর মালিকদের বড় নিয়োগকারী বা স্থানীয় সংগতিশালীদের অতিক্রম করছে। বিভিন্ন অঞ্চলগুলোতে অর্থ, আইন ও প্রযুক্তির কার্য-পরিচালনাকারী ও বিশেষজ্ঞরা এখন চলমান পুঁজি নিয়ন্ত্রণের সাথে জড়িত।

অপরদিকে, সর্বাধিক সামাজিক বৈষম্য দেখা যায়; অভিজাতদের বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে- যেখানে আরো অধিক সুবিধা গুলো উপভোগ করে। বিশেষত; সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এ বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় এবং যদিও তা কোনো ব্যক্তির সম্পদের অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না। যখন রাষ্ট্র গুলো সর্বজনীন, উচ্চ-মানের পরিসেবা লক্ষ্যকে ত্যাগ করে ও অধিকারসমূহ পণ্যদ্রব্য হয়ে উঠে; তখন কোনো শ্রেণি অভিজাত (সফল পেশাদার, উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা বা মাঝারি আকারের ব্যবসায়ের মালিক) তা খুব সামান্যই গুরুত্বপূর্ণ থাকে -যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, এই সামাজিক অভিজাতদের এমন সুযোগ রয়েছে-যা অন্য জনগণের নেই।

পরিশেষে, বলা যায় জনগণকে পরিচালিত করা, সমর্থন তৈরি করা ও প্রভাব রাখার সক্ষমতার উপর রাজনৈতিক সাম্যতা নির্ভর করে। বর্তমানে, অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন ও বিকেন্দ্রীকরণ রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদকে হ্রাস করেছে এবং অনেক রাজনীতিবিদই অর্থনৈতিক স্বার্থের দ্বারা নির্বাচিত হচ্ছেন। পরিচয়-ভিত্তিক দাবি ও পার্থক্য যেমন বেড়েছে, সরকারগুলো তেমন তাদের সীমানা ছাড়িয়ে পুঁজি খুঁজতে বাধ্য হয়েছে এবং কট্টর ও সুযোগ সন্ধানী স্থানীয় নেতাদের সমন্বয়ে জোট তৈরি করেছে।

>অতি ক্ষুদ্র ও অন্তর্নিহিত শ্রেণিবিন্যাস :

যদিও অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিজাতদের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে; তবুও তাদের মধ্যে পার্থক্যগুলো লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ। মাইকেল ম্যান 'ক্ষমতার স্থান-কালীন সংযুক্ততা' ও সেই সকল কর্তৃপক্ষ- যার কাছে দল ও সংস্থাগুলো সীমাবদ্ধ শর্ত আশা করে এবং অনির্দিষ্ট শক্তি- যা -কোনো নির্ধারিত কেন্দ্রীয় বা সরাসরি আদেশ ছাড়াই বিকেন্দ্রিত অনুশীলনের মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রসারিত হয় তাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করে। যখন কোনো নেতার কর্তৃত্বকে প্রথম প্রকারের শক্তি (ক্ষমতা) হিসেবে চিত্রিত করা হয়, বাজার ব্যবস্থাপনা বা শুল্কের মন্দা তখন দ্বিতীয় প্রকারের শক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। এই প্রস্তাবটি অ্যালবার্ট হিরশম্যানের বক্তব্যের অনুরূপ। যেখানে তিনি বলেছেন, বিশ্বায়িত বাজারগুলো ব্যবসায়ীদের অলাভজনক অঞ্চলসমূহ ত্যাগ (প্রস্থান) করার ক্ষমতা জোরদার করেছে। বিভিন্ন ব্যক্তি রাস্তায় ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অসন্তুষ্টি (মত) প্রকাশ করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছেন। তবে, কর্তৃপক্ষ ও জন নীতির যে আনুগত্য ও বাধ্যতা প্রয়োজন তা হ্রাস পেয়েছে।

বৈষম্য হ্রাস করার জন্য সম্পদ ও শক্তি বিশ্লেষণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তা সত্ত্বেও, তাদের নির্বিচার সমালোচনার মাধ্যমে সম্পদ ও শক্তির চকচকে আকর্ষণীয়তা সমানভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। সম্পদ ও শক্তি উভয়ই সামাজিক সহাবস্থানের জন্য সমানভাবে বিপজ্জনক ও যেকোনো সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে অক্ষমতার কারণ হতে পারে।

সরাসরি যোগাযোগ করতে :
মারিয়ানা হেরেদিয়ে
<mariana.heredia@conicet.gov.ar>

> আদিম সঞ্চয়ন ও আইনের সমালোচনা

গুইলহার্মে লেইতিগনকাল্ভেজ, রিওডি জেনিরো স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রাজিল

মেক্সিকো সিটির প্যালাসিও ন্যাসিওনালে ডিয়েগো রিভেরার (১৯২৯-৪৫) দেওয়াল চিত্রের একটি অংশ স্প্যানিশ মেক্সিকো বিজয়কে ফুটিয়ে তোলে ।

কীভাবে আইন ও পুঁজিবাদের বিকাশ একে অপরের সাথে সম্পর্কিত? পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য ও সংঘাতের ভিত্তিতে আদর্শিক অভিসন্ধি ব্যবহার করে প্রায়শই এই প্রশ্নের প্রথম ও সর্বাগ্রে উত্তর দেওয়া হয়। এই যুক্তি থেকে দু'টি মতামত উদ্ভূত হয়। প্রথমত; পুঁজিবাদ-উত্তরসমাজে বিদ্যমান প্রণোদনামূলক সম্পদসমূহ রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বৈধতা দিতে অপর্যাপ্ত হিসেবে দেখা হয়। দ্বিতীয়ত; আইনকে এমনভাবে উপস্থিত করা হয়–যা পূঁজি ও ক্ষমতা পুঞ্জিভূতে নিয়ন্ত্রণ করে। যদিও এই পুঞ্জিভূতকরণ কেবল বিভিন্ন রকম কৌশলগত অভিনেতাদের একটি তালিকা প্রকাশ করে–যারা সাধারণ মত বিরোধের নেতৃত্ব দেয়। উভয় যুক্তিই জার্জেন হেবারমাস-এর তত্ত্বের আদর্শিক ভিত্তির সাথে সম্পর্কিত।

এই ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য হলো আইন ও গণতন্ত্রকে নীতি গুলোর একটি সংযুক্তি হিসাবে বুঝতে পারা–যা কিনা অসঙ্গতি প্রতিরোধকারী। যেন আইনি-গণতান্ত্রিক মতবাদগুলো গঠনের বস্তুগত স্বার্থ থেকে এটিকে আলাদা করা যেতো। অপ্রত্যাশিত বর্তমানের একটি অংশ হিসাবে আইনকে স্বীকৃতি না দিয়ে; উপরোক্ত ব্যাখ্যাটি আইনি ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে। ফলে, এটি সঞ্চয়ন ও বৈধতার মধ্যে যোগাযোগ করে দেয়। এটি আরোও স্পষ্ট হয়ে উঠে, যখন আমরা দেখি যে, পুঁজিবাদ-উত্তরসমাজে বৈধতার প্রশ্ন নিয়ে প্রস্তাবনা এখনোও নিশ্চিত হয়নি। নিও-লিবারেলিজম শুধু নতুন প্রণোদনামূলক সম্পদকে সচল করে না বরং আর্থিক পুঁজিবাদ ও এর পুনঃ-বস্তগতকরণ উপাদানসমূহকে অনুমানমূলক ধারায় আইনি বৈধতা দিতে সক্ষম করে।

>আইনি কাঠামো :

পুঁজিবাদ গণতন্ত্রের প্রথাগত ব্যাখ্যার বিপরীতে আইনি কাঠামোর সমালোচনা (যেমন ইভজেনিপাশুকানিস প্রকাশ করেছেন) মার্ক্সের মূল্য তত্ত্বের আইন বিশ্লেষণ করতে একটি ধারণা দেয়। এর ব্যতিক্রম আলোচ্য বিষয় হলো, পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমের সামাজিক মূল্য কাঠামো নির্ধারিত করে। ফলে, শারীরিক শ্রমকে বিমূর্ত শ্রমে পরিবর্তিত করা হয় এবং এর ফলাফল একটি বিনিময়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়– যার মূল্য কাঠামো সামাজিক শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয় অবস্থাতে রূপান্তরিত হয়। শ্রমেন্র বিভিন্ন পণ্য আদান-প্রদানের সাথে যখন একে অপরের সমান হয়ে যায়; তখন ন্যুন্যতম সামাজিক শ্রমঘন্টা এর মতো মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা বিনিময়

>>

অসম শারীরিক শ্রমের মধ্যে বিমূর্ত সাম্য তৈরি করে। এমনকি, এটি সামাজিক বৈষম্যের স্ব-উৎপাদনে সম্মতি দেয়। মূল্য কাঠামো প্রত্যক্ষ উপলব্ধি গুলো চিহ্নিত করা এবং আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার কারণে এটি একটি বস্তুগত চরিত্র অর্জন করে।

ফলস্বরূপ, পুঁজিবাদী সমাজ গুলোতে আইনকে সমাজের এমন একটি রূপ হিসাবে বিবেচনা করা হয়–যা মূল্য কাঠামোর সাথে জড়িত। এটি সমমানের বিনিময় নীতিটি আরোপের মাধ্যমে অসম শারীরিক উৎপাদকের বিমূর্ত প্রক্রিয়াতে অংশ নেয় –যা পণ্য বিনিময়ের পূর্বশর্ত (যেমন, 'সাম্যের জন্য বিনিময়ের সমতা')। এখানে আইনি কৌশলগুলো হলো স্বাধীনতা এবং সাম্যের সংবিধানিক নীতি ও 'আইনি বিষয়'। প্রকৃতপক্ষে, এই কৌশলগুলো বিমূর্তভাবে সমান প্রয়োজক তৈরি করে–যারা সমতুল্য পণ্য বিনিময় করতে একমত। একই সময়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও বৈষম্যের উপাদান বাস্তবায়নের অনুমতি দেয়। এই কারণে, আইনি-গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গুলো এমন এক সামাজিক কাঠামো–যা বাজার সম্পর্ক ও বিনিময়কে বস্তুগত এবং বস্তুকরণে পরিণত করার অনুমতি দেয়। এ জন্য তারা নিজেরাই নিজেদের বস্তু হিসেবে তৈরি করে।

>আদিম সঞ্চয়ন :

আইনি কাঠামোর সমালোচনা একটি ব্যাখ্যামূলক পরিবর্তনশীল ফলাফল দেয়–যা পুঁজিবাদী সংগ্রহের (পুনরায়) স্থিতিশীলকরণ ব্যবস্থায় আইনের অবস্থান বিশ্লেষণের জন্য দরকারী। যদিও, এটি সঞ্চয় সংগ্রহের প্রক্রিয়া এবং ক্রমাগত বৃদ্ধির জন্য চাপ বিশ্লেষণ করে না। যেমন, আদি সঞ্চয়নের উপর মার্কসীয় বিতর্ক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; পুঁজিবাদী সমাজগুলো স্থিতিশীল নয় বরং সমাজসমূহ গতিশীল। এই পরিপ্রেক্ষিতে পুঁজিবাদী বিকাশকে অ-পণ্যযুক্ত জায়গাগুলো পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে সঞ্চয় এবং সঞ্চয়ের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার একটি ধ্রুব প্রক্রিয়া হিসাবে দেখা হয়। এই প্রক্রিয়াটি অনুপ্রাণিত হয় মূল উৎসে সামগ্রিক ভাবে উদ্বৃত্ত মূল্যের অসম্ভবতা এবং অতিরিক্ত সঞ্চয়ের চাপ উপলব্ধি দ্বারা–যা উদ্বৃত্ত মূল্যকে সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত করার জন্য এবং বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য একটি অ-পণ্যযুক্ত জায়গা বাজেয়াপ্তকরণের দাবি করে।

পুঁজিবাদ এই ভাবে বাজেয়াপ্তের গতিশীলতার ভিত্তিতে বিকাশ লাভ করে– যা প্রতিনিয়ত আদিম সঞ্চয়নের পুনরাবৃত্তি এবং এর সাথে 'সহিংসতার অরুচিকর কাজ' সংযুক্ত। এই কাজ গুলো প্রত্যক্ষ সহিংসতার (যেমন দখল, ডাকাতি এবং হত্যা) রূপ হিসাবে বোঝা উচিত যে, পুঁজিবাদের বিকাশে কেবল বিশেষভাবে নয় বরং বাস্তবে প্রায়ই এর প্রয়োগ করা হয়। একটি তাত্ত্বিক অনুপ্রেরণা হিসাবে আদিম সঞ্চয়ণ এবং বাজেয়াপ্তকরণের ধারণাগুলো প্রমাণ করে যে, আইন কেবল পুঁজিবাদী সমাজ গুলোতে সামাজিক বস্তু হিসাবে কাজ করে না; প্রকৃতপক্ষে, এটি অন্য একটি রূপ গ্রহণ করে। কিন্তু কীভাবে আমরা এটি বর্ণনা করতে পারি? এটা কোন ধরনের সহিংসতা? পুঁজিবাদী বাজেয়াপ্তকরণে অবদান রাখার মতো কোনোও আইনগত ব্যবস্থা আছে কি?

আদিম সঞ্চয়নের আইনি সহিংসতা :প্রাচীন সঞ্চয়ন পুঁজিব্যবস্থা নিয়ে চলতে থাকা বিতর্ক আইনি প্রক্রিয়ার সমালোচনা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে আলোকপত করে; এমনকি, এটি সংকটকালীন উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করে। সংকটকালীন এক্প্রকার জোরপূর্বক মূলধন বৃদ্ধির প্রথা চালু ছিল। এ সম্পর্কে ডেভিড হার্ভে বলেন, সে সময়ে পণ্যের স্থানিক-সময়গত পরিবর্তন আনার উপর জোর দেয়া হতো। যার ফলে, পণ্যাদি পুনরায় বাজারজাত করার মাধ্যমে মূলধনের প্রবাহকে তার সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করা হতো। এই সংকটকালীন মধ্য স্বত্বার জন্য যে দাবিগুলো করা হয়েছিল; সেগুলো শুধু স্থানিক পুনর্গঠন বা পণ্যের মেয়াদেরও সীমা বাড়ানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; তার সাথে সাথে বিনিয়োগের জন্য একটি উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করার দাবিও তোলা হয়েছিল। পরবর্তীতে বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা (শিথিল আইন, ফৌজদারী আইন, আইনানুগ ব্যবস্থা, পুলিশী সহিংসতা, যুদ্ধ প্রভৃতি) প্রয়োগের মাধ্যমে উভয় ক্ষেত্রেই পরিবর্তন আনা হয়। পরিবর্তনকারীরা এমন একটি জটিল গতিশীল ভিত্তি দাঁড় করান–যা পণ্যাদি পুনরায় বাজার জাতকরণকে বৈধতা দেওয়ার পাশাপাশি সহিংসতার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেয় এবং যার ফল স্বরূপ, বাজার থেকে পরবর্তীতে বিভিন্ন সামাজিক সংস্থাকে খারিজ করে দিয়েছে।

ক্লাউস ডোরের যুক্তি অনুসারে, আদিম সঞ্চয়নের ব্যবহার করে বর্তমান অর্থনৈতিক-বাস্তুসংস্থার দ্বৈত সংকট সমসাময়িক সমস্যা নির্ণয়ের পথ সুগম করে। এই নির্ণয়ে, অর্থনৈতিক-পরিবেশগত সংকটগুলো এমন একটি উপাদান হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়–যা বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি এবং গণতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্ককে অস্থিতিশীল করে। এর উপর ভিত্তি করে আইনি ও সামাজিক আদেশ গুলোর প্রবৃত্তি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সঞ্চয়ের ক্রমবর্ধমান চাপ বিবেচনার মাধ্যমে যার শক্তি এই সংকট গুলোর দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। এই বিশ্লেষণ একটি সমালোচনামূলক আইনি সমাজবিজ্ঞান বিকাশের দাবি করে–যা হেবারমাসের আদর্শিক পরিকল্পনাকে ছাড়িয়ে যায়। অন্যদিকে, আদিম সঞ্চারের স্থায়ী ব্যবহার প্রমাণ করে যে, পুঁজিবাদের বিকাশ কেবল তথাকথিত সমমানের বিনিময় নীতিতে পাওয়া শোষণকারী নীতির সাথেই জড়িত নয় বরং এটি এমন একটি গৌণ শোষণ–যা বর্ণবাদী বৈষম্য, মহিলাদের অবৈতনিক শ্রম, অভিবাসী শ্রমশক্তির অতিরিক্ত শোষণের মাধ্যমে সঞ্চয় করার অনুমতি দেয়। অবশ্যই কোনো আইনি নীতিগুলো (সামাজিক আইন, পুলিশী আইন ইত্যাদি) গৌণ শোষণকে সক্ষম ও করে তা অনুসন্ধান করতে হবে।

সরাসরি যোগাযোগ করতে :
গুইলহার্মে লেইতিগনকাল্ভেজ
<guilherme.leite@uerj.br>

> গ্লোবাল ডায়লগ পোলিশ দলের পরিচিতি

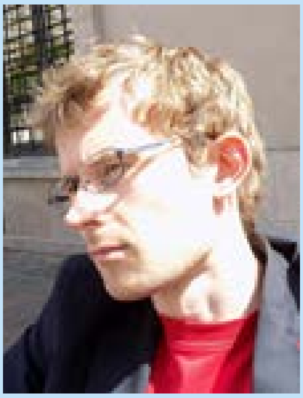

Jakub Barszczewski

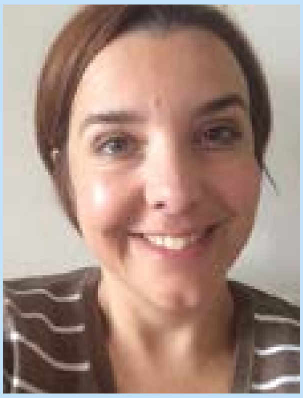

Aleksandra Biernacka

Iwona Bojadżijewa

GLOBAL DIALOGUE

Sara Herczyńska

Justyna Kościńska

Adam Müller

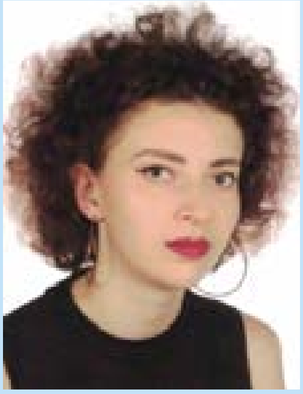

Weronika Peek

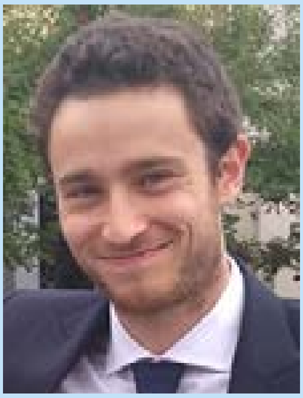

Jonathan Scovil

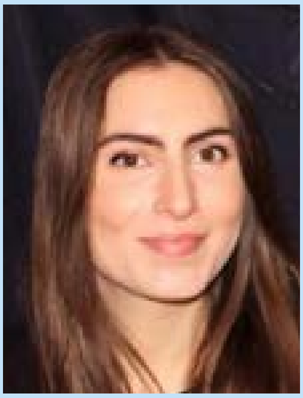

Aleksandra Wagner

>>

জ্যাকুব বার্সকসেউসকি, পিএইচডি, তিনি বিয়ালস্টক বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান পড়ান। গবেষণাকর্মে তাঁর আগ্রহের বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে সমালোচনা তত্ত্ব, দক্ষিণ বিশ্বের সমাজবিজ্ঞান, ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্তির চিন্তা, আধিপত্যাবাদ বিরোধী বিশ্বায়ন, এবং সৃজনশীলতা। তাঁর পিএইচডি গবেষণাটি বোভেন্তুরা ডি সুজা সান্টোস-এর আধিপত্যাবাদ বিরোধী বিশ্বায়ন ধারণার সাথে সম্পর্কিত ছিল। তিনি শিল্পোন্নয়ন ও শিল্পত্তোর পরবর্তী সৃজনশীলতা সম্পর্কে একটি বই প্রকাশ করেছেন।

আলেকসান্দ্রা বিয়ের্নাকা গ্র্যাজুয়েট স্কুল ফর সোশ্যাল রিসার্চ (জিএসএসআর), থি উরি অফ কালচার ডিপার্টমেন্ট, দর্শন ও সমাজবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, পোলিশ একাডেমি অফ সায়েন্স-এর একজন পিএইচডি শিক্ষার্থী। গবেষণা ক্ষেত্রে বর্তমানে তিনি আধুনিক বিশ্বায়নের আলোকে আড়াআড়ি-সংস্কৃতির চলচ্চিত্র পুনর্নির্মাণ, অনুবাদ তত্ত্ব, ধারণার ইতিহাস এবং সংবর্ধনা অধ্যয়নের বিষয়গুলোতে মনোনিবেশ করেন। তিনি ওয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোলিশ ভাষাতত্ত্ব এবং আমেরিকান সংস্কৃ তি অধ্যয়ন- বিষয়ে দুটি এম এ করেছেন।

আইভোনা বোজাদাদিজিভা ক্রাকোর জাগিলিলোনিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি পরিবেশ আলোচনার বিষয় নিয়ে পিএইচডি গবেষণার কাজ করছেন। এছাড়াও তিনি পোল্যান্ডের একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন, যেখানে উন্নত মানের বায়ু সুরক্ষার জন্য প্রচারণা চালানো হয়।

সারা হারকিজিস্কা ওয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে পোলিশ কালচার ইনস্টিটিউটের একজন পিএইচডি শিক্ষার্থী। তাঁর গবেষণার প্রধান বিষয় হল স্মৃতি অধ্যয়ন। তিনি হলোকাস্টের স্মরণিকা গবেষণা দলের সদস্য এবং তাঁর পিএইচডি গবেষণা প্রবন্ধটি পোলিশ জীবনীবিষয়ক জাদুঘর সম্পর্কিত। তিনি মা কুলতুরা এস্পিসকেসেনো ম্যাগাজিনের সম্পাদকীয় দলের একজন সদস্য এবং য্যাচটা ন্যাশনাল গ্যালারী অফ আর্ট-এর একজন উপদেষ্টা।

জাস্টিনা কোসিয়াস্কা ওয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানে পিএইচডি শিক্ষার্থী। তাঁর অধ্যয়নের বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে নগর সমাজবিজ্ঞান, সামাজিক অংশগ্রহণ, সামাজিক শ্রেণি এবং স্তরবিন্যাস। বিভিন্ন ধরনের জনসেবার স্থানিক সহজলভ্যতা নিয়ে তিনি ডক্টরাল গবেষণা করছেন। এছাড়াও তিনি ২০১৯ সাল থেকে গ্লোবাল ডায়লগ-এর পোলিশ সম্পাদকীয় বোর্ডের সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করছেন।

অ্যাডাম মুলার একজন সংখ্যা৩ক গবেষক, বর্তমানে তিনি জাতীয় তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইনস্টিটিউটের সহযোগী হিসেবে কাজ করছেন। তিনি ওয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর এবং স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন। উচ্চশিক্ষার নকশা পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক ভাষার প্রক্রিয়াকরণ করে এবং তার প্রয়োগ ঘটিয়ে সামাজিক বিজ্ঞান অধ্যয়নের বিষয়ে গবেষণায় তাঁর প্রবল আগ্রহ রয়েছে।

ওয়ার্নিকা পিক ওয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের একজন এম এ শিক্ষার্থী। সমাজবিজ্ঞানের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ রয়েছে। গবেষণা ক্ষেত্রে তাঁর আগ্রহের বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে জ্ঞানসম্বন্ধীয় ভাষাতত্ত্ব, ধারণাগত রূপকের উপর বিশেষ চাপ সহ, নিবন্ধ অধ্যয়ন এবং নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনা।

জনাথন স্কোভিল ওয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানের পিএইচডি শিক্ষার্থী এবং ফ্রেঞ্চ সরকারি বৃত্তি দ্বারা অর্থায়িত ইকোলেস দেস হউটস-এডস এন সায়েন্সেস সোসাইলে (ইএইচএসইএস)-এ একটি যৌথ ডক্টরাল প্রোগ্রামে যুক্ত আছেন। তাঁর গবেষণার ক্ষেত্রগুলো হল; ধর্ম ও জ্ঞানের সমাজবিজ্ঞান, সামাজিক নৃবিজ্ঞান এবং ধারণার ইতিহাস। ফ্রান্স এবং পোল্যান্ডে ঘটে যাওয়া জিহাদি সন্ত্রাসবাদের ঘটনাগুলোর প্রেক্ষাপটে ইউরোপীয়দের ধারণা সম্পর্কে তিনি তাঁর পিএইচডি গবেষণা সম্পন্ন করছেন।

আলেকসান্দ্রা ওয়াগনার ওয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত সামাজিক বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতক শেষ করেছেন এবং স্নাতকোত্তর শুরু করেছেন। পরিবার, শিশুপালন এবং বিবাহের সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণায় তাঁর উৎসাহ রয়েছে।